## সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত মো: ফজলুল হক (হক সাহেব) স্বরণে-

সংস্থার প্রধান কার্যালয়

সার্বিক দিকনির্দেশনায় জনাব মো: রুহুল মতিন, নির্বাহী পরিচালক

জনাব সাইফুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক

সম্পাদনায় ঃ জামাল উদ্দিন সিদ্দিকী, মনিটরিং এন্ড ডকুমেন্টেশন অফিসার

সার্বিক সহযোগিতায় : জনাব মো: শামছুল হক, ঋণ সমন্বয়কারী
জনাব মহিব উল্যাহ, ঋণ ব্যবস্থাপক (অগ্রসর)
জনাব এ,কে,এম ফখরুল ইসলাম, প্রধান হিসাবরক্ষক

তথ্য ও উপাত্ত সংকলনে সহযোগিতায়:
সকল প্রকল্প ব্যবস্থাপকবৃন্দ
কৃষি ও প্রাণি সম্পদ ইউনিট
প্রশাসনিক বিভাগ
হিসাব বিভাগ (প্রধান কার্যালয়)
অডিট এন্ড মনিটরিং সেকশন
আইটি সেকশন

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

# মুখবন্ধ

নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও উপকূলীয় অঞ্চলের দুর্যোগে বিপদাপন্ন পরিবারের চলমান উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদেরকে দুর্যোগ থেকে রক্ষা করা ও যথাসম্ভব তাদের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সংস্থার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থার আর্থিক, নির্দেশনা ও প্রযুক্তিগত সহায়তা নিয়ে সমাজ ও দরিদ্র মানুষের উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার আদর্শ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং বাস্তবায়িত সকল কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্য বার্ষিক প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি, দাতা সংস্থা ও সরকারি বিভিন্ন বিভাগ বা প্রতিষ্ঠান সংস্থা ও সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে। এই বার্ষিক প্রতিবেদনে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের মধ্যে পরিচালিত ও বাস্তবায়িত সকল কার্যক্রমের তথ্যাদি সংক্ষিপ্ত আকারে পর্যায়ক্রমে পৃথক পৃথক ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সংস্থার বার্ষিক পরিকল্পনার কার্যক্রম বুলেট পয়েন্টে ও বাজেট একনজরে তুলে ধরা হয়েছে। কার্যক্রম ভিত্তিক বর্ণনার পাশাপাশি কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য কিছু ছবি প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। আমার বিশ্বাস এই প্রতিবেদন প্রকাশের ফলে সকল ক্ষেত্রে সংস্থার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে এবং গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। এই প্রতিবেদনকে আরও সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে যে কোন ধরনের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। সংস্থার ই-মেইল matin_ssus@yahoo.com, saifulssus@yahoo.com নম্বরে মতামত পাঠানোর জন্য পাঠকের প্রতি বিনীত অনুরোধ রাখছি।

মো: রুহুল মতিন
নির্বাহী পরিচালক
সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
চরবাটা, সুবর্ণচর, নোয়াখালী

# সংস্থা'র সভাপতির কথা

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা নোয়াখালী জেলার একটি সুপরিচিত বেসরকারি সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান। দরিদ্র ও চরম দরিদ্র মানুষের সক্ষমতা সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁদের অভাব অনটন নিরসন করে মুখে হাসি ফোটানোই হচ্ছে সংস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য। সংস্থা সফলতার সাথে দরিদ্র ও চরম দরিদ্র মানুষের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসুচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসুচি সহায়তার ফলে দরিদ্র ও চরম দরিদ্র পরিবারগুলো তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে সক্ষম হচ্ছে এবং এর ফলে তাঁদের আয় বাড়ছে। ধীরে ধীরে তাঁদের অভাব অনটনও কমে আসছে।

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ সহায়তার পাশাপাশি দরিদ্র ও চরম দরিদ্র পরিবারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যে বিভিন্ন দাতা সংস্থার আর্থিক ও টেকনিক্যাল সহায়তা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম সফলতার সাথে পরিচালনা করে আসছে। প্রতি বছরের মত এবারও দাতা সংস্থার প্রকল্প সাহায্য ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচির ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সম্পাদিত সকল কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্য বিবরণী ও বাজেটসহ সচিত্র বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। আমাদের এই বার্ষিক প্রতিবেদনের উন্নয়নে যে কোন পরামর্শ, সুপারিশ ও দিকনির্দেশনা সানন্দে গৃহীত হবে। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত সবাইকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বর্তমানে অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে প্রতিবেদনে বর্ণিত বিভিন্ন তথ্য ও পরিসংখ্যান অবহিত হয়ে দাতা সংস্থাসহ সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও জনগোষ্ঠী পর্যায়েও সংস্থার ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পাবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি মহান আল্লাহপাকের নিকট সংস্থার উত্তরোত্তর অগ্রযাত্রা ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

মোহাম্মদ মোনায়েম খান ফিরোজ
সভাপতি
সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
ও
অধ্যক্ষ
সৈকত ডিগ্রি কলেজ
সুবর্ণচর, নোয়াখালী

# সংস্থা'র নির্বাহী পরিচালকের কথা

বার্ষিক প্রতিবেদনে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত বর্ষ ব্যাপী পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন, বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া, সফলতা ও বিফলতা ইত্যাদি বিষয়ের বিভিন্ন তথ্যের বর্ণনা করা হয়েছে। যা থেকে যে কেহ সংস্থা সম্পর্কে ও এর আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে। আমি নির্বাহী পরিচালক হিসেবে ১৯৯৫ সনে দায়িত্ব নেওয়ার সময় থেকে আমাদের প্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক জনাব ফজলুল হক (হক সাব) এর আদর্শ ও উদ্দেশ্য কে সমুন্নত রেখেই কাজ করে যাচ্ছি। সংস্থা বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পাদনের মাধ্যমে সমাজের দরিদ্র মানুষদের সক্ষমতা সৃষ্ঠি করে দরিদ্রতার অভিশাপ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের করাল গ্রাস থেকে তাঁদেরকে রক্ষা করাই আমার জীবনের ব্রত হিসাবে নিয়েছি।

দরিদ্র পরিবার সমূহ তাঁদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য যাতে সহজ শর্তে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ ও ব্যবহার করতে পারে সে জন্য মাইক্রো ক্রেডিটের ধারায় তাঁদের সম্পৃক্ত করে ঋণ প্রাপ্তিতে তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। সংস্থার মাইক্রো ক্রেডিট ব্যবহার করে দরিদ্র ও সহায় সম্বলহীন পরিবার পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠে আজ অনেকে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে। তাঁদের জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন ও দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির পাশাপাশি বিভিন্ন দাতা সংস্থার সাহায্য নিয়ে জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সভা-সমাবেশ এবং চাহিদা ভিত্তিক উপকরণ সহায়তা প্রদান সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও সংস্থার যৌথ অর্থায়নে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনসহ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ ইউনিট প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন প্রদর্শনী স্থাপনের মাধ্যমে লাগসই প্রযুক্তি সরবরাহ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ ইত্যাদি আয়বৃদ্ধিমূলক ক্ষেত্র সমূহে আশাব্যাঞ্জক অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হচ্ছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত নীতি সমুন্নত রেখে জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারের অঙ্গীকার পূরণে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা সব সময় কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থা প্রতি অর্থবছর অনুযায়ী দাতা সংস্থার প্রকল্প সাহায্য ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও বিভিন্ন তফশিলি ব্যাংক এর সহযোগিতায় মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচির সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ সংক্ষিপ্ত আকারে আলোকপাত করে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের সচিত্র বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রতিবেদনের মান উন্নয়নে পাঠকের যেকোন পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা পরম শ্রদ্ধা ও গুরুত্বের সাথে গৃহীত হবে। এই বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যারা জড়িত থেকে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মো: রুহুল মতিন
নির্বাহী পরিচালক
সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
চরবাটা, সুবর্ণচর, নোয়াখালী

# সংস্থা'র সাধারণ সম্পাদকের কথা

সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ায় সর্ব প্রথমে মহান আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমি সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা মরহুম ফজলুল হক (হক সাহেব) এর পবিত্র আত্মার শান্তি কামনা করছি। সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা নোয়াখালী জেলার একটি সুপরিচিত বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান। দরিদ্র ও অতি দরিদ্র মানুষের সক্ষমতা সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁদের অভাব অনটন নিরসনের করে মুখে হাসি ফোটানো হচ্ছে সংস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য।

সংস্থা সফলতার সাথে দরিদ্র ও অতি দরিদ্র মানুষের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসুচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসুচি সহায়তার ফলে দরিদ্র ও অতি দরিদ্র পরিবার গুলো তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে পারছে এবং এর ফলে তাদের আয় বাড়ছে। ধীরে ধীরে তাঁদের অভাব অনটনও কমে আসছে। সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ সহায়তার পাশাপাশি  দরিদ্র ও অতি দরিদ্র পরিবারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বিভিন্ন দাতা সংস্থার আর্থিক, দিকনির্দেশনা ও প্রযুক্তিগত সহায়তা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে আসছে।

দাতা সংস্থার প্রকল্প সাহায্য ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচির বাস্তবায়িত সকল কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্য ও  সফলতা  নিয়ে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের সচিত্র বার্ষিক প্রতিবেদন ও ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের একনজরে বাজেট ও  সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনাসহ প্রকাশ করতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। আমাদের এই বার্ষিক প্রতিবেদনের উন্নয়নে যে কোন সুপারিশ ও দিকনির্দেশনা সানন্দে গৃহীত ও প্রসংশিত হবে।  বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যারা জড়িত থেকে সহযোগিতা করেছেন সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মীজানুর রহমান
সাধারন সম্পাদক
সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
ও
সহকারী অধ্যাপক
সৈকত ডিগ্রি কলেজ
সুবর্ণচর, নোয়াখালী

# সংস্থার সহকারী পরিচালকের কথা

মানুষ ও সমাজের কল্যাণকে ব্রত করে ১৯৮৫ সালে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটি নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার অতি দরিদ্র, দরিদ্র , নদী ভাঙ্গা এবং সমাজে পিছিয়ে পড়া, দূযোগে বিপদাপন্ন জনগোষ্টির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কল্পে নিজস্ব অর্থায়নে ও দাতা সংস্থার আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে এমনকি সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের প্রকল্প অত্যন্ত সুনামের সহিত বাস্তবায়ন করেছে। অক্সফাম ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এর সার্বিক সহযোগিতা ও ঋণ সহযোগিতার মাধ্যমে সংস্থা প্রাথমিক পর্যায়ে শুধু দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও বয়স্ক শিক্ষা এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্যদূরীকরণের লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করে ।

বর্তমানে সংস্থা ফাউন্ডেশনের বহুমুখী কর্মসূচি পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখে ক্ষুদ্রঋণকে আরো গতিশীল, দারিদ্র মানুষের মানবিক চাহিদা ও মর্যাদা এবং সার্বিক উন্নয়নকে টেকসই করার জন্য সংস্থা ক্ষুদ্রঋণের পাশাপাশি শিক্ষা কর্মসূচি, শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি, স্বাস্থ্য ইনসুরেন্স, পশু ইনসুরেন্স, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, স্ট্যাফদের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য।

উদ্ভাবনীমূলক কর্মকান্ডে উৎসাহিত করা, দরিদ্র ও অতি দরিদ্র থেকে উত্তরণ এর জন্য উজ্জীবিত কর্মসুচি,ক্ষুদ্রবীমা কর্মসুচির মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের আয় বৃদ্ধি করে স্বাবলম্বী করা এবং সংস্থা মূল কার্যক্রম এর সাথে প্রাণিসম্পদ ইউনিট, কৃষি ইউনিট, মৎস্য ইউনিট অত্র অঞ্চলের কৃষকদের টেকনিক্যাল নলেজ এবং ডেমো সাপোর্ট এর মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ এর ব্যাপক উন্নয়ন করে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

মানব জীবনের বাস্তবতা ও গতিধারা নির্ধারণে প্রভাব ফেলে এ রকম বিভিন্ন অনুষঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করে সমন্বিত মানব উন্নয়ন প্রক্রিয়া ছাড়া টেকসই দারিদ্র্যদূরীকরণ এবং প্রত্যেক ব্যক্তির মানব-মর্যদায় প্রতিষ্টিত হওয়া সম্ভব নয়। তাই সমন্বিত মানব উন্নয়ন ধারনার অনুসরণে পরিবার ভিত্তিক সমন্বিত উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের লক্ষে পিকেএসএফ "সমৃদ্ধি" নামক একটি কর্মসূচি সংস্থার কর্মএলাকা চর এলাহি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন হচ্ছে। জুলাই/১৪ থেকে এ পর্যন্ত ৩ বছর কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ইউনিয়নের ভিক্ষক পূণর্বাসন, স্বাস্থ্য, প্রাথমিক শিক্ষা ও এলাকার পরিবেশগত আশাব্যাঞ্জক উন্নতি হচ্ছে।

প্রতি বছরের মত সংস্থার ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে আমাদের সকল কার্যক্রম উপস্থাপিত করতে পেরে আমরা খুই আনন্দিত। দারিদ্র দূরীকরণের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ উত্তোরণের নতুন নতুন পন্থাও আবিস্কৃত হচ্ছে । এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে সাগরিকার ভবিষ্যৎ কর্ম পন্থা নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশাবাদী।

মো: সাইফুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক
সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

# মরহুম মো: ফজলুল হক (হক সাহেব)
## ০২ জানুয়ারি ১৯৩২ইং-০৮ নভেম্বর ১৯৯৫ইং

সমাজসেবক মানবদরদী মরহুম মো: ফজলুল হক (হক সাহেব) দরিদ্রপীড়িত ও প্রকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষের সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৭০ সনে সংঘটিত প্রলয়ংকরী ঘূর্ণীঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে মৃতের দাফন ও সৎকার করেছেন এবং এলাকার মানুষকে সংগঠিত করে খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়হীন মানুষকে নি:স্বার্থভাবে সহায়তা প্রদান করেছেন। তিনি দীর্ঘ ১৫ বছর যাবৎ বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির ঘূর্ণীঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচীর (সিপিপি) তৎকালীন নোয়াখালী সদর থানা টিম লিডার হিসেবে ইউনিয়ন ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও পরিচালনায় সফলভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি চরবাটা খাসের হাট হাই স্কুল পরিচালনা কমিটি, খাসের হাট জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটি ও খাসের হাট বাজার কমিটির সভাপতি, সৈকত ডিগ্রি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, চরবাটা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতাসহ সমাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত থেকে প্রতিষ্ঠান সমূহ ও এলাকার উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ১৯৭১ সনে মহান মুক্তিযুদ্ধে একজন অন্যতম সংগঠক হিসেবে এলাকা মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট ও জনগণকে সংগঠিতকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। হক সাহেব তাঁর সমমনা কিছু সঙ্গী সাথী ও কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী কর্মীবৃন্দ সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিক সময় থেকে তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সংস্থাকে একটি কার্যকর ও উন্নয়নমূখী সংগঠনে পরিণত করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হন। ১৯৮৫ সনের ৮ নভেম্বর রাতে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা জনাব মো: ফজলুল হক (হক সাহেব) আকস্মিক মৃত্যুবরণ করেন।

## সূচীপত্র


| ক্রমিক | বিবরণ | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| ১ | সাগরিকার উদ্ভব ও বিকাশ | ১২ |
| ২ | ভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য | ১৩ |
| ৩ | সংস্থার নিবন্ধীকরণ তথ্য | ১৪ |
| ৪ | সংস্থার চলমান কর্মসূচি/প্রকল্প, মেয়াদকাল ও দাতা সংস্থার তথ্য | ১৫ |
| ৫ | সংস্থার কর্মএলাকার তথ্য | ১৪ |
| ৬ | ব্র্যাকের সহযোগিতায় শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি (ইএসপি শিক্ষা) | ১৬-১৭ |
| ৭ | চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প - IV | ১৮-২৪ |
| ৮ | এ্যানহেনসিং গভর্নেন্স এ্যান্ড ক্যাপাসিটি অব সার্ভিস প্রোভাইডার্স এ্যান্ড সিভিল সোসাইটি ইন ওয়াটার সাপ্লাই এ্যান্ড স্যানিটেশন সেক্টর প্রকল্প | ২৫-২৬ |
| ৯ | কৃষি ইউনিট ও প্রাণিসম্পদ ইফনিট | ২৭-৩৩ |
| ১০ | কেজিএফ কর্মসূচি | ৩৪-৩৫ |
| ১১ | খাদ্য নিরাপত্তা ২০১২ বাংলাদেশ- উজ্জীবিত অতিদরিদ্র কর্মসূচি (ইউপিপি) | ৩৬-৪০ |
| ১২ | সমৃদ্ধি কর্মসূচি | ৪১-৪৬ |
| ১৩ | সাগরিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টার | ৪৭-৪৮ |
| ১৪ | সমন্বিত বীমা উন্নয়ন সেক্টর প্রজেক্ট (ক্ষুদ্র ঋণ ও স্বাস্থ্যবীমা) | ৪৯ |
| ১৫ | শিক্ষা বৃত্তি কর্মসূচি (সংস্থার নিজস্ব ও পিকেএসএফ ) | ৫০-৫১ |
| ১৬ | সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম | ৫২-৫৩ |
| ১৭ | সংস্থার মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি | ৫৪-৫৯ |
| ১৮ | গৃহায়ন ঋণ ও সবার জন্য বাসস্থান প্রকল্প | ৬০ |
| ১৯ | সাগরিকার প্রশিক্ষণ ভেন্যু ও এর সুবিধাদি | ৬০ |
| ২০ | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি | ৬১ |
| ২১ | সাগরিকা গ্রামীণ স্যানিটেশন কেন্দ্র | ৬২ |
| ২২ | কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়নে বিনিয়োগ কর্মসূচি: | ৬৩ |
| ২৩ | মানবিক সহায়তামূলক কার্যক্রম | ৬৩ |
| ২৪ | জাতীয় দিবস পালন | ৬৩ |
| ২৫ | সাংস্কৃতিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি | ৬৪ |

| | | |
|---|---|---|
| ২৬ | নারী ফোরাম | ৬৪ |
| ২৭ | আইটি বিভাগ | ৬৫ |
| ২৮ | সংস্থার অডিট, মনিটরিং ও ডকুমেন্টশন কার্যক্রম | ৬৬ |
| ২৯ | প্রতিষ্ঠাতা পরিচালিকের মৃত্যু বার্ষিকী পালন | ৬৭ |
| ৩০ | সংস্থার ব্যবস্থাপনা কমিটি বিষয়ক তথ্য | ৬৮ |
| ৩১ | সংস্থার বর্তমান কর্মরত জনবল তথ্য | ৬৮ |
| ৩২ | সংস্থার সাধারন ও কার্যকরী কমিটি | ৬৯ |
| ৩৩ | সাধারন পরিষদের সম্মানীয় সদস্যবৃন্দের তালিকা | ৭০ |
| ৩৪ | হিসাব বিভাগ | ৭১ |
| ৩৫ | ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সংস্থার বার্ষিক আর্থিক বিবরণী ও ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সংস্থার বার্ষিক বাজেট বিবরণীর তথ্য | ৭২ |
| ৩৬ | সংস্থার মাইক্রোফিন্যান্স ব্যালেন্সশীট, কনসোলিডেটেড ব্যালেন্সশীট ও কনসোলিডেটেড ফিক্সড্ এসেটস্ তথ্যশীট ( অডিট ফার্ম রিপোর্ট থেকে) | ৭৩-৭৫ |
| ৩৭ | সংস্থার সফলভাবে সমাপ্ত প্রকল্প ও কর্মসূচি সমূহ | ৭৬ |
| ৩৮ | নেটওয়ার্কিং | ৭৭ |
| ৩৯ | সংস্থার কন্ট্রাক্ট পারসন | ৭৭ |
| ৪০ | উপসংহার | ৭৭ |
| | | |


## পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. খলীকুজ্জমান ও তাঁর সফর সঙ্গী
## পিকেএসফ পরিচালনা ও সাধারণ পর্ষদের সম্মানীত সদস্যবৃন্দ ও কর্মকর্তাবৃন্দের সংস্থা সফর : (১৬ই জানুয়ারি ২০১৭খ্রিঃ)

| | | |
|---|---|---|
| | | |

**পিকেএসএফ ডিএমডি জনাব ফজলুল কাদের এর সংস্থা পরিদর্শন : (২৯/০৩/২০১৭খ্রিঃ)**

| | | |
|---|---|---|
| | 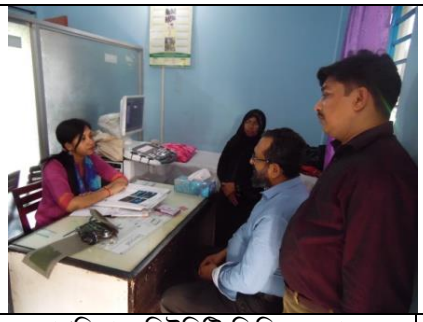 | |
| সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় | সাগরিকা কমিউনিটি ক্লিনিক চেম্বারে চিকিৎসকের সাথে মতবিনিময় করছেন | সংস্থার আঙ্গিনায় সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে |

## দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ভিত্তি দৃঢ়করণে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (SSUS)

### সাগরিকার উদ্ভব ও বিকাশ :

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার গ্রামীণ ও উপকূলীয় অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত একটি বেসরকারী আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকামী প্রতিষ্ঠান। চরাঞ্চলের মানুষের খুবই দুর্বল আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে বিশিষ্ট সমাজসেবক মানবদরদী মরহুম মোঃ ফজলুল হক (হক সাহেব) দরিদ্রপীড়িত ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষের সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৭০ সনে সংঘটিত প্রলয়ংকরী ঘুর্ণীঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে মৃত অগণিত মানুষের সৎকার করেছেন এবং এলাকার মানুষকে সংগঠিত করে খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়হীন মানুষকে নি:স্বার্থভাবে সহায়তা প্রদান করেছেন। তিনি দীর্ঘ ১৫ বছর যাবৎ বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির ঘূর্ণীঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি'র (সিপিপি) তৎকালীন নোয়াখালী সদর থানা টীম লীডার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ইউনিয়ন ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দল তাঁর নেতৃত্বেই গঠিত হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবক ইউনিট ও ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক কমিটির সদস্যদের দক্ষতা ও সেবার মান উন্নয়নে তিনি অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। ঘূর্ণীঝড় মহড়া ও বিভিন্ন উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনার মাধ্যমে দুযোর্গ বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছেন। স্বেচ্ছাসেবক নেতা হিসাবে তিনি সকল স্বেচ্ছাসেবকের নিকট গ্রহণীয় ও বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। ঘূর্ণীঝড় ব্যবস্থাপনায় সিপিপি কর্মসুচির সকল স্তরে তিনি সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেন। তিনি চরবাটা খাসের হাট হাই স্কুল পরিচালনা কমিটি, খাসের হাট জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটি, খাসের হাট বাজার কমিটির সভাপতি, সৈকত ডিগ্রি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, চরবাটা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতাসহ সামাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত থেকে প্রতিষ্ঠান সমূহ ও এলাকার উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

তিনি আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ১৯৭১ সনে মহান মুক্তিযুদ্ধে একজন অন্যতম সংগঠক হিসেবে এলাকার মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট ও জনগণকে সংগঠিতকরনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

তিনি তাঁর দীর্ঘ বাস্তব অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে সাধারণ মানুষের কল্যাণে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠার শুরুতে গণশিক্ষা, টিউবওয়েল স্থাপন, স্যানিটেশন উদ্বুদ্ধকরন ও স্যানিটারী লেট্রিন স্থাপন, বসতবাড়ি ও সামাজিক বনায়ন, দুর্যোগ সচেতনতা সৃষ্টি, দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও খাস ভূমি বন্দোবস্ত প্রক্রিয়ায় ভূমিহীনদের সহায়তা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করে ছিলেন। তৎকালীন ১৯৮৮-৮৯ সনে অক্সফামের বাংলাদেশ প্রতিনিধি জনাব মো: সাইদুর রহমান সংস্থার কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য একটি ক্ষুদ্র অনুদান প্রদান করে অক্সফামের পক্ষ থেকে সহায়তা প্রদান শুরু করেন। সংস্থার প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিক সময় থেকে হক সাহেব তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে তৎকালীন কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী কর্মীবৃন্দ সংস্থাকে একটি কার্যকর ও উন্নয়নমূখী সংগঠনে পরিণত করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৯৫ সনের ৮ নভেম্বর রাত্রে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা জনাব মো: ফজলুল হক (হক সাহেব) আকস্মিক মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে জনাব মো: রুহুল মতিন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক হিসাবে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন।

হক সাহেব তাঁর জীবদ্দশায় বুঝতে পেরেছিলেন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যতা বিমোচন করার জন্য ও সংস্থার স্থায়ীত্বশীলতার জন্য ঋণ কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাঁর নেতৃত্বে সংস্থা ১৯৯৩ সনে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগী সংস্থা হিসেব অন্তর্ভূক্ত হয়। তখন থেকে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় ক্ষুদ্রঋণ কর্মসুচি দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে আসছে। আয়বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীদের স্বত:স্ফুর্ত অংশগ্রহণ করার জন্য নারীদের সম্পৃক্ত করে সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কর্মসুচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সংস্থা কর্মএলাকা সমূহে বিভিন্ন ঋণ কম্পোন্যান্ট যেমন- জাগরণ, অগ্রসর, বুনিয়াদ, লিফ্‌ট, সুফলন ও কেজিএফ সুফলন এর মাধ্যমে এবং নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চর এলাহী ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় সমৃদ্ধি-আইজিএ, সম্পদসৃষ্টি ও জীবনযাত্রা ঋণ কর্মসুচি বাস্তবায়ন করছে। ক্রমবর্ধমান ঋণ চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমানে স্থানীয় বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংক এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ঋণের বর্ধিত চাহিদা পূরণ করছে। এক্ষেত্রে বর্তমানে পিকেএসএফ এর পাশাপাশি সংস্থা সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড, সিটি ব্যাংক লিমিটেড, মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড ও সাউথ ইস্ট ব্যাংক থেকে ঋণ তহবিল সংগ্রহ করে ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

বর্তমানে সংস্থা নোয়াখালী জেলার সদর, সুবর্ণচর, কোম্পানীগঞ্জ, হাতিয়া, কবিরহাট, বেগমগঞ্জ উপজেলার ৩৭ টি ইউনিয়নে ও ৩টি পৌরসভায় ২২টি শাখা, লক্ষীপুর জেলার রামগতি, কমল নগর ও লক্ষীপুর সদর উপজেলার ১৭টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভায় ৩টি শাখা ও ফেনী জেলার দাগনভূঞা উপজেলার বর্তমানে ৪টি ইউনিয়নে ও ১টি পৌরসভায় ১টি শাখা সহ মোট ৫৮টি ইউনিয়নে ২৭টি শাখার মাধ্যমে দরিদ্র-অতিদরিদ্র্য ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর সাথে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প কার্যক্রমসহ মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আরও ৭টি শাখা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে লক্ষীপুর ও ফেনী জেলায় ঋণ কর্মসূচি আরও বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রম এবং ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক বাজেট সংক্ষিপ্ত আকারে এই প্রতিবেদনে বর্ণনা করা হল।

## সংস্থার ভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

### ভিশন :

নারী- পুরুষের সমতা ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং দরিদ্র ও ভূমিহীন পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

### মিশন :

লক্ষ্যভূক্ত নারী- পুরুষদের সংগঠিতকরণের মাধ্যমে চাহিদা ভিত্তিক কর্মসুচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

### লক্ষ্য :

প্রত্যন্ত চরাঞ্চলের দুঃস্থ ও অনগ্রসর দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদেরকে উৎপাদন মূখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ, অর্ন্তভূক্তকরণ এবং তাদের সামর্থ্য ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও অবস্থানের উন্নয়ন।

**উদ্দেশ্য সমূহ :**

**ক)** এ সংস্থা তার কর্ম এলাকায় বসবাসকারীদের জন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ সব ধরনের দুর্যোগের সময় সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করবে।

**খ)** এই সংস্থা তার কর্ম এলাকায় বিত্তহীন কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ কৃষি প্রশিক্ষণ দ্বারা প্রশিক্ষিত করে পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে।

**গ)** এ সংস্থা নারী কল্যাণ, শিশু কল্যাণ ও যুব কল্যাণমূলক সব ধরনের কাজের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে এবং শিশু শিক্ষার উপযুক্ত শিশু শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করবে।

**ঘ)** এ সংস্থা তার কর্ম এলাকায় বিত্তহীন , ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর মাঝে স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য সরকারি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রাপ্ত হয়ে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। ঋণ প্রদান ও আদায় এবং ঋণের উপর নির্দ্দিষ্ট হারে সার্ভিসচার্জ আদায় করতে পারবে।

**ঙ)** এ সংস্থা এতিম ও নি:স্ব ছেলে-মেয়েদেরকে সংগ্রহ করে তাদেরকে প্রকৃত মানুষ করার জন্য সমাজ সেবা কর্তৃক প্রদত্ত যাবতীয় সাহায্য সহযোগিতা গ্রহণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

**চ)** এ সংস্থা জনসংখ্যা রোধে সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে সমন্বয়পূর্বক জনসংখ্যা রোধের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা গ্রহণের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে এবং জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে স্বাস্থ্য সেবামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

**ছ)** এ সংস্থা এর কর্ম এলাকার গরিব জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সমাজিক মান উন্নয়ন কল্পে মৎস্য খামার, সেলাই ও বুনন কাজে সহায়তা প্রদানের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে ।

**জ)** এ সংস্থা জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও ধর্মীয় দিবস সমূহ যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত পালন করবে।

**ঝ)** এ সংস্থা এর কর্ম এলাকার অসহায় এবং গরিব মেয়েদের উপযুক্ত বয়সে যৌতুক বিহীন , ধর্মীয় বিধিবিধানের মাধ্যমে পূর্নবাসনের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে ।

**ঞ)** এ সংস্থা তার কর্ম এলাকার ভেতরে সব ধরনের প্রতিবন্ধীদেরকে দলভূক্ত করে স্ব-কর্ম সংস্থানের মাধ্যমে সক্রিয় করার জোর চেষ্টা চালিয়ে যাবে এবং ঋণ সহায়তা প্রদান করবে।

**ট)** এ সংস্থা নারীর ক্ষমতায়ন করার জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত নারী নীতিমালাকে সমর্থন এবং বাস্তবায়নে সাহায্য করে যাবে।

**ঠ)** গ্রামীণ জনপদের পিছিয়ে পড়া নারী-পুরুষের তথ্য সেবা প্রদান ও প্রযুক্তির সাথে যোগসুত্র স্থাপনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে ।

**ড)** যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে পারিবারিক সঞ্চয় ও তহবিল বৃদ্ধিতে ক্ষুদ্রঋণ সহায়তার মাধ্যমে দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া নারী সমাজকে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ ।

**ঢ)** উপকূলে বসবাসরত দরিদ্র নারী- পুরুষের ক্ষমতায়ন, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, দুর্যোগ, শিক্ষা যথা টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই সংস্থার অন্যতম ব্রত।

**ণ)** অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে দক্ষ ও মানব সম্পদে পরিণত করতে টেকসই প্রশিক্ষণ প্রদান।

**ত)** সুবিধা বঞ্চিত কর্মজীবি শিশু , নারী বা পুরুষ ও প্রতিবন্ধীকে শিক্ষা সহায়তার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ধারায় সম্পৃক্তকরণ।

**থ)** পরিবেশ বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকা ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকরনের লক্ষ্যে পরিবেশ বন্ধব প্রযুক্তি, কৌশল, জ্ঞান উন্নয়ন ও প্রযুক্তির সাথে যোগসূত্র স্থাপনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে ।

**সংস্থার নিবন্ধন তথ্য :**

সংস্থার আইনগত ভিত্তি সরকারের বিভিন্ন বিভাগ থেকে প্রাপ্ত নিবন্ধিকরণ নম্বর, নিবন্ধিকরণ কর্তৃপক্ষ ও নিবন্ধিকরণের তারিখ নিম্নের সারণীতে প্রদান করা হল:

| নিবন্ধিকরণ কর্তৃপক্ষ | নিবন্ধিকরণ নম্বর | নিবন্ধিকরণের তারিখ |
|---|---|---|
| জেলা সমাজ সেবা , নোয়াখালী | নং- ৪৫৮ নোয়া-৩৪ | তারিখ- ০৮-০১-৮৬ |
| এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, ঢাকা | এফডিও/আর-৩৪৩ | তারিখ -২৮-০১-৯০ |
| যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, নোয়াখালী | যুউঅ/নোয়া/সদর-০৪ | তারিখ-১১-০১-৯৪ |
| এফএনবি | ৫৯ | তারিখ-৩১ মার্চ/২০০৮ |
| মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি | ০০৫০৮-০০০৬২-০০১১৭ | তারিখ -১৫-০১-০৮ |
| গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাইরেক্টরেট্ জেনারেল অব হেল্থ সার্ভিসেস (ডি,জি,এইচ,এস) | সাগরিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টার লাইসেন্স নং-১০৬৫৯ | তারিখ -০১.১১.২০১৭ |
| ইউরোপীয়ান এইড আইডি নম্বর | বিডি-২০১০-জিপিপি ০৫০১৬৩৮১১৪ | তারিখ -১১-০১-২০১০ |

| | | |
|---|---|---|
| ভ্যাট রেজি: নম্বর | ২০৯১০৯৪৬৭৪ | তারিখ -১৩-০৫-২০০৮ |
| টিন | ৩৯৫৩০০১৩৩৯ | ২০০৮-২০০৯ |
| | | |

**সংস্থার চলমান কর্মসূচি/প্রকল্প, মেয়াদকাল ও দাতা সংস্থার তথ্য:**

| ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের মেয়াদকাল | | দাতা সংস্থার নাম |
|---|---|---|---|---|
| | | শুরুর তারিখ | সমাপ্তির তারিখ | |
| ১. | শিক্ষা সহায়তা কর্মসুচি (ESP) | ১৯৯৮ সন | চলমান | ব্র্যাক ও সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে |
| ২. | সিডিএসপি-৪ সামাজিক ও জীবিকায়ন সহায়তা কম্পোন্যান্ট প্রকল্প | ১ ডিসেম্বর'২০১১ সন | ২৮ ফেব্রুয়ারী '২০১৭ | নেদারল্যান্ডস সরকার, ইফাদ (IFAD) ও বাংলাদেশ সরকার |
| ৩. | কৃষি ইউনিট ও প্রাণিসম্পদ ইফনিট | ১ নভেম্বর, ২০১৩খ্রি:। | চলমান কর্মসুচি | পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে |
| ৪. | খাদ্য নিরাপত্তা ২০১২ বাংলাদেশ-উজ্জীবিত অতিদরিদ্র কর্মসুচি (ইউপিপি) | ২ নভেম্বর ২০১৩ | ৩০ এপ্রিল'২০১৯ | ইউরোপীয় ইউনিয়ন(ই,ইউ) এর অর্থায়নে এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ও সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে |
| ৫. | সমৃদ্ধি কর্মসুচি | আগষ্ট ২০১৪ খ্রি: | চলমান | পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে |
| ৬. | কেজিএফ প্রোগ্রাম | জুলাই২০১৫ | চলমান | Kuwait Goodwill Fund ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে |
| ৭. | সমন্বিত বীমা উন্নয়ন সেক্টর প্রজেক্ট (ক্ষুদ্র ঋণ ও স্বাস্থ্যবীমা) | ১ জানুয়ারি '২০১৪খ্রি: | চলমান কর্মসুচি | সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে |
| ৮. | সাগরিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টার | ১ জুন'২০১১খ্রি: | চলমান | সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে |
| ৯. | শিক্ষা বৃত্তি কর্মসুচি | ২০১৩ | চলমান | পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে |
| ১০. | সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম | ২০১৬ | চলমান | সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে |
| ১১. | মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসুচি | ১৯৯৩ সন | চলমান | পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) |
| ১২. | প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি | জুলাই-২০১৭ | জুন'২০১৮ | পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে |
| ১৩. | সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি | জুলাই-২০১৭ | জুন'২০১৮ | পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে |
| ১৪. | ভেড়ার জাত উন্নয়ন ও সদস্য পর্যায়ে উন্নত জাতের ভেড়া পালন প্রকল্প | জুলাই-২০১৭ | জুন'২০২০ | পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে |
| ১৫. | প্রশিক্ষণ ভেন্যু সুবিধাদি | জুন ২০১২খ্রি: | চলমান | সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে |
| ১৬. | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জরুরী সাড়া প্রদান কার্যক্রম | ১৯৮৫ থেকে | চলমান | অক্সফ্যাম ও সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে |
| ১৭. | সাগরিকা গ্রামীণ স্যানিটেশন কেন্দ্র | ১৯৯৪ থেকে | চলমান কার্যক্রম | সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে |
| ১৮ | মানবিক সহায়তামূলক কার্যক্রম | ১৯৮৫ খ্রি: থেকে | চলমান কার্যক্রম | সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১৯. | জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন | প্রতিষ্ঠাকাল থেকে | চলমান কার্যক্রম | সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে |
| ২০. | সাংস্কৃতিক উন্নয়ন কর্মসুচি | জানুয়ারী ২০১৩ | চলমান কর্মসুচি | সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে |
| ২১. | নারী ফোরাম | ২০০০ সন থেকে | চলমান কার্যক্রম | সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে |

## সংস্থার কর্মএলাকার তথ্য:

| জেলা | উপজেলা | শাখার সংখ্যা | ইউনিয়ন সংখ্যা | পৌরসভা সংখ্যা | উ:ভোগী পরিবার সংখ্যা | সমিতি সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| নোয়াখালী | সুবর্ণচর | ৯ | ৮ | ০ | ১৯৩৮৭ | ৭৪৩ |
| | হাতিয়া | ৪ | ২ | ০ | **১১৩৮৭** | **৪৪৭** |
| | নোয়াখালী সদর | ৩ | ৯ | ১ | ৫৬৪১ | ২৩২ |
| | কোম্পানীগঞ্জ | ৩ | ৯ | ১ | ৪৮৬৬ | ২২৭ |
| | কবির হাট | ১ | ৫ | ১ | ১৬১৩ | ৬৫ |
| | বেগমগঞ্জ | ২ | ৪ | ০ | ২৬১১ | ১৩৯ |
| মোট | ৬ | ২২ | ৩৭ | ৩ | ৪৫৫০৫ | ১৮৫৩ |
| লক্ষীপুর | রামগতি | ২ | ৯ | ১ | ৩০২৬ | ১২০ |
| | কমলনগর | ১ | ৪ | ০ | ১৯৭৫ | ৮০ |
| | লক্ষীপুর | ১ | ৪ | ০ | ১১৮৬ | ৭২ |
| মোট | ৩ | ৩ | ১৭ | ০ | ৬১৮৭ | ২৭২ |
| ফেনী | দাগনভূঞা | ১ | ৪ | ১ | ১৩৩৬ | ৮০ |
| ৩ | ১০ | ২৭ | ৫৮ | ৫ | ৫৩০২৮ | ২২০৫ |

## ব্র্যাকের সহযোগিতায় শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচী (ইএসপি শিক্ষা) :

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা এর গ্রামীণ ও উপকূলীয় চর কর্মএলাকায় ১৯৯৭খ্রি: সন থেকে ব্র্যাকের ইএসপি শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন করছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিত্যাগকারী ও সুবিধা বঞ্চিত শিশু বিশেষ করে মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া রোধ কল্পে উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী সংস্থা অত্যন্ত সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে আসছে। সংস্থার শিক্ষা কর্মসূচীতে ২০১৭খ্রি: সনে ব্র্যাকের সহযোগিতায় ১ম শ্রেণির ৩০স্কুল অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। ১৫টি স্কুল সম্পূর্ণ ফ্রি (ফিলানথ্রোপী স্কুল) ও ১৫টি স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের মাসিক টিউশন-পি প্রদানের ভিত্তিতে (প্রাইমারি স্কুল) পরিচালিত হচ্ছে। অপেক্ষাকৃত দুর্গম ও সুবিধা বঞ্চিত এলাকার ছেলে-মেয়েদের জন্য সম্পূর্ণ ফ্রি ও অপেক্ষাকৃত অগ্রসরমান এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মাসিক টিউশন-ফি প্রদানের ভিত্তিতে শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ১৫টি ৪র্থ শ্রেণির স্কুলসহ বর্তমানে ৪৫টি স্কুলে শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ৪৫জন শিক্ষিকা, ৩ জন কর্মসূচি সংগঠক (পিও), ১জন সুপারভাইজার ও ১ জন প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে প্রোগ্রাম যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে। ব্র্যাক পর্যায় থেকে ব্র্যাক এ্যারিয়া ম্যানেজার নিয়মিত প্রোগ্রাম তত্ত্বাবধান করছেন। ব্র্যাক রিজিওনাল ম্যানেজার প্রোগ্রাম ভিজিট করেছেন। কর্মসূচীর আর্থিক কার্যক্রম সংস্থার ১জন হিসাবরক্ষক তাঁর অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে আসছেন। কার্যক্রম ও আর্থিক ব্যয়ের মাসিক ও স্বানমাসিক প্রতিবেদন সংস্থার প্রধান নির্বাহী ও ব্র্যাক কর্তৃপক্ষকে প্রদান করা হয়।

কর্মসূচীর শুরু থেকে ২০১২ খ্রিঃ সন পর্যন্ত সংস্থা সুবর্ণচর, হাতিয়া ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সুবিধাবঞ্চিত দুর্গম চর এলাকায় এই শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় মোট ৯১টি শিক্ষা কোর্স সফলভাবে শেষ করেছে। কোর্স সমাপ্তির মাধ্যমে ৭২৬ জন ছেলে ও ২০০৪ জন মেয়েসহ সর্বমোট ২৭৩০ ছেলে-মেয়ে তৃতীয় শ্রেণি উত্তীর্ণ হয়েছে। যাদেরকে নিকটবর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪র্থ শ্রেণিতে ভর্তি করা হয়েছে। যাদের অধিকাংশই ৫ম শ্রেণি উত্তীর্ণ হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চতর শিক্ষায় অধ্যয়নরত রয়েছে। অনেকে মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে নিজেদের জীবনকে বর্তমানে সুন্দরভাবে পরিচালনা করছে। বর্তমানে ৫ম শ্রেণি সমাপণী পরীক্ষার মাধ্যমে কোর্স সমাপ্ত হচ্ছে। ১ ব্যাচ প্রাক-প্রাথমিক কোর্সও সমাপ্ত হয়েছে। যার তথ্য নিম্নে প্রদান করা হয়েছে।

ব্র্যাক এ্যারিয়া ম্যানেজার মো: শওকত আকবর স্কুল পরিদর্শন করছেন

শিক্ষক ও পিও['দের এক সভায় সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো: রুহুল মতিন

২য় শ্রেণির একটি স্কুলে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে

**চলমান স্কুল, শ্রেণি ও ছাত্র-ছাত্রী তথ্য :**

প্রতি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছেলে-৮/১০ জন ও মেয়ে- ২০/২২জন সহ মোট ৩০/৩২ জন রয়েছে। বর্তমানে সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র ও হতদরিদ্র পরিবারের ১৩৮০ জন ছেলে-মেয়ে চলমান বিদ্যালয় সমূহে শিক্ষা গ্রহণ করছে। নিম্নে সারণীতে সংস্থার শ্রেণি অনুযায়ী চলমান স্কুলের তথ্য প্রদান করা হল।

| ক্রমিক | উপজেলা | ইউনিয়ন | ৪র্থ শ্রেণির স্কুল ও ছাত্রছাত্রী সংখ্যা (পার্টনার- ১.৩০) | ১ম শ্রেণির ফ্রি স্কুলের তথ্য (পার্টনার- ১.১৯) | ১ম শ্রেণির টিউশন ফি স্কুলের তথ্য (পার্টনার- ১.৯১) | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | স্কুল সংখ্যা | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | স্কুল সংখ্যা | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | স্কুল সংখ্যা | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | স্কুল সংখ্যা | ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | সুবর্ণচর | পূর্বচরবাটা | ৭ | ৬৭ | ১৫৭ | ২২৪ | ১ | ১৩ | ১৭ | ৩০ | ১ | ১২ | ১৯ | ৩১ | ৯ | ২৮৫ |
| | | চর আমানুল্যা | ২ | ২০ | ৪৪ | ৬৪ | ১ | ১৪ | ১৬ | ৩০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৩ | ৯৪ |
| | | চরবাটা | ৪ | ৪৩ | ৮৩ | ১২৬ | ৩ | ৩০ | ৬০ | ৯০ | ১ | ১৩ | ১৬ | ২৯ | ৮ | ২৪৫ |
| | | চরজুবলী | ০ | ০ | ০ | ০ | ৩ | ৩৯ | ৫১ | ৯০ | ২ | ২৫ | ৩৩ | ৫৮ | ৫ | ১৪৮ |
| | | চরক্লার্ক | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২ | ২৪ | ৩৪ | ৫৮ | ২ | ৫৮ |
| | | মোহাম্মদপুর | ০ | ০ | ০ | ০ | ২ | ২৭ | ৩৩ | ৬০ | ১ | ১০ | ১৯ | ২৯ | ৩ | ৮৯ |
| | | মোট | ১৩ | ১৩০ | ২৮৪ | ৪১৪ | ১০ | ১২৩ | ১৭৭ | ৩০০ | ৭ | ৮৪ | ১২১ | ২০৫ | ৩০ | ৯১৯ |
| ২ | হাতিয়া | হরণী | ১ | ৯ | ২৫ | ৩৪ | ২ | ২৬ | ৩৪ | ৬০ | ৬ | ৭০ | ১০৪ | ১৭৪ | ৯ | ২৬৮ |
| | | চানন্দী | ১ | ১১ | ২১ | ৩২ | ১ | ১৩ | ১৭ | ৩০ | ২ | ২৩ | ৩৩ | ৫৬ | ৪ | ১১৮ |
| | | মোট | ২ | ২০ | ৪৬ | ৬৬ | ৩ | ৩৯ | ৫১ | ৯০ | ৮ | ৯৩ | ১৩৭ | ২৩০ | ১৩ | ৩৮৬ |
| ৩ | কোম্পানী গঞ্জ | চর এলাহি | ০ | ০ | ০ | ০ | ২ | ২৪ | ৩৬ | ৬০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২ | ৬০ |
| | | সর্বমোট | ১৫ | ১৫০ | ৩৩০ | ৪৮০ | ১৫ | ১৮৬ | ২৬৪ | ৪৫০ | ১৫ | ১৭৭ | ২৫৮ | ৪৩৫ | ৪৫ | ১৩৬৫ |

**কোর্স সমাপ্ত ও সমাপণী পরীক্ষার ফলাফল তথ্য :**

সংস্থার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় ২০১৪ সন থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপণী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। শিক্ষার গুণগতদিক থেকে পরীক্ষায় ভাল ফলাফল অর্জিত হয়েছে। নিম্নের সারণীতে সংস্থার পরিচালিত স্কুলের ফলাফলের সন ভিত্তিক সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হল।

| পরীক্ষার সন | কোর্সের নাম | উপজেলা | স্কুল সংখ্যা | পরীক্ষায় অংশ: ছাত্র-ছাত্রী | পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা | | | জিপিএ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | এ+ | এ | এ- | বি | সি | ডি |
| ২০১৪ | ৫ম শ্রেণি | সুবর্ণচর | ১০ | ২৫১ | ২৫১ | ৭২ | ১৭৯ | ১ | ১০৭ | ৯৮ | ৪৪ | ১ | ০ |
| ২০১৫ | ৫ম শ্রেণি | সুবর্ণচর | ৫ | ১২৪ | ১২৪ | ৩৫ | ৮৯ | ০ | ০ | ২ | ২৬ | ৭৬ | ২০ |
| | | হাতিয়া | ৫ | ১১৫ | ১১৫ | ২৯ | ৮৬ | ০ | ২৬ | ৩৬ | ২৭ | ২৬ | ০ |
| | | মোট | ১০ | ২৩৯ | ২৩৯ | ৬৪ | ১৭৫ | ০ | ২৬ | ৩৮ | ৫৩ | ১০২ | ২০ |
| ২০১৬ | ৫ম শ্রেণি | সুবর্ণচর | ৯ | ২২৮ | ২২৫ | ৬৭ | ১৫৮ | ০ | ৬ | ২৫ | ৫৯ | ১১৩ | ২৩ |
| | | হাতিয়া | ৩ | ৭১ | ৭১ | ৩১ | ৪০ | ০ | ৩ | ১০ | ২২ | ৩১ | ৫ |
| | | কোম্পানীগঞ্জ | ২ | ৫৭ | ৫৭ | ১৭ | ৪০ | ০ | ৩ | ৩ | ৬ | ৩৬ | ৮ |
| | | মোট | ১৪ | ৩৫৬ | ৩৫৩ | ১১৫ | ২৩৮ | ০ | ১২ | ৩৮ | ৮৭ | ১৮০ | ৩৬ |
| ৫ম শ্রেণি সর্বমোট | | | ৩৪ | ৮৪৬ | ৮৪৩ | ২৫১ | ৫৯২ | ১ | ১৪৫ | ১৭৪ | ১৮৪ | ২৮৩ | ৫৬ |
| ২০১৬ | প্রাক-প্রাথমিক | সুবর্ণচর | ২১ | ৬৩০ | ৬৩০ | ২২৫ | ৪০৫ | - | - | - | - | - | - |
| | | হাতিয়া | ৯ | ২৭০ | ২৭০ | ৮৬ | ১৮৪ | - | - | - | - | - | - |
| | | কোম্পানীগঞ্জ | ৩ | ৯০ | ৯০ | ৩১ | ৫৯ | - | - | - | - | - | - |
| | | মোট | ৩৩ | ৯৯০ | ৯৯০ | ৩৪২ | ৬৪৮ | - | - | - | - | - | - |

# প্রকল্প : চর উন্নয়ন ও বসতিস্থাপন প্রকল্প - ৪

চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প নোয়াখালী জেলার চর উন্নয়নে ১৯৯২সাল থেকে অদ্যবদি কাজ করে আসছে। সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ১৯৯২ থেকেই পার্টনার হিসাবে কাজ করে আসছে। সংস্থা সিডিএসপি-১,২,৩ প্রকল্প অত্যন্ত সফলতা ও সন্তোষজনকভাবে সমাপ্ত করেছে। চর উন্নয়ন ও বসতিস্থাপন স্থাপন প্রকল্প - ৪ এর কার্যক্রম ১ ডিসেম্বর ২০১১ খ্রিঃ থেকে শুরু হয়েছে। প্রকল্প এলাকার জনসাধারনের জীবনমান উন্নয়নে সংস্থার জনতাবাজার , আল-আমিন বাজার ও হাসিনা বাজার শাখার আওতাধীন কর্মএলাকায় প্রকল্পের পরিকল্পনানুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে। ১ জুলাই'২০১৬ থেকে ৩০ জুন'২০১৭ পর্যন্ত ১ বছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রম এবং ক্রমপুঞ্জিভুত কার্যক্রমএর তথ্য সংক্ষিপ্ত আকারে এই প্রতিবেদনে বর্ণনা করা হয়েছে।

## প্রকল্প কর্মএলাকা ও উপকারভোগী তথ্যঃ

সিডিএসপি-৪ প্রকল্পে নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত হাতিয়া উপজেলার ২ নং চানন্দী ইউনিয়নে হাসিনা বাজার শাখায় ৫ টি, আল-আমীন বাজার শাখায় ১২ টি এবং জনতা বাজার শাখায় ১০ টি গ্রামসহ মোট ২৭ টি গ্রামের ৭১৩৮ টি পরিবার সংস্থার উপকারভোগী পরিবার হিসেবে তালিকাভূক্ত হয়। সংস্থার উপকারভোগী পরিবারের বর্তমান জনসংখ্যা পুরুষ ১৮৪৪১ জন ও নারী ১৭৮৫১ জনসহ মোট ৩৬৬৯২ জন। উপকারভোগীদের মধ্যে অধিকাংশই নদীভাঙ্গা হতদরিদ্র ও দরিদ্র পরিবার । অধিকাংশ পরিবার কৃষি, মৎস্য জীবি ও দিনমজুর হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করে।

| ক্রমিক | জেলার নাম | উপজেলা নাম | ইউনিয়ন নাম | গ্রামের সংখ্যা | উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা | উপকারভোগী পরিবারের জনসংখ্যা | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | পুরুষ | মহিলা | মোট |
| ০১ | নোয়াখালী | হাতিয়া | ২ নং চানোন্দি | ২৭ | ৭১৩৮ | ১৮৪৪১ | ১৭৮৫১ | ৩৬৬৯২ |

## প্রকল্পের সুনির্দ্দিষ্ট কার্যক্রম সমূহ :

- দলগঠন, ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা এবং সক্ষমতাবৃদ্ধি
- স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা
- ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন
- আইন ও মানবাধিকার
- কৃষি ও ভ্যালু চেইন ডেভেলপমেন্ট
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ূ পরিবর্তন
- প্রাণি সম্পদ কর্মসূচি
- মৎস্য কর্মসূচি

## প্রকল্প কার্যক্রমের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন চিত্র :

## প্রশিক্ষণ কার্যক্রম :

সিডিএসপি-৪ প্রকল্পের শুরু থেকেই সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৬-১৭ বছরের উপকারভোগীদের বসত বাড়ির আঙ্গিনায় শাকসবজীর চাষ, হাঁসমুরগী পালন, গরুমোটাতাজাকরণ, গাভী পালন ও ছাগল পালন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সদস্যগণ শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি চাষ, ৭টি মৌলিক আইন বিষয়ে ২২ দিনের ও ০৫ দিনের সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষণ, গ্রাম্য ডাক্তারদের রোগ প্রতিরোধক সেবার মৌলিক কোর্স, টিউবওয়েল কেয়ারটেকার ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন বিষয়ক, উন্নত চুলা তৈরি , দূর্যোগ প্রস্তুতি ও প্রশমন ইত্যাদি বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । প্রশিক্ষণের ফলে প্রকল্পের কার্যক্রমের উদ্দেশ্য, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, কৌশল ও ফলাফল সম্পর্কে জ্ঞান ও স্পষ্ট ধারনা অর্জিত হয়েছে। প্রশিক্ষণের ফলে উপকারভোগীদের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে ও কাঙ্খিত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

১) সেলাই প্রশিক্ষণের সমাপণী করছেন প্রকল্পের ডেপুটি টিম লিডার জনাব মোঃ বজলুল করিম ও সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ রুহুল মতিন । ২) পর সদস্য তার বাড়িতে সেলাই এর কাজ করছেন। ৩) বাড়ির আঙ্গিনায় শাক সবজি চাষের প্রশিক্ষণের পর সদস্যদের মাঝে শাক সবজির বীজ ও নেট বিতর

## সচেতনতা সৃষ্টিমূলক কার্যক্রম :

সি ডি এস পি-৪ প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। প্রকল্পে এ বছর পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন করা হয়েছে । প্রকল্প এলাকার নলের চর, ক্যারিং চর ও চর নাঙ্গলীয়াতে নিম্নে বর্ণিত দিবস সমূহ উদ্‌যাপনে এ পর্যন্ত স্থানীয় প্রায় ২২,৯৫০ জন উপকারভোগী নারী-পুরুষ ও স্কুলের ছেলে মেয়ে র‍্যালীতে এবং আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদযাপন এ তিন চরে প্রায় ৩৭৫০ জন অংশগ্রহণ করে। দূর্যোগ প্রশমন দিবসে প্রায় ৪৩০০ নারী পুরুষ এবং স্কুল ছাত্র- ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে প্রায় ৪১০০ নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করে। শিশু অধিকার দিবসে প্রায় ৪৫০০ শিশু ও নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করে। বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে প্রায় ৩৬০০ নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করে। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনে প্রায় ৩৪০০ নারী পুরুষ এবং স্কুল ছাত্র- ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। দিবস উদযাপন কর্মসূচি গুলিতে নারীদের উপস্থিতি ছিলো উল্লেখযোগ্য। দিবস উৎযাপনের ফলে ঐ অঞ্চলের নারী-পুরুষেরা উক্ত বিষয় সমূহ সম্পর্কে সচেতন হয়েছে।

প্রকল্পের এনজিও কো-অর্ডিনেটর, শাখা ব্যবস্থাপক, সংস্থার স্টাফ ও প্রকল্পের উপকার ভোগীরা বিশ্ব মানবাধিকার ও বিশ্ব শিশু দিবসের র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করেছেন

বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে চর অঞ্চলের জনগণের মাঝে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। নারী-শিশুদের মাঝে এর উৎসাহ উদ্দীপনা ব্যাপক। এর ফলে নারীদের মাঝে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ, সরকারি সুবিধা, সভা-সমিতি ও সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কমিটিতে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বহির্গমনের হার বাড়ছে, তাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ছে, ক্ষমতায়ন হচ্ছে । সর্বোপরি তাদের সামাজিক মান-মর্যাদা, আত্নসচেতনতা ও আর্থিকভাবে সক্ষমতা বাড়ছে ।

## দল গঠন, মাইক্রো ফাইন্যান্স ও সাংগঠনিক উন্নয়ন কার্যক্রম :

জুন'২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পের ২৩১ টি দলে ৬৮৩৬ জন সদস্য ভর্তি হয়েছে যাদেরকে বিভিন্ন প্রকার আইজিএ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আয় বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণে মধ্যে আছে সেলাই প্রশিক্ষণ টেইলারিং , গরু পালন, ছাগল পালন, হাঁস মুরগী পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, টুপি সেলাই, শাক সরজি চাষ। এই দল গুলিতে ক্রেডিট কর্মী ও সিডিএসপি-৪ প্রকল্পের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মী সাপ্তাহিক সভাতে সমন্বিতভাবে যাবতীয় কাজ করে। সঞ্চয় আদায়, ঋণ বিতরণে রেজুলেশন গ্রহণ, সদস্যকর্তৃক ঋণের কিস্তি পরিশোধ, প্রকল্পের বিভিন্ন সহায়তা প্রদানের উপর আলোচনা সহ প্রকল্পের ৮টি কম্পোন্যান্টের বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করে সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করা হয়। ঋণ গ্রহণের ফলে সদস্যরা বিভিন্ন প্রকার আয় বর্ধনমূলক কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আয় বৃদ্ধি করছে। ঋণ কর্মসূচির ফলে এলাকার জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। সদস্যদের খাবারের মানের ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। চলতি বছর দুটি শাখার মাধ্যমে আইজিএ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৩১৪৫ জন সদস্যর মধ্যে ১০ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। এই সকল সদস্যের মোট সঞ্চয় জমা আছে ২,৯৮,৬১,১৯৫ এবং মোট ঋণস্থিতি আছে ৬৭৫৯২৪৮০ টাকা।

## স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম :

চলতি বছর স্থায়ী ও ভ্রাম্যমান স্বাস্থ্যসেবা ক্লিনিক থেকে ৪৬৬৪ জন রোগি সেবা নিয়েছে। এছাড়াও চলতি বছরে পুষ্টিমান ঠিক রেখে রান্নার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ২০০ জনকে। চলতি অর্থবছরে ২০৬৯৬ প্যাকেট জন্মবিরতিকরণ পিল ও ১৩৮০ টি জন্মবিরতিকরণ ইনজেকশন প্রদান করা হয়েছে এপর্যন্ত ১২১৩৯১ প্যাকেট জন্মবিরতিকরণ পিল ও ২৯৬৮টি জন্মবিরতিকরণ ইনজেকশন প্রদান করা

হয়েছে। প্রকল্পের শুরুর দিক থেকে সংস্থার প্রকল্প এলাকার ৭১৩৮টি পরিবারের মধ্যে খাবার স্যালাইন (ওআর এস) , কৃমির ট্যাবলেট এবং পুষ্টিকণা (৬ মাস থেকে ৫ বৎসর বয়সী শিশুর জন্য) বিতরণ করা হয়ছে। প্যাকেট স্যালাইন, ঘরের তৈরী খাবার স্যালাইন ও হাইজিন বিষয়ক মোটিভেশনে অভ্যাস হওয়ার ফলে উপকারভোগী পরিবারে ডায়রিয়ার প্রকোপ অনেক কমে এসেছে।

ভ্রাম্যমান স্বাস্থ্য সেবা ক্লিনিকে একজন উপকারভোগী স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করছে।

স্থায়ী স্বাস্থ্য সেবা ক্লিনিকে একজন উপকারভোগী স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করছে।

স্বাস্থ্য কর্মী সদস্যকে জন্মবিরতিকরণ পিল দিচ্ছেন।

সংস্থার কর্মএলাকার গর্ভবতী, প্রসূতী ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের স্বাস্থের উন্নয়নে ৪৫ জন প্রশিক্ষিত ধাত্রী প্রসব পূর্ব, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর সেবা প্রদান করছে । এছাড়াও শিশু পুষ্টি ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা, টিকাদান, জন্ম-নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি, সাধারণ রোগসমূহ ইত্যাদি বিষয়ে সেবা দেওয়ার জন্যে বর্তমানে রয়েছে ২ টি স্টাটিক ক্লিনিক, ২ জন সহকারি মেডিকেল অফিসার ও ৬ জন স্বাস্থ্যকর্মী। স্টাটিক ক্লিনিক সমূহে সার্বক্ষণিক সহকারি মেডিকেল অফিসার চর এলাকার উপকারভোগী জনগোষ্ঠীকে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে । স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ফলে মাতৃ-মৃতু ও নবজাতকের মৃত্যু হার অনেক কমেছে পাশাপাশি সাধারণ জনগনের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হয়েছে। প্রতিটি পরিবারের স্বাস্থ্য খাতে খরচ কমেছে ফলে তারা আর্থিকভাবে সাবলম্বি হচ্ছে।

খাদ্যের পুষ্টিমান ঠিক রেখে রান্নার প্রক্রিয়াকরণ ও রান্না বিষায়ক প্রশিক্ষণে আলোচনা করছেন প্রকল্পের এনজিও সমন্বয়কারী জনাব মোঃ হান্নান মোল্যা।

খাদ্যের পুষ্টিমান ঠিক রেখে রান্নার প্রক্রিয়াকরণ ও রান্না বিষায়ক প্রশিক্ষণের প্রাকটিক্যাল সেশন পরিচালনা করছেন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মেডিকেল সহকারী ও স্বাস্থ্য সহায়তাকারী।

## নিরাপদ পানি নিশ্চিতকরণে গভীর নলকূপ ও স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা স্থাপন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উন্নয়ন :

প্রকল্পের শুরু থেকে নিরাপদ পানির সুলভ্যতা নিশ্চিতকরণে গভীর নলকূপ ও অন্যান্য নিরাপদ পানির উৎস স্থাপন, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা স্থাপন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী ডিপিএইচই এর মাধ্যমে গভীর নলকূপ ও স্যানিটারি লেট্রিন স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে ১০০% পরিবার নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে পারছে। প্রকল্প এলাকায় প্রতি ২০০ মিটারের মধ্যে গভীর নলকুপ বসানো হয়েছে বর্তমানে টিউবওয়েল গুলো সচল আছে ও উপকারভোগীগণ পরিবারের সকল কাজে বর্তমানে টিউবওয়েলের নিরাপদ পানি ব্যবহার করছে। সমিতির সভায় লেট্রিন স্থাপন ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ব্যবহার সম্পর্কে লেট্রিন প্রাপ্ত

উপকারভোগী সদস্যদের সচেতন করা হচ্ছে। উপকারভোগী পরিবারের সকল সদস্য সচেতনভাবে স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে পায়খানা ব্যবহার করছে। বর্তমানে প্রকল্প এলাকার ১০০% উপকারভোগী পরিবার নিরাপদ পানির আওতায় আসছে এবং ৮০% উপকারভোগী পরিবার স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহারের আওতায় আসছে । এই কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে এলাকার জনগণের হাইজিন পরিস্থিতির দ্রুত উন্নয়ন হচ্ছে। চলতি বছরে ৪২ টি, এপর্যন্ত ৩০৪ টি গভির নলকুপ স্থাপন করা হয়েছে।

প্রকল্পের স্থাপিত গভীর নলকূপ হতে সদস্যরা পানি নিচ্ছেন।

প্রকল্পের সরবরাহকৃত স্বাস্থ্য সম্মত জলাবদ্ধ পায়খানা

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও হাইজেনিং বিষয়ে সচেতনা মূলক সভা।

**কৃষি ও ভ্যালুচেইন উন্নয়ন কার্যক্রম ঃ**

কৃষি হলো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদের ভিত্তি তাই কৃষির উন্নয়নে প্রকল্প হতে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী সমিতির মাধ্যমে উপকারভোগী কৃষকদের মাঝে আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি, উন্নতমানের বীজ চিহ্নিতকরণ, নার্সারী ও বসত বাড়ীর আঙ্গিনায় সব্জী চাষসহ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন হয়েছে। ভার্মী কম্পোষ্ট এর মাধ্যমে সদস্যরা কেঁচো সার উৎপাদন করে নিজেদের জমিতে ব্যবহার করছে। ভ্যালুচেইন কার্যক্রমের আওতায় প্রকল্প এলাকায় ৬ টি দল গঠন করা হয়েছে প্রতি দলে ২৫ জন করে মোট ১৫০ জন সদস্য রয়েছে যার মধ্যে ৩০ জন মার্কেট এ্যাকটর এবং ১২০ জন উৎপাদনকারী, দলের মার্কেট এ্যকটররা সকলের থেকে তাদের উৎপাদিত সবজি সংগ্রহ করে বাহিরের মার্কেটগুলিতে প্রেরণ করে ফলে উৎপাদনকারী সদস্যরা তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পায়। চলতি অর্থ বছরে প্রকল্প এলাকা থেকে মার্কেট এ্যকটরদের মাধ্যমে ৪২৭৭.৯ টন সবজি বাহিরের মার্কেট গুলিতে প্রেরণ করা হয়েছে। উপকারভোগী পরিবারে আধুনিক প্রক্রিয়ায় বসত বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষাবাদ করছে, যা ঐ পরিবার গুলির পুষ্টির চাহিদা মিটিয়ে আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়ন করছে। উন্নত বীজ ও আধুনিক চাষ পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে কৃষকের উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কেঁচো সার ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রকল্পের প্রদত্ত ভার্মিকম্পোষ্ট প্রদর্শণী হতে সদস্য ভার্মি কম্পোষ্ট সংগ্রহ করছেন

প্রকল্পের প্রদত্ত মরিচের প্রদর্শণী প্লোট থেকে সদস্য মরিচ তুলছেন

প্রকল্প থেকে প্রদত্ত সদস্যর ফুলকপির প্রদর্শনী ।

**আইন ও মানবাধিকার সহায়তামূলক কার্যক্রম :**

চরাঞ্চলের জনগণের মাঝে আইন ও মানবাধিকার বিষয়ক শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নারীদের মাঝে ৭ টি জাতীয় মৌলিক আইন শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রমের ২২ দিন মেয়াদী ক্লাস করানো হয়েছে। এই কার্যক্রমে নারীদের মাঝে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। আইন ক্লাস পরিচালনার ফলে ভূমি, ফৌজদারী, মুসলিম পারিবারিক. মুসলিম উত্তরাধিকার, হিন্দু পারিবারিক, হিন্দু উত্তরাধিকার ও সাংবিধানিক আইন সম্পর্কে সমিতির সদস্যগণ সচেতন হয়েছে। এছাড়াও বাল্য বিবাহ , শিশু ও নারী নির্যতন , যৌতুক, বহুবিবাহ প্রতিরোধে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রমের ফলে প্রকল্প এলাকায় উক্ত সমস্যাগুলো অনেকাংশে কমে গিয়েছে।

১) আইন ও মানবাধিকার বিষয়ে আইন বাস্তবায়ন কমিটির সভা মাসিক সভা। ২) আইন ও মানবাধিকার বিষয়ে ৫ দিনে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন আইন ও মানবাধিকার সমন্বয়কারী। ৩) ইউপি চেয়ারম্যান, সদস্য ও গ্রামের মান্য গন্য ব্যক্তিবর্গ নিয়ে বাল্য বিবাহ, যৌতুক, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতনা সৃষ্টি ও করনিয় বিষয়ক সভা করছেন প্রকল্পের এনজিও সমন্বয়কারী

## দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন কার্যক্রম :

প্রকল্প এলাকা খুবই দূর্যোগ পূর্ণ এলাকা তাই এলাকার জনগণের মাঝে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক শিক্ষা ও সচেতনতার বৃদ্ধি ও পরিস্থিতি উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তিনটি চরে ৪৫০ জন সামর্থবান নারী-পুরুষদের দুর্যোগ প্রস্তুতি কার্যক্রম বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । তারা প্রতিটি সাপ্তাহিক দলীয় সভায় দুর্যোগ প্রস্তুতি ও জলবায়ু পরিবর্তনের কুফল বিষয়ে আলোচনা করে সদস্যদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করছে। এই কার্যক্রমের আওতায় ১১৭ পরিবারকে ঘর শক্তকরণ উপকরণ ও ১১৭ পরিবারকে ভিটি উচুকরণ এর সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৬০ জন নির্বাচিত উপকারভোগীকে উন্নত চুলা তৈরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। চর এলাকায় উন্নত চুলার ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে যাহা পরিবেশ দুষোণ কমাতে ভূমিকা রাখছে।

১) দুর্যোগ প্রস্তুতি ও জলবায়ু পরিবর্তন সমন্বয়কারী সচেতনতা মূলক সভা করছেন, ২) সদস্য রান্নার কাজে উন্নত চুলা ব্যবহার করছে

## প্রাণিসম্পদ কর্মসূচি :

চর এলাকায় হাঁস, মুরগী, গরু, ছাগল, ভেড়া ও মহিষ পালন করার প্রবনতা অনেক বেশি কিন্তু এখানে কোন সরকারি বা বেসরকারি পশু চিকিৎসা কেন্দ্র নেই ফলে প্রতি বছর অনেক হঁস মুরগী ও গরু ছাগল মারা যায়। সদস্যদের সমস্যার কথা বিবেচনা করে অক্টোবর,

২০১৪ সাল থেকে প্রাণি সম্পদ কর্মসূচির কাজ করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির আওতায় পোলট্রি ওয়ার্কারদের প্রশিক্ষণ দিয়ে হাঁস মুরগীর ভেকসিনেশান শুরু করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে দুই জনকে প্যারাভেটের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। চলতি অর্থবছরে ৩৩০০৭ টি হাঁস মুরগীকে এবং ৩৫৪৪ টি গরুকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে এপর্যন্ত ৬৩৩৮০ টি হাঁস মুরগীকে এবং ১০২৩৯ টি গরুকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে এছাড়াও চলতি অর্থবছরে ৪৭ টি গরুকে কুকুরে কামড়ানোর পর র‍্যাবিস ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে ও গরুগুলো জলাতংক রোগ থেকে রক্ষা পেয়েছে।

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| প্যারাভেট জনতাবাজার এলাকায় গরুর ভ্যাকসিন দিচ্ছেন। | পোল্ট্রি ওর্য়াকার আল আমিন বাজার এলাকায় হাঁস মুরগীর ভ্যাকসিন দিচ্ছেন। | ঘাঁস মুরগী পালন বিষয়ে সচেতনতা মূলক সভা করছেন প্রাণিসম্পদ সমন্বয়কারী |

## মৎস্য সম্পদ কর্মসুচি:

প্রকল্প এলাকায় প্রায় প্রতি বাড়িতেই পুকুর রয়েছে যেখানে বর্ষাকালে এবং কিছু কিছু পুকুরে সারা বছর মাছ চাষ করে কিন্তু সদস্যদের মাছ চাষ সম্পর্কে যথাযত জ্ঞান না থাকায় তারা ভাল সুফল পাচ্ছে না । সদস্যদের সমস্যার কথা বিবেচনা করে অক্টোবর, ২০১৪ সালে মৎস্য কর্মসূচির কাজ করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির আওতায় সদস্যদের উন্নত পদ্ধতিতে মাছ চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে ১২০ জন সদস্যকে উন্নত পদ্ধতিতে মাছ চাষের প্রশিক্ষণ এবং ১৪ জন সদস্যকে মাছের পোনা উৎপাদনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও চলতি অর্থবছরে ১২০ জন চাষিকে প্রত্যেককে ৫০০০ করে মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা প্রদান করা হয়েছে এবং ১০ জন সদস্যকে মাছের পোনা উৎপাদনের জন্য আর্থিক সহযোগিতা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১২০৬ জন সদস্যকে উন্নত পদ্ধতিতে মাছ চাষের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যার ফলে তাদের মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

| | |
|---|---|
| | |
| শাখা ব্যবস্থাপক ও ফিসারিজ সমন্বয়কারী সদস্যদের মাঝে মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা বিতরণ করছেন। | সদস্য তার নার্সারী পুকুর থেকে বিক্রির জন্য মাছের পোনা সংগ্রহ করছেন। |

**দাতা সংস্থার মিশন টিম ভিজিট:**

| | |
|---|---|
| | |
| ইফাদ মিশন টিমের সদস্যরা ক্রেডিট গ্রুপ পরিদর্শন করছেন। | সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আয়বর্ধণ মূলক প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করছেন। |

এই বছর ইফাদ'র মিশন ভিজিট টিম সংস্থার আল আমিন বাজার শাখা ও জনতা বাজার শাখার কার্যক্রম ভিজিট করেন। প্রথম দিন আল আমিন বাজার শাখায় ক্রেডিট গ্রুপ ভিজিট করেন সেখানে সদস্যদের কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন বিশেষ করে আইজিএ তথ্য। এর পর ফুড প্রোসেসিং এন্ড কুকিং, স্বাস্থ্য সভা ও স্টাটিক ক্লিনিক, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ কেইচ স্টাডি পরিদর্শন করেন। দ্বিতীয় দিন টিম জনতা বাজার এলাকায় প্রথমে  গরু ও ছাগলের ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পিং পরিদর্শন করেন এবং পরে র্ভাটিক্যাল গারডেন, রেইন ওটার হারভেসটিং, ভার্মি কম্পোষ্ট প্রদর্শণী, মাছের প্রদর্শণী, আদর্শ মুরগীর খামার প্রদর্শণী, এবং সফল মহিলা উদ্যোগতা পরিদর্শণ করেন।পরিদর্শন কালে সদস্যদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় করেন। তারা সদস্যদের কাছে জানতে চান তারা প্রকল্পো থেকে কি ধরনের সেবা পেয়ে থাকেন ও কোন সমস্যা আছে কিনা এবং আর কি ধরনের সুযোগ সুবিধা দরকার। সদস্যদের সাথে আলোচনা করে এবং প্রকল্পের কার্যক্রম দেখে তারা সন্তোষ প্রকাশ করেন।

| | |
|---|---|
| | 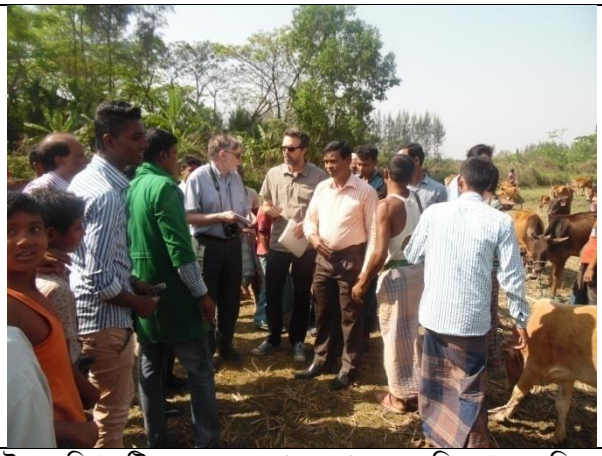 |
| ইফাদ মিশন টিমের সদস্যরা ফুড প্রোসেসিং এন্ড কুকিং প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করছেন। | ইফাদ মিশন টিমের সদস্যরা গরু ছাগলের ভ্যাসিনেশন ক্যাম্পিং পরিদর্শন করছেন। |

**প্রকল্প : এ্যানহেনসিং গভর্নেন্স এ্যান্ড ক্যাপাসিটি অব সার্ভিস প্রোভাইডার্স এ্যান্ড সিভিল সোসাইটি ইন ওয়াটার সাপ্লাই এ্যান্ড স্যানিটেশন সেক্টর প্রকল্প :**

EGC in WSS প্রকল্পটি *Be Beside the Hard to Reach* এ্যাডভোকেসি ক্যাম্পেইন-এর একটি সরাসরি ফসল। দুর্গম এলাকায় মানুষের জন্য নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য সুবিধা পৌঁছাতে ২০১৩ সাল থেকে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ও এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেল্‌থ, কুমিল্লা অঞ্চল এবং ইউনিয়ন পরিষদের-এর যৌথ সহযোগিতায় প্রকল্পটি পরিচালিত হয়েছে। ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন এর আর্থিক সহায়তায় প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।

**প্রতিবেদন কাল: জুলাই - ডিসেম্বর'২০১৬ (৬ মাস)**

## প্রকল্প কর্মএলাকা ও উপকারভোগী তথ্য:

প্রকল্পের কর্মএলাকা ও উপকারভোগী তথ্য নিম্নের সারনীতে প্রদান করা হল।

| জেলা নাম | উপজেলা নাম | ইউনিয়ন নাম | গ্রামের সংখ্যা | উপ: পরিবার সংখ্যা | উপকারভোগী পরিবারের জনসংখ্যা | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | পুরুষ | মহিলা | মোট |
| নোয়াখালী | সুবর্ণচর | চর ওয়াপদা | ৬ টি | ৮৯৯৭ | ১৫৩৬ | ১৯৪৫ | ৩৪৮১ |
| | | চর ক্লার্ক | ৫টি | ৭১৬৭ | ৬২২০ | ৬০৭৭ | ১২২৯৭ |
| | | মোহাম্মপুর | ১৩টি | ৫৮২৬ | ৪৭৪৬ | ৫০১৫ | ৯৭৬১ |
| ০১ | ০১ | ০৩ | ২৪ | ২১৯৯০ | ১২৫০২ | ১৩০৩৭ | ২৫৫৩৯ |

মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের আওতায় আকতার মিয়ার হাটে কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপন

চরক্লার্ক ইউপি'তে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে

## কর্মএলাকায় প্রকল্প কার্যক্রমের ফলাফল / সফলতা:

কর্মএলাকার তিনটি ইউনিয়নের আওতায় ২৪ টি গ্রামের ২১৯৯০ উপকারভোগী পরিবারের ২৫৫৩৯ লোকজনের সামাজিক অবস্থা যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন অবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা, দুর্যোগ থেকে রক্ষার উপায়, সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে পরিবর্তিত অবস্থার তুলনামূলক চিত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হল।

- তিনটি কর্মএলাকায় প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে এলাকার জনগোষ্টীর মধ্যে নিজেদের অধিকার দাবি এবং সম্মেলিত নেতৃত্ব বোধ বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও নাগরিক সেবা মূল্য সম্পর্কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় উদ্দেশ্যে কর্ম এলাকার ইউনিয়ন পরিষদে এল জি আই ( কোলাবোরেশন মিটিং ) / সভা আয়োজনের মাধ্যমে চেয়ারম্যান, সচিব সহ ইউনিয়ন পরিষদের ১২ জন সদস্য,সাংবাদিক,স্কুল শিক্ষিক, এনজিও প্রতিনিধি, ধর্মীয় নেতা ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গকে উপস্থিত রেখে এলাকার সর্বময় জনগোষ্টীর মধ্যে সাড়া জাগানোর মধ্যে ৫ টি স্কুল ল্যাট্রিন মেরামত কাজ সম্পাদন, ৭ টি ডীপ টিউবওয়েল সচল করার মাধ্যমে এলাকার প্রায় ৫৩০ লোকের নিরাপদ পানির সংকট দূর হয়েছে।

- প্রকল্প বাস্তবায়নে ফলপ্রসু স্বরূপ ২টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপন, ৩৯ টি ডীপ টিউবওয়েল স্থাপন, ২টি স্কুল ল্যাট্রিন স্থাপন, ৮ টি রেইন ওয়াটার হার্ভেষ্টিং স্থাপন, ৪০সেট আর,সি,সি রিং স্লাব বিতরণ করার মাধ্যমে ১০৮ টি ভিডিসি মিটিং, ৫৪ টি ডব্লিও,ডব্লিও,সি ওয়ার্ড কমিটির মিটিং, ৯ টি ইউ,ডব্লিও,সি ইউনিয়ন ওয়াটসান কমিটির মিটিং, ৫৪ টি হাইজিন সেশন

ফলোআপ (পিএমই) মিটিং করা হয় এবং ৯টি ওয়াটসান বিষয়ক ছাত্র ছাত্রীর ওরিয়েন্টশনসহ স্যানিটেশন বিষয়ক নাটক আয়োজন করার মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগণের মাঝে জাতীয় পরিবেশ নীতি ও নোয়াখালীর উপকূলীয় অঞ্চলের স্যানিটেশন ভয়াবহতা নিয়ে আলোচনা এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত ,জন সচেতনতা ও স্বাস্থ্য অভ্যাসের আহবান জানানো হয় এবং স্যানিটেশনের প্রতিপাদ্য বিষয় এর সাথে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও হাইজিন সম্পর্কে আলোক পাত করে, সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ও এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেলথ্ এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কার্যক্রম এবং মূল্যবোধ নিয়ে এলাকার বাস্তব দিক উপলব্ধি করে গনসচেতনতা বাড়ানের জন্য নিরাপদ পানি ,স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার ব্যবহার হাইজিন ও হাইজিন অভ্যাসের জন্য সচেতনতা গড়ে তোলা হয়।

## প্রকল্প: কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থায় 'কৃষি ইউনিট ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট'এর কার্যক্রম নভেম্বর, ২০১৩ ইং হতে শুরু হয়। ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে এর নাম পরিবর্তন করে কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট রাখা হয়। যথোপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষি কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট অধিক সংখ্যক প্রয়োজনীয় তহবিল সরবরাহ এবং যথাযথ সম্প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষকের দোড়গোড়ায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিগুলো পৌছানোর লক্ষ্যকে সামনে রেখে উক্ত ইউনিট গঠন করা হয়। বিগত এক দশকের অধিক সময় ধরে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন ( পিকেএসএফ ) বিভিন্ন প্রকল্প ও মূলস্রোত কর্মসূচীর আওতায় কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম সাফল্যজনকভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। এ ধরনের কর্মসূচীর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে সংস্থার প্রকল্প এলাকায় সংগঠিত সদস্যদের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নমনীয় শর্তে ঋণ সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি লাগসই প্রযুক্তি সরবরাহ ও কারিগরি সহায়তাও প্রদান করা হচ্ছে। এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণের ফলে একদিকে যেমন কৃষিজ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে অত্র অঞ্চলের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরন সম্ভব হচ্ছে অন্যদিকে সদস্যদের বাৎসরিক আয়েরও সুযোগ হচ্ছে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন ( পিকেএসএফ ) এর দিকনির্দেশনা ও আর্থিক সহযোগিতায় প্রকল্প কার্যক্রম চরবাটা ও চরমহিউদ্দিন এই ২টি শাখার মাধ্যমে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে। মৎস্য চাষ কার্যক্রম ২০১৭-১৮খ্রি: অর্থবছরে পুনরায় চালু করা হয়েছে। নিম্নে সংক্ষিপ্ত ভাবে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সমূহের বিবরণ প্রদান করা হল।

পিকেএসএফ কর্মকর্তা মো: ফজলুল কাদের ছাগল পালন(অতি দরিদ্র)প্রদর্শনী খামার পরিদর্শন করছেন।

পিকেএসএফ কর্মকর্তা মো: ফজলুল কাদের কর্তৃক মাঠ পরিদর্শন

## কর্মএলাকা ও উপকারভোগীর বিবরণ :

| জেলা | উপজেলা | শাখারনাম | ইউনিয়ন | গ্রামের নাম | উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| নোয়াখালী | সুবর্ণচর | চরবাটা শাখা | ২ নং চরবাটা, ৩নং চরক্লার্ক , ৬ নং চর | চরবাটা, পশ্চিম চরবাটা শিবচরণ, চর মজিদ , চরক্লার্ক, | ২৩৯৮ জন |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | আমানউল্যা ও ৭ নং পূর্ব চরবাটা। | নোয়াপাড়া, হাজীপুর, পূর্ব চরবাটা, । | |
| | | চর মহিউদ্দিন শাখা | ৫নং চরজুবলী | চরবাগ্গা, চরমজিদ, গ্লোব বাজার | ২৬৩৮ জন |
| ০১ | ০১ | ০২ | ০৪ | ১০ | ৫০৩৬ |

## কৃষি প্রযুক্তি কার্যক্রমের বিবরণ:

### ধান চাষে গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার, গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ, উচ্চ ফলনশীল ফসল চাষ :

বাজারে প্রাপ্ত সাধারণ ইউরিয়া সার দিয়ে ব্রিকেট মেশিনের সাহায্যে তৈরি বড় আকারের ইউরিয়া সারের গুটিকে গুটি ইউরিয়া বলে। এই গুটি ইউরিয়া দেখতে অনেকটা ন্যাপথ্যালিনের বলের মতো। বর্তমানে বাজারে সাধারণত তিন সাইজের গুটি ইউরিয়া পাওয়া যায়। এগুলো হলো ০.৯০ গ্রাম ওজনের সাধারণ গুটি,১.৮ গ্রাম ওজনের মধ্যম সাইজ ও ২.৭ গ্রাম ওজনের মেগা গুটি। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৪০ জন সদস্যের মাঝে ২১০০ কেজি গুটি ইউরিয়া বিতরণ করা হয়। গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের ফলে সাধারণ ইউরিয়া ব্যবহারকারীর চেয়ে বিঘা প্রতি ফলন ৩-৫ মণ বৃদ্ধি পায়। এক জন চাষীকে দিয়ে গ্রীষ্মকালীন টমেটো উৎপাদন প্রদর্শনী করা হয় । ২ শতাংশ জমিতে এই প্রদর্শনীটি বাস্তবায়ন করা হয়। একই জমি থেকে সর্বোচ্চ ৩/৪ বার ফলন বের করে আনয়ন করা সম্ভব। অর্থাৎ একজন চাষী এই জমি থেকে ২৫০-৩০০ কেজি ফলন পেতে পারে যা থেকে উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে ৫-১০ হাজার টাকা আয় করা সম্ভব।

উচ্চ ফলনশীল ফসল হিসেবে বিটি বেগুন-৪, চেরী টমেটো, বারি ফেলন-১, বীনা ধান-১০, বারি গাঁদা ফুল-১,২ ও বারি সয়াবীন-৫ এর প্রদর্শনী করা হয়। বিটি বেগুন-৪ চাষ করে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমনমুক্ত বেগুন বিক্রয় করে কৃষক বিঘায় ১৬,৭৬৪ টাকা আয় করে। চেরী টমেটোর চাষ এক নুতন দিগন্তের উন্মোচন করে, ফুলের চাষ ছিল একেবারেই নতুন অর্থনৈতিক যাত্রা, লবনাক্ত সহনশীল বিনা ধান-১০ এর আবাদ কৃষকদের মাঝে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, বারি সয়াবীন-৫ প্রচলিত সোহাগ জাত যেখানে হেক্টরে ৪০ মণ ফলন দেয় সেখানে বারি সয়াবীন-৫ চাষে ৫০-৫৫ মণ ফলন দেয়।

গুটি ইউরিয়া প্রয়োগকৃত জমিতে কৃষকের বাম্পার ফলন

গ্রীষ্মকালীন টমেটো উৎপাদন প্রদর্শনী

উচ্চ ফলনশীল ফসল হিসেবে বিটি বেগুন-৪ প্রদর্শনী

### বসতবাড়িতে শাকসবজি ও ফলমূল চাষ, কম্পোষ্ট/ ট্রাইকো-কম্পোষ্ট সার উৎপাদন:

বসতবাড়িতে শাকসবজি ও ফলমূল চাষ এর আওতায় ৩০ জন চাষীকে ২৭০ কেজি ইউরিয়া, ১৮০ কেজি টিএসপি, ১৮০ কেজি এমপি, ১৮০ কেজি জিপসাম, ১৮০০ কেজি জৈব সার ও কেঁচো সার, ৫.৪ কেজি বিভিন্ন ধরনের শাকসবজির বীজ, বিভিন্ন ধরনের ফল গাছের চারা, বেড়া ও মাচার জাল বিতরন করা হয়।এর ফলে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের অবসর সময়ে সবজি চাষে কাজে লাগিয়ে পারিবারিক শ্রমের সুষ্ঠু ব্যবহারের পাশাপাশি বছরব্যাপী উপযুক্ত পরিমান সবজি খেয়ে পুষ্টিহীনতা দূর করা এবং রোগমুক্ত থাকা সম্ভব হয়েছে।

নানা প্রকার আবর্জনা যেমন-শস্যের অবশিষ্টাংশ, লতাপাতা, কচুরিপানা, গোবর-গোচনা, তরিতরকারি ও ফলমূলের খোসা, ঘরবাড়ির আবর্জনা, জবাইকৃত পশুর নাড়ি-ভূড়ি, মাছের আঁইশ, কাটা, হাড়ের গুঁড়া ও বিভিন্ন উদ্ভিদ ধ্বংসাবশেষ এবং প্রাণিজ পচনশীল উচ্ছিষ্টাংশ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পঁচিয়ে যে সার তৈরি করা হয় তাকে কম্পোস্ট সার বলে। আর এ সমস্ত উপাদানের সহিত ট্রাইকোডার্মা

নামক এক প্রকার ছত্রাকের মিশ্রনে যে সার প্রস্তুত করা হয় তাকে ট্রাইকো-কম্পোষ্ট বলে। কম্পোস্ট তৈরির সময় এসব দ্রব্য প্রচন্ড জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয়ে উন্নতমানের জৈব সারের আকার ধারণ করে। বায়ো একটিভেটেড কম্পোস্ট ব্যবহারের ফলে রোগবালাই এর আক্রমন কম হয় ও ফসলের ফলন বাড়ে। স্থানীয় পদ্ধতিতে লাভজনক এই কম্পোস্ট সার তৈরীর প্রযুক্তিকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা সদস্যদের দ্বারা প্রদর্শনী পরিচালনা করে আসছে। এ প্রদর্শনী দুটির আওতায় ২৬ জন কৃষকের মাঝে ১১৮টি টিন বিতরণ করা হয়েছে।

বসতবাড়িতে শাকসবজি ও ফলমূল চাষ

ট্রাইকো-কম্পোষ্ট উৎপাদন প্রদর্শনী

কম্পোষ্ট উৎপাদন প্রদর্শনী

**ফেরোমন ফাঁদের ব্যবহার, মানসম্পন্ন ধান বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষন, ধান ক্ষেতে পারসিং, আলোকফাঁদ, সারিতে চারা রোপনঃ**

তরমুজ বিষমুক্ত রাখতে ফেরোমন ফাঁদ এর পাশাপাশি সাদা,হলুদ,নীল ফাঁদ এবং ভুট্রা ও রসুন গাছের সমন্বিত ব্যবহার করা হয়েছে। এতে মাছি পোকা এর সহিত জাব পোকা, সাদা মাছি পোকা, শ্যামা পোকা, লিফ মাইনর বহনকারী ভাইরাস দমন করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে তরমুজের ফলন পূর্বের তুলনায় প্রতি গাছে ২০ কেজি বৃদ্ধি পেয়েছে।

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পুরুষের পাশাপাশি গ্রামীণ মহিলাদের প্রশংসনীয় অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফসলের বীজ নির্বাচন, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, বীজ সংরক্ষণ, এমনকি বাড়িতে বাড়িতে ছোট-খাটো বীজ ব্যবসাও পরিচালনা করেন গ্রামীণ মহিলারা। প্রদর্শনীর মাধ্যমে উপকারভোগীদের মাঝে ৮০টি প্লাস্টিকের ড্রাম, ৪০টি টিনের ড্রাম, ৪০টি মাটির কলস, ৩২০ কেজি ইউরিয়া, ২৮০ কেজি টিএসপি, ২৪০ কেজি এমপি, ১২০ কেজি জিপসাম, ১২০০ কেজি কেঁচো সার, ১০ কেজি জলাবদ্ধতা সহনশীল ব্রি ধান-৫২ এবং ৪০ কেজি স্বল্পমেয়াদী বিনা ধান-৭ বীজ বিতরন করা হয়েছে।

চার জন চাষীকে এই প্রদর্শনীর আওতায় মাজরা পোকা দমনের জন্য পারসিং বা ডাল পোতা হয়, আলোকফাঁদের মাধ্যমে বাদামী গাছ ফড়িং, মাজরার পুর্নাঙ্গ পোকা সহ ক্ষতিকারক পোকা জৈব উপায়ে দমন সম্ভব হয়েছে, সারিতে চারা রোপনের মাধ্যমে ফসলের ফলন অনেকাংশে বাড়ানো সম্ভব হয়েছে।

**তরমুজ বিষমুক্ত রাখতে ফেরোমন ফাঁদ, সাদা,**

**আড়াই-বাড়ির মাড়াইয়ের মাধ্যমে ধান বীজ**

**ধান ক্ষেতে পারসিং, আলোকফাঁদ,**

| | | |
|---|---|---|
| **হলুদ, নীল ফাঁদ এবং ভুট্টা গাছের সমন্বিত ব্যবহার** | **সংগ্রহ করছে কৃষক** | **সারিতে চারা রোপন:** |

## প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি কার্যক্রমের বিবরণ:

### গাভি পালন প্রদর্শনীঃ

মাঠ পর্যায়ে সংকর জাতের গাভি পালন কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করতে পিকেএসএফ এর অর্থায়নে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট' এর মাধ্যমে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ১০ টি উন্নত ও সংকর জাতের গাভি পালন প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়। গাভি ও বাছুরের আবাসনের ক্ষেত্রে দিনে থাকার ঘর ও রাত্রিকালীন ঘরের ব্যবস্থা করা হয়।

| | |
|---|---|
| | |
| গাভির জন্য তৈরী করা দিনে থাকার উন্মুক্ত ঘরে স্বাচ্ছন্দে অবস্থান করছে সদস্যের পালিত উন্নত জাতের গাভি। | রাত্রিকালীন ঘরে সদস্য তার উন্নত জাতের গাভীকে খাদ্য প্রদান করছেন। |

গাভির দুধ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সদস্যদের ৫-২০ শতাংশ জমিতে নেপিয়ার, জার্মান, জ্যাম্বু ও ভুট্টা ইত্যাদি ঘাস চাষের জন্যে নেপিয়ার, জার্মান ঘাসের কাটিং, ভুট্টার বীজ, ইউরিয়া, টিএসপি ও এমওপি সার প্রদান, গুনগত মানসম্পন্ন বাছুর উৎপাদনে মিল্ক রিপ্লেসার, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার আওতায় কৃমিনাশক ট্যাবলেট, ভিটামিন ও মিনারেল সমৃদ্ধ প্রিমিক্স, বাট ও ওলানের সুরক্ষা এবং ম্যাসটাইটিস রোগ প্রতিরোধের জন্য দুধ দোহনের আগে ও পরে জীবানুনাশক দিয়ে বাট ও ওলান পরিষ্কার করা , সংক্রামক রোগ প্রতিরোধক হিসাবে ক্ষুরারোগ ও তড়কা রোগের প্রতিষেধক টিকা এবং ভার্মি কম্পোষ্ট উৎপাদনের জন্য কেঁচো পালন উপযোগী রিং স্লাইড এবং গোবর খাদক কেঁচো বিতরণ করা হয়। গাভির জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান-এর সহায়তায় প্রতিটি গাভিকে কৃত্রিম প্রজননের আওতায় আনা হয়।

### মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন প্রদর্শনী:

মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৩০ টি মাচা পদ্ধতিতে দেশী জাতের ছাগল পালন প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়। প্রদর্শনীর মাধ্যমে প্রচলিত পদ্ধতিতে ছাগল পালনের পরিবর্তে মাচা পদ্ধতিতে আদর্শ বাসস্থান ব্যবস্থাপনায় ছাগলপালন, উন্নত জাতের ঘাস চাষ, সুষম খাদ্য প্রদান ও নিয়মিত টিকা প্রদানের ফলে একদিকে যেমন ছাগলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যদিকে তেমনি নিউমোনিয়া, ক্ষুরারোগ ও পিপিআর রোগের মতো মারাত্মক সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের ফলে ছাগল ও ছাগলছানার মৃত্যুহার হ্রাস পাওয়ায় ছাগল পালনকারী সদস্যরা ছাগল বিক্রয় করে বার্ষিক প্রায় ১৫০০০-২০০০০ টাকা আয় করে।

| | |
|---|---|
| | |
| ছাগলের জন্য চাষ করা নেপিয়ার ঘাসের ক্ষেতে সামনে ছাগল ছানা হাতে সদস্য। | আলো বাতাস চলাচল উপযোগী মাচাওয়ালা ছাগলের ঘরের সামনে ছাগল হাতে সহায়তা প্রাপ্ত একজন সদস্য। |

## ব্রয়লার এবং লেয়ার পালন প্রদর্শনী :

সুবর্ণচর উপজেলার বর্ণিত কর্মএলাকায় বিভিন্ন সমস্যা যেমন বিদ্যুৎ এর অভার, খামারী পর্যায়ে উদ্যোক্তার অভাব এবং ব্রয়লার পালন ও লেয়ার পালন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব ইত্যাদি কারণে এলাকায় তেমন কোন খামার গড়ে উঠেনি।

| | |
|---|---|
| | |
| মাচা পদ্ধতিতে ব্রয়লার মুরগী পালনকারী একজন খামারীর খামার । | মাচা পদ্ধতিতে ব্রয়লার পালনকারী সদস্য তার ব্রয়লার মুরগীগুলোকে খাদ্য প্রদান করছে। |

তাই সদস্যদের ব্রয়লার পালন ও লেয়ার পালনে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ১৬-১৭ অর্থবছরে ৬ টি ব্রয়লার পালন প্রদর্শনী ও ৬ টি লেয়ার পালন প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়, যেখানে কার্যক্রমের আওতাভুক্ত সদস্যদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি ব্রয়লার বাচ্চা, লেয়ার পুলেট, টিকা, জীবানুনাশক, স্প্রে মেশিন ক্রয়, মাচা ও বাফার এলাকা তৈরী ইত্যাদি বিষয়ে অনুদান, উপকরণ এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়। ফলে সদস্যদের ব্রয়লার ও লেয়ার পালন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি লেয়ার খামারীদের মাসিক ৩০০০-৪০০০ টাকা ও ব্রয়লার খামারীদের মাসিক ১০০০০-১৫০০০ টাকা আয় হয়।

| | |
|---|---|
| | |
| মাচা পদ্ধতিতে লেয়ার মুরগী পালনকারী একজন খামারীর খামার । | সদস্য তার খামারের লেয়ার মুরগীগুলোকে খাদ্য প্রদান করছে। |

## হাঁস এবং কোয়েল পালন প্রদর্শনী :

সদস্যদের ছোট খামারভিত্তিক হাঁস পালন এবং কোয়েল পালনে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে এলাকায় হাঁস এবং কোয়েল পালন খামার স্থাপন কার্যক্রমকে সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে ১৬-১৭ অর্থবছরে ১২ টি হাঁস পালন এবং ৮ টি কোয়েল পালন প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়। প্রদর্শনীর আওতায় সদস্যদেরকে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি হাঁস ও কোয়েল পালনকারী সদস্যদের অধিক ডিম উৎপাদনশীল খাকী ক্যামবেল জাতের হাসের বাচ্চা, খাদ্য, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের জন্য ডাক প্লেগ ও ডাক কলেরা রোগের টিকা, ৫ সপ্তাহ বয়সী জাপানিজ কোয়েলের পুলেট, খাদ্য ও পানির পাত্র, ব্রুডার, খাদ্য, জীবানুনাশক, স্প্রে মেশিন এবং মাচা ও বাফার এলাকা তৈরীর জন্য নগদ টাকা অনুদান হিসাবে দেওয়া হয়।

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| পুকুরের উপর মাচা পদ্ধতিতে হাঁস পালন করছেন একজন সদস্য। | উপকারভোগী সদস্য তার পালিত হাঁসগুলোকে খাদ্য প্রদান করছে। | খামারের ভিতর মাচার উপর বিচরণরত কোয়েল পাখি। |

প্রদর্শনীর মাধ্যমে কর্ম এলাকায় হাঁস এবং কোয়েল পালনকারী সদস্যদের একদিকে যেমন হাঁস এবং কোয়েল পালন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে অপর দিকে ডিম বিক্রির মাধ্যমে তাদের মাসিক আয় ৩০০০-৪০০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে কর্ম এলাকায় অন্য সদস্যদের মধ্যেও খামার তৈরী করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।

## ঘাস চাষ এবং কেঁচো সার খামার স্থাপন প্রদর্শনী :

উন্নত জাতের ঘাস চাষকে সদস্য পর্যায়ে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৬-১৭ অর্থবছরে ১০ টি ঘাস উৎপাদন প্রদর্শনীর আওতায় সদস্যদেরকে স্থায়ী ঘাস হিসাবে নেপিয়ার ও জার্মান ঘাসের কাটিং, অস্থায়ী ঘাস হিসাবে জাম্বু ও ভূট্টার বীজ, জমিতে ব্যবহারের জন্য ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, জিংক ও কেঁচো সার দেওয়া হয়।

| | |
|---|---|
| | |
| উপকারভোগী সদস্যের ঘাস চাষ প্রর্দশনী প্লট থেকে জার্মান ঘাস কাটছেন জনৈক শ্রমিক। | উপকারভোগী সদস্যে তার কেঁচো সার উৎপাদন রিং স্লাইড থেকে কেঁচো সার সংগ্রহ করছে। |

এছাড়া কেঁচো সার উৎপাদন ও ব্যবহার কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করতে ১৬-১৭ অর্থবছরে ১৫০ টি কেঁচো সার খামার স্থাপন প্রদর্শনী করা হয়, যেখানে কার্যক্রমের আওতাভুক্ত সদস্যদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি কেঁচো সার তৈরীর উপকরণ হিসাবে কেঁচো পালন উপযোগী রিং স্লাইড, অষ্টেলিয়ান প্রজাতির গোবর খাদক কেঁচো, চালুনী ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। প্রদর্শনীর ফলে কেঁচো সার উৎপাদন ও ব্যবহার বিষয়ে সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কেঁচো সার উৎপাদনকারী সদস্যরা মাসে ২৫-১০০ কেজি কেঁচো সার উৎপাদন করে তাদের সবজি ফসলের জমিতে ব্যবহার করছে। এছাড়া কিছু কিছু সদস্য তাদের প্রয়োজন অতিরিক্ত কেঁচো সার ১০ টাকা কেজি দরে আশেপাশের কৃষক, সার বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার নিকট বিক্রয় বাবদ বাৎসরিক প্রায় ২০০০-১৫০০০ টাকা আয় করে।

**প্রশিক্ষণ :**

| | |
|---|---|
| | |
| শীতকালীন শাকসবজি চাষাবাদের বৈজ্ঞানিক ও বিষমুক্ত কলাকৌশল প্রশিক্ষণে বাজারজাতকরনে বিষয়ে প্রশিক্ষন দিচ্ছেন | মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে সদস্যদেরকে গাভীপালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে |

| প্রযুক্তি | পুরুষ | মহিলা | মোট |
|---|---|---|---|
| কৃষি প্রযুক্তি | ২৭ জন | ১৬৮ জন | ১৯৫ জন |
| মৎস্য প্রযুক্তি | | ৫০ জন | ৫০ জন |
| প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি | ২৭ জন | ১৯৮ জন | ২২৫ জন |
| সর্বমোট | ৬৪ জন | ৬০৬ জন | ৬৭০ জন |

## কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র ও মাঠ দিবস :

কৃষি নির্ভর এদেশে প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং ব্যবহারের পাশাপাশি সমস্যাও দেখা দিয়েছে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কার্যক্রম সম্প্রসারণে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠিত সদস্যদের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী ঋণ সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি লাগসই প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তা প্রদান, কৃষকের সমস্যা ভিত্তিক সমাধান ও পরামর্শ প্রদান চলমান কার্যক্রম হিসেবে অব্যাহত রয়েছে। কৃষি পরামর্শ কেন্দ্রে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ সমস্যাভিত্তিক সমাধান ও পরামর্শ প্রদান করে থাকেন।

১) কৃষি পরামর্শ কেন্দ্রের মাধ্যমে এসআরডিআই বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মানিক চন্দ্র রায় পরামর্শ প্রদান করছেন, ২) মাঠ দিবসে সংস্থার শাখা ব্যবস্থাপক বক্তব্য প্রদান করছেন

প্রদর্শনীর মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কাংখিত ফলাফল ব্যাপকভাবে চাষী পর্যায়ে পৌঁছানোর মাধ্যমই হচ্ছে মাঠ দিবস। চরবাটা এবং চরমহিউদ্দিন শাখায় উপকারভোগী সদস্যদের প্রদর্শনী সংশ্লিষ্ট ফলাফল যেমন, কুমড়া জাতীয় সবজি ও তরমুজ চাষে ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহারের উপযোগিতা, গুটি ইউরিয়া ব্যবহার করে ধান চাষ ও বিভিন্ন সবজি ও ধান বীজ সংরক্ষণে সফলতা তুলে ধরার মাধ্যমে মাঠ দিবস পালন করা হয়ে থাকে ।

## প্রকল্পের নাম: কেজিএফ কর্মসূচি

সীমিত ভূ-সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রায় ১৫০ মিলিয়ন জনগোষ্ঠির খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ । এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে আভ্যন্তরীন খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । স্বাধীনতার পববর্তী ৪০ বছরে বাংলাদেশ নানাবিধ সংস্কার,উদ্ভাবনীমূলক প্রযুক্তি, কৌশল কাজে লাগিয়ে খাদ্যশস্য উৎপাদনে সন্তোষজনক অগ্রগতি সাধিত হলেও পরিবার ও ব্যক্তি পর্যায়ে এখনও খাদ্য নিরাপত্তা শতভাগ নিশ্চিত করা সম্ভব হয় নাই। কৃষির অগ্রগতির সাথে বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠির খাদ্য নিরাপত্তা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত । একটি লাভজনক, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থা জনসাধারণের দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য অপরিহার্য । কৃষি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকা শক্তি । সার্বিক জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে এ খাতের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান রয়েছে । দেশের শ্রমশক্তির মোট ৪৭.৩৩ শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত। মোট রপ্তানি আয়ের ১২ শতাংশ কৃষিজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে অর্জিত হয়। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য ও মৌলিক খাদ্য চাহিদা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে " কুয়েত গুড উইল ফান্ড" এর অর্থায়নে ফাউন্ডেশনের মূলস্রোত কার্যক্রমভূক্ত সুফলন ও অগ্রসর কার্যক্রমের আওতায় সংগঠিত সদস্যদের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান কার্যক্রম জুলাই ২০১৫ থেকে আরম্ভ হয়।

## কর্মএলাকার বিবরণ :

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ১৯৯৩ সন থেকে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার উপকুলীয় চর অঞ্চলে ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এখানকার অধিকাংশ মানুষই কৃষিজীবী- কৃষিকাজ

, মাছ চাষ, গরু ছাগল পালন করাই তাদের পেশা। কৃষি,মাছ চাষ ও  গৃহপালিত গবাদি পশুপাখি পালন দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির আয়বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রা নির্বাহের খাত হিসেবে অন্যতম। দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবার সমূহ তাদের আর্থিক উন্নতির জন্য সংস্থার ক্ষুদ্র ঋণ বিনিয়োগ করে ফসল উৎপাদন, মাছ চাষ ও  গৃহপালিত গবাদি পশুপাখি পালন এবং বর্গায় গবাদি পশুপাখি পালন করে থাকে।

| জেলা | উপজেলা | শাখা | ইউনিয়ন সংখ্যা | গ্রামের সংখ্যা | উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা | উপকারভোগী পরিবারের জনসংখ্যা | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | পুরুষ | মহিলা | মোট |
| নোয়াখালী | সুবর্ণচর | চরবাটা | ৪ | ৮ | ২৪৭৬ | ৩০৬০ | ৯৩২০ | ১২৩৮০ |
| | | চর মহিউদ্দিন | ২ | ৮ | ২৪২৬ | ১৮৬০ | ১০২৭০ | ১২১৩০ |
| | | চর আমানউল্যা | ৫ | ১২ | ১৬৩৩ | ১৭৬৪ | ৪৭৬৮ | ৬৫৩২ |
| | | পূর্ব চরবাটা | ৩ | ৭ | ১৭৭১ | ৭৩৬ | ৬৩৪৮ | ৭০৮৪ |
| ১ | ১ | ৪ | ৬ | ২৭ | ৮৩০৬ | ৭৪২০ | ৩০৭০৬ | ৩৮১২৬ |

## প্রকল্প কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন  চিত্র (২০১৬-১৭ অর্থ বছর) :

### প্রশিক্ষণ:

এই পর্যন্ত ৪৮৩ জনকে বিভিন্ন ফসল যেমন: ধান, সয়াবীন, তরমুজ, শশা, করলা ইত্যাদি চাষ বিষয়ক কারিগরি প্রশিক্ষন এবং ১৯৪ জনকে
গবাদিপশুর রোগ, টিকা ও মৎস্য চাষ বিষয়ে খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষন প্রদান করে দক্ষ জনশক্তিতে পরিনত করা হয়েছে।

বিএডিসি কর্মকর্তা কর্তৃক ধান চাষের প্রশিক্ষণ

গবাদিপশুর প্রশিক্ষণে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহোদয়

উদ্বুদ্ধকরন ভ্রমনের উদ্দেশ্যে কুমিল্লা গমন

### উদ্বুদ্ধকরন ভ্রমণ:

কৃষকদেরকে প্রযুক্তি বিষয়ক দক্ষতা আনয়নের লক্ষ্যে কুমিল্লার দুটি সংস্থা পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার ও অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনষ্টিটিউট (এডিআই) এ উদ্বুদ্ধকরন ভ্রমন করানো হয়।

### গুটি ইউরিয়া ব্যবহার:

পূর্ব চরবাটা ও চর মহিউদ্দিন শাখার ১০ জন চাষী কর্তৃক ১২ একর ধানের জমিতে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ করে এর সফলতা যাচাই করা হয়। উল্লেখ্য ধানের ফলন পূর্বের তুলনায় বিঘায় ৩-৫ মন বৃদ্ধি পায়।

### উচ্চ ফলনশীল ফসল:

উচ্চ ফলনশীল ফসল হিসেবে বারি সয়াবীন-৫, বারি ফেলন-১, বারি টমেটো-৮ এবং বারি গাঁদা ফুল-১,২ চাষ করা হয়। বারি গাঁদা ফুল-১,২ চাষ করে কৃষক ২১ ফ্রেব্রুয়ারীতে ১০টি ডালা তৈরি করে খরচ বাদ দিয়ে প্রায় ৫৫০০ টাকা লাভ করে। বারি টমেটো-৮ চাষ করে কৃষক ১০০ টাকা কেজি দরে টমেটো বিক্রয় করে।

| | | |
|---|---|---|
|   |   |   |
| ধান চাষে গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার | উচ্চ ফলনশীল ফসল হিসেবে বারি গাঁদা-১,২ চাষ | মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন |

## প্রকল্প: খাদ্য নিরাপত্তা ২০১২ বাংলাদেশ- উজ্জীবিত অতিদরিদ্র কর্মসূচি (ইউপিপি)

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন ঋণ কর্মসূচীর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠিত সদস্যদের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নমনীয় শর্তে বুনিয়াদি ঋণ সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার ও কারিগরি সহায়তা এবং কৃষিজ অকৃষিজ কারিগরি দক্ষতা অর্জনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ ধরনের কার্যক্রম দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সহায়ক ভূমিকা রাখার পাশাপাশি বেকারত্ব দূর করে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে অন্যদিকে সদস্যদের পারিবারিক বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহযোগিতায় পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা যৌথভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। টেকসইভাবে বাংলাদেশের নারী প্রধান এবং ঝুঁকি প্রবন অতিদরিদ্র হ্রাসের উদ্দেশ্য Food Security 2012 Bangladesh (Ujjibito) শীর্ষক প্রকল্পটি ৪র্থ বছর প্রকল্পের মূল কম্পোন্যান্ট এর মাধ্যমে ১৭ টি ব্যাচে ৪২৫ জনকে কৃষি বিষয়ে মৎস্য ও প্রানী সম্পদ বিষয়ে ২১ ব্যাচে ৫২৫ জনকে দক্ষতা অর্জন করা হয়। ১২ দিন ব্যাপি ব্লক বাটিক ৩ ব্যাচ, ক্রিস্টেল পাথর দিয়ে ব্যাগ ও শো-পিচ তৈরী ১ ব্যাচ, ওমানিয়া টুপি তৈরী ১ ব্যাচ, বাঁশ বেত ১ ব্যাচ ও ৩০ দিন ব্যাপি ১০ ব্যাচ সেলাই প্রশিক্ষণ এবং ৩ মাস মেয়াদি ১০ জন সদস্য ছেলেকে ইলেট্রিক হাউজ ওয়ারিং প্রশিক্ষণের প্রদানের মাধ্যমে মোট ৪০০ জন নারীকে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ তৈরী এবং ১০ জন সদস্য ছেলে কে কর্মসংস্থা সৃষ্টির সুযোগ তৈরী করা হয়েছে। সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম ১১৫০ টি পরিবারে টিপি টেপ পদ্ধতি ব্যবহারে অব্যাশ তৈরী করার মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে এ কম্পোনন্টটি বাস্তবায়ন হচ্ছে। সংস্থা উপকূলীয় অঞ্চলে নোয়াখালী জেলার ১১ টি শাখা ও লক্ষীপুর জেলার ১ টি শাখা মোট ১২টি শাখার আওতায় এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে।

| | | |
|---|---|---|
|   |   |   |

১) চর আমানউল্যাহ শাখার আওতায় ব্লক-বাটিক প্রশিক্ষণ উত্তর সদস্যের তৈরীকৃত বাটিক পোষাক বিষয়ে কথা বলছেন পিকেএসএফ ডিএমডি জনাব ফজলুল কাদের। ২) তিন মাস মেয়াদী ভোকেশনাল ট্রেড ইলেকট্রিক হাউজওয়ারিং প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষনার্থীর মাঝে উপকরণ বিতরণ করছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো ঃ রুহুল মতিন, প্রকল্প ফোকাল পার্সন জনাব মো ঃ সামছুল হক ৩) জেলা পর্যায়ে ইনফরমেশন শেয়ারিং ওয়ার্কশপ উপলক্ষে বিনোদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সাথে বাল্যবিবাহ করব না এবং অন্যকে নিরুসাহিত করবো বলে প্রতিজ্ঞা করান জনাব ডাঃ মোঃ মজিবুল হক সিভিল সার্জেন, নোয়াখালী।

## কর্মএলাকার বিবরণ :

নোয়াখালী জেলার ৬ টি উপজেলার ( নোয়াখালী জেলার সদর, কোম্পানীগঞ্জ, কবিরহাট, সুবর্ণচর, হাতিয়া এবং লক্ষীপুর জেলার কমলনগর উপজেলা ) ২৬ টি ইউনিয়নের মোট ৮৭টি গ্রামে/ওয়ার্ডের ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবহারকারী অতিদরিদ্র ৫১০০ পরিবারের মধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী পরিবারের ২২৮৪৪ লোক সরাসরি তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে উপকৃত হবে। নিম্নের চার্টে কর্মএলকার তথ্য প্রদান করা হল ।

| জেলা | উপজেলা | ইউনিয়ন | গ্রাম/ওয়ার্ড সংখ্যা | উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা | উপকারভোগী পরিবারের জনসংখ্যা | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | পুরুষ | মহিলা | মোট |
| নোয়াখালী | সদর | ৮ | ২২ | ৭০০ | ১৬০৪ | ১৯৮৫ | ৩৫৮৯ |
| | কোম্পানীগঞ্জ | ৩ | ১২ | ২১০ | ৩৫৫ | ৬০৫ | ৯৬০ |
| | কবিরহাট | ৩ | ৫ | ১৭৮ | ৩২৭ | ৫২৫ | ৮৫২ |
| | সুবর্ণচর | ৮ | ২৪ | ১১৮৭ | ২২৯৪ | ৩৭৯৪ | ৬০৮৮ |
| | হাতিয়া | ২ | ২১ | ২৭২৪ | ৫৩৮৫ | ৫৪৬৫ | ১০৮৪৩ |
| ঔক্ষীপুর | কমলনগর | ২ | ৩ | ১০১ | ২৬২ | ২৪৩ | ৫০৫ |
| | ০৬ | ২৬ | ৮৭ | ৫১০০ | ১০২২৭ | ১২৬১৭ | ২২৮৪৪ |

## প্রকল্প কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন তথ্য :

## কৃষি ভিত্তিক কার্যক্রম :

প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে কৃষি ভিত্তিক কার্যক্রমে ১৭৫ জন সদস্যকে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিমুলক কার্যক্রমের প্রযুক্তিগত ভাবে দক্ষ জনশক্তি তৈরী করা হয়েছে এতে করে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে , পারিবারিক সক্ষমতা সৃষ্টি হয়েছে । এর ফলে নতুন আয়ের উৎস তৈরী হয়েছে পারিবারিক ভাবে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বুনিয়াদি ৪১৫ দলের মধ্যে ১২৭৯২ জন সদস্যর মধ্যে ১১১০ টি সভা পরিচালনার মাধ্যমে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর করা হয়েছে।

| ক্রমিক | কার্যক্রম বিবরণ | বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন | | ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | ব্যাচ/সংখ্যা/পরিমাণ | প্রশিক্ষণার্থী/ উপকারভোগী জন |
| ১ | বসত বাড়িতে সবজি চাষ | ৩ | ৩ | ৮ | ২০০ জন |
| ২ | শশাঁ চাষে সেক্স ফেরমোন টেপ ব্যবহার | ২ | ২ | ৪ | ১০০ |
| ৩ | সয়াবিন চাষে জীবানু সার ব্যবহার | ২ | ২ | ৫ | ১২৫ |
| ৪ | বিনামূল্যে সবজির বীজ বিতরন (জন) | ৩৬০০ | ৩৬০০ | ১৪৯৫৪ | ১৪৯৫৪ |
| ৫ | কারিগরি বিষয়ে দলীয় আলোচনা | ১৪৪০ | ১১১০ | ২১০২ | ১২৭৯২ |
| ৬ | কারিগরি বিষয়ে বাড়ি পরিদর্শন করে পরামর্শ প্রদান | ৭২০০ | ৫৪০১ | ৫৪০১ | ১১১০০ |

| | |
|---|---|
| | |
| চর আমান উল্যাহ শাখার আওতায় একজন ভার্মী কম্পোষ্ট সফল খামারী কাঁশফুল মহিলা উন্নয়ন সমিতির শিরিন আক্তার একটি স্লাইড থেকে ১০ টি স্লাইড। | পূর্বচরবাটা শাখার আওতায় শিউলী মহিলা উন্নয়ন সমিতির রজিনা বেগম এর আধা বানিজ্যিক খামার পরিদর্শন করেন জনাব মো ঃ আবদুর রশিদ ব্যবস্থাপক পিকেএসএফ । |

**মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ভিত্তিক কার্যক্রম:**

মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ ভিত্তিক কার্যক্রমের আওতায় জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত মোট ২৫০ জন নারী সদস্যকে ২ দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যাস তৈরী হয়েছে, বিশেষ করে মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে ছাগলের রোগবালাই ও মৃত্যুর হার অনেকাংশে কমিয়ে আসছে, উৎপাদনের দিক থেকে পূর্বের তুলনায় আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, এতে করে স্থানীয় ছাগল পালনকারীরা মাচা পদ্ধতিতে ব্যবহারে অধিক আগ্রহ প্রকাশ পাচ্ছে, অনেকে অল্প সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পূর্ন করেছে, বর্তমানে এই প্রযুক্তি কার্যকর ভূমিকা রাখছে চরাঞ্চলের কৃষক পরিবারের নিকট।

| ক্রমিক | কার্যক্রম বিবরণ | বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন | | ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | ব্যাচ/সংখ্যা /পরিমাণ | প্রশিক্ষণার্থী/ উপকারভোগী জন |
| ১ | মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন | ৩ | ৩ | ৯ | ২২৫ |
| ২ | উন্নত পদ্ধতিতে মুরগী পালন প্রশিক্ষণ | ১ | ১ | ৫ | ১২৫ |
| ৩ | গাভী পালন প্রশিক্ষণ | ৪ | ৪ | ৫ | ১২৫ |
| ৪ | মাছের মিশ্র চাষ প্রশিক্ষণ | ২ | ২ | ২ | ৫০ |
| ৫ | প্রাণী সম্পদের টিকা প্রদান | ১৮০০ টি | ১৮০০ টি | ১২৫৭০ | ১২৫৭০ |
| ৬ | গরু ও ছাগলের কৃমি বড়ি বিতরণ | ১২০০ টি | ১২০০ টি | ২৩৮৬ টি | ২৩৮৬ |

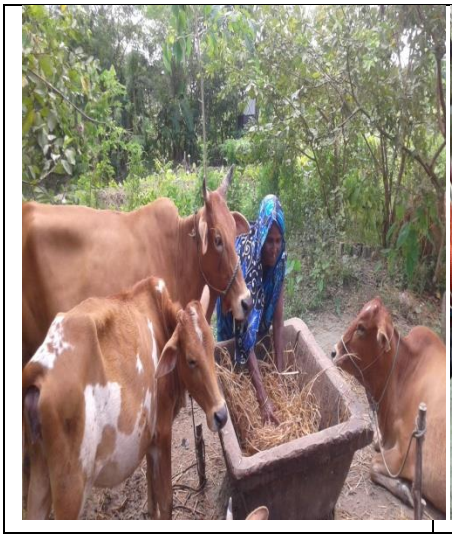

| | | |
|---|---|---|
| চর ক্লার্ক শাখার আওতায় ফাল্গুনী মহিলা উন্নয়ন সমিতির পারুল বেগম বুনিয়াধি ঋণ গ্রহন করে বাস্তবায়িত মডেল আইজিএ গাভী পালন। | ছাগলের ভ্যাকসিন প্রদান করা হচ্ছে। | চর ক্লার্ক শাখার আওতায় চপর বানু উজ্জীবিত বাড়ীর অনুদান দিয়ে দোতলা ঘরে মুরগী পালন করে পারিবারিক চাহিদা মিটিয়ে বাজার বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করেন। |

## অকৃষি স্ব-কর্মসংস্থান ভিত্তিক কার্যক্রম:

প্রকল্পের অকৃষি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে বর্তমান অর্থ বছরে ১০০ জন সদস্যকে এবং এই পর্যন্ত ২৫০ জন নারী সদস্যকে ৩০ দিন ব্যাপি সেলাই প্রশিক্ষণ শেষে মেশিন দেওয়া হয়। তার মধ্যে স্কুল পড়ুয়া ৫০ জন ছাত্রীকে বিশেষায়িত ব্যাচ হিসেবে প্রশিক্ষন প্রদান করে তাদের স্কুল ঝরে পড়া রোধ করা হয়েছে। ৪৬ জন স্কুল ঝরে পড়া মেয়েকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আয়মূল কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। পুনরায় স্কুল ভর্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। ৪৩ জন সদস্যের মেয়েকে দক্ষ জনশক্তি তৈরী করার কারণে যৌতুক বিহীন বিবাহ দিতে সক্ষম হয়েছেন। বাকী সদস্যদের মধ্যে বেশির ভাগ সদস্য বিধবা, তালাক প্রাপ্ত,স্বামী পরিত্যাক্তা ৪৮ জন সদস্য প্রশিক্ষণ গ্রহন করে নিজে বাড়িতে দোকান দিয়ে যখন আয় করছে তখন স্বামীরা পুনরায় তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়েছে। স্বামী স্ত্রী সুখের সংসার করছে। ৩ মাস ব্যাপি হাতে কলমে ইলেক্ট্রিক হাউজ ওয়ারিং ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বেকারত্ব দূর সহ মাসিক বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে এতে করে তাদের ছেলে মেয়ের পড়া লেখা ও চিকিৎসা সমস্যা থেকে নিজেরা স্বাবলম্বী হয়ে জীবন যাপনের মান উন্নয়ন করছে।

| ক্রমিক | কার্যক্রম বিবরণ | বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন | | ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | ব্যাচ/সংখ্যা/পরিমাণ | প্রশিক্ষণার্থী/ উপকারভোগী জন |
| ১ | ইলেক্ট্রিক হাউজ ওয়ারিং | ১ | ১ | ১ | ১০ |
| ২ | সেলাই প্রশিক্ষণ | ৩ | ৩ | ১০ | ২৫০ |
| ৩ | ক্রিস্টল পাথর দিয়ে ব্যাগ ও শো- পিচ তৈরী | ১ | ১ | ১ | ২৫ |
| ৪ | ব্লক বাটিক প্রশিক্ষণ | - | - | ৩ | ৭৫ |
| ৫ | বাঁশ বেত | - | - | ১ | ২৫ |

আলীপুর শাখার আওতায় শাহপুর মহিলা উন্নয়ন সমিতির রুপা আক্তার ক্রিস্টেল পাথর দিয়ে ব্যাগ ও শো-পিচ তৈরী করে বিক্রি করে এখন সে সাবলম্বী।

বয়ারচর শাখার আওতায় পালকী মহিলা উন্নয়ন সমিতির কয়েকজন সদস্য ওমানিয়া টুপি তৈরী করেন।

**সম্পদ স্থানান্তর ও সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম :**

বুনিয়াদি ১২ টি শাখায় ৩৮৪ দলের মধ্যে স্বাস্থ্য পুষ্টি ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক ২৪১০ টি সেশন পরিচালনা করা হয়েছে। এতে করে রোগ বালাই বিশেষ করে ডায়রিয়া, আমাশা এবং অপুষ্টি জনিত সমস্যা থেকে অনেকাংশে মুক্তি পেয়েছে। ১০০০ পরিবারের মধ্যে টিপি টেপ ব্যবহারের সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে অভ্যাস পরিবর্তন করা হয়েছে। সামাজিক সচেতনতার জন্য ৩টি কমিউনিটি ইভেন্ট আয়োজন করা হয়। কিশোরীদের স্বাস্থ্য পুষ্টি এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও বয়:সন্ধিকালে করনীয় বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য ৫ টি কিশোরী ক্লাব গঠন করা হয়েছে। ৩ টি প্রাথমিক ৩ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্কুল ফোরাম তৈরী করা হয়েছে। প্রতি মাসে একটি করে সেশন পরিচালনা করা হয়েছে। ১২ জন অতিনাজুক সদস্যকে বিভিন্ন আয়মূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য ৮০০০ টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এই কর্মকান্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিবারের নতুন আয়ের সুযোগ তৈরী করা হয়েছে। এতে করে আর্থিক স্বচ্চলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

| ক্রমিক | কার্যক্রম বিবরণ | বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন | | ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | ব্যাচ/সংখ্যা/পরিমাণ | প্রশিক্ষণার্থী/ উপকারভোগী জন |
| ১ | অতিনাজুক সদস্যদের আইজিএ স্থাপন | ১২ টি | ১২ টি | ৫৬ টি | ৫৬ |
| ২ | অতিনাজুক সদস্যদের আইজিএ স্থাপন ( কেঁচো সার) | ৫০ | ৫০ | ১৫০ | ১৫০ |
| ৩ | কোয়েল পালন | ২৫ | ২৫ | ২৫ | ২৫ |
| ৩ | কমিউনিটি ইভেন্ট আয়োজন (সামাজিক সচেতনতা) | ৩ টি | ৩ টি | ৫ টি | ৪৭০ |
| ৪ | স্বাস্থ্য পুষ্টি ও সামাজিক সচেতনতা বিষয়ক সেশন | ২৪০০ টি | ২৪১০টি | ২৫৫০ টি | ৪৯১৯৭ |

১) হাতিয়া বাজার শাখার আওতায় আদর্শগ্রাম মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্কুল ফোরামের কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর হাতে পুরস্কার তুলেদিচ্ছেন প্রকল্প সমন্বয়কারী ও স্কুল প্রধান শিক্ষক। ২) প্রাথমিক বিদ্যালয় স্কুল ফোরামে ক্লাস রুটিন বিতরণ করেন প্রোগ্রাম অফিসার সোস্যাল। ৩) পূর্বচরবাটা শাখার আওতায় ৮ই মার্চ আন্তজাতিক নারী দিবস এর র‍্যালি। উপস্থিত আছেন প্রকল্প কর্মকর্তা এবং উপকারভোগী নারী।

**প্রকল্প : সমৃদ্ধি কর্মসূচি**

দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে অনুন্নত এলাকা সমূহে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পি.কে.এস.এফ) ও সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা এর অর্থায়নে দরিদ্র পরিবার সমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আগস্ট-২০১৪ ইং থেকে জুন'২০১৭ পর্যন্ত (২ বছর ১১ মাস ) নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ৮ নং চর এলাহী ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির কার্যক্রম সংস্থা সফলতার সহিত পরিচালনা করছে । কর্মসূচীর আওতায় পরিবার ভিত্তিক ল্যাট্রিন স্থাপন, সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘর নির্মাণ , কমিউনিটি ভিত্তিক ল্যাট্রিন স্থাপন, নলকূপ ও সাঁকো স্থাপন করা হয়েছে । ভিক্ষাবৃত্তি নিরসনে এখন পর্যন্ত ৪ জন মহিলা ভিক্ষুককে পূর্নবাসন করে

উদ্যমী সদস্য হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে । সমৃদ্ধি কার্যক্রমের ফলে চর এলাহী ইউনিয়নের মানুষ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে আগের তুলনায় অনেক সচেতন হয়েছে । বৈকালিক স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রমের ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে । ২০১৬-১৭ অর্থবছরের কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিবরণ সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে প্রদান করা হল ।

## পিকেএসএফ কর্মকর্তার ভিজিট ঃ

গত ১৬ জানুয়ারী ২০১৭ ইং তারিখে পিকেএসএফ এর সম্মানীত চেয়ারম্যান মহোদয় সহ একটি টিম চর এলাহী সমৃদ্ধি কর্মসূচির কার্যক্রম ভিজিট করেন । তাঁরা সমৃদ্ধি কর্মসূচির বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানসহ সকল সদস্য,উপজেলা চেয়ারম্যান ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় সকল উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময় সভা করেন ।প্রকল্প থেকে তারা কি কি সুবিধা পাচ্ছে এবং আর কি ধরনের সুযোগ-সুবিধা দরকার তা নিয়ে সদস্যদের সাথে আলোচনা করেন এবং প্রকল্পের কার্যক্রম দেখে তাঁরা সন্তোষ প্রকাশ করেন ।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির চর এলাহী ইউনিয়ন পরিষদে মত বিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন পিকেএসএফ এর সম্মানীত চেয়ারম্যান জনাব ড. খলীকুজ্জমান আহমদ

সমৃদ্ধি কর্মসূচির চর এলাহী ইউনিয়ন পরিষদে মত বিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন পিকেএসএফ এর সম্মানীত **উপ-ব্যবস্থাপনা** পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন।

## প্রকল্পের কর্মএলাকা ও উপকারভোগী তথ্য:

নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ৮ নং চর এলাহী ইউনিয়নে বসবাসকারী সকল খানা ভিত্তিক পরিবার সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাভুক্ত । তার মধ্যে পিছিয়ে থাকা পরিবার গুলোর স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুষ্টিতে দরিদ্রদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করা বিশেষতঃ নারী ও শিশুদের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া । অভিষ্ট উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা ৬৯২৫টি পরিবার।

| ক্রমিক | জেলার নাম | উপজেলা নাম | ইউনিয়ন নাম | গ্রামের সংখ্যা | শাখার সংখ্যা | উপ:ভোগী পরিবার সংখ্যা | উপকারভোগী পরিবারের জনসংখ্যা | | | শাখার নাম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | পুরুষ | মহিলা | মোট | |
| ১ | নোয়াখালী | কোম্পানীগঞ্জ | ৮ নং চর এলাহী | ১০ টি | ১ | ৬৯২৫ | ১৬২৫০ | ১৬৮৭০ | ৩৩১২০ | চর এলাহী |
| | | | | | | | | | | |

## প্রকল্প কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন চিত্র:

**স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম :**

প্রত্যন্ত চরাঞ্চলের জনগোষ্ঠী স্যানিটেশনের অভাবে এবং হাইজিন প্র্যাকটিস না করার কারণে প্রায় সারা বছর ডায়রিয়াসহ নানা ধরনের রোগে ভুক্তো। চরাঞ্চলের মানুষের ওর-স্যালাইন, কৃমি নাশক ট্যাবলেট,আয়রন ট্যাবলেট, পুষ্টিকণা কিনে খাওয়ার সামর্থ না থাকায়

সমৃদ্ধি কর্মসূচী প্রকল্প এলাকায় কৃমি নাশক ট্যাবলেট, আয়রন ট্যাবলেট এবং পুষ্টিকণা (৬ মাস থেকে ৫ বৎসর বয়সী শিশুর জন্য) বিতরণ করা হয়। প্যাকেট স্যালাইন, ঘরে বসে তৈরী ওর স্যালাইন খাবার ও হাইজিন বিষয়ক মোটিভেশনে অভ্যাস হওয়ার ফলে উপকারভোগী পরিবারে ডায়রিয়ার প্রকোপ অনেক কমে এসেছে।

<table>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>খানা পরিদর্শন কালে স্বাস্থ্য পরিদর্শক ব্লার্ড প্রেশার চেক করছেন</td>
<td>স্যাটেলাইট ক্লিনিকে রোগী দেখছেন ডাঃ তওফিকুল আলম (এমবিবিএস,বিসিএস)</td>
<td>স্বাস্থ্য ক্যাম্পে রোগী দেখছেন ডা ঃ আব্দুর রহিম (এমবিবিএস,বিসিএস,পিজিটি (মেডিসিন)</td>
<td>বিশেষ চক্ষু ক্যাম্পে রোগী দেখছেন বিশেষজ্ঞ ডাঃ উত্তম কুমার</td>
</tr>
</table>

সংস্থার কর্মএলাকার গর্ভবতী, প্রসূতী ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের স্বাস্থের উন্নয়নে ১৪ জন প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য পরিদর্শক সেবা প্রদান করছে । এছাড়াও শিশুর পুষ্টি ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা , সর্বস্তরের মানুষের সাধারন রোগসমূহ বিষয়ে সেবা দেওয়ার জন্যে বর্তমানে রয়েছে ২ টি স্টাটিক ক্লিনিক, ০২ জন সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (ডিএমএফ ডাক্তার) ও বিশেষ রোগের রোগীদের জন্য রয়েছে ০১ জন মেডিকেল অফিসার(এমবিবিএস ডাক্তার)। স্টাটিক ক্লিনিক সমূহে সার্বক্ষণিক সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা চর এলাকার উপকারভোগী জনগোষ্ঠীকে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে । এ পর্যন্ত স্টাটিক ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকে প্রকল্পের উপকারভোগী পরিবারের ১৪৬২৭ জন রোগী চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেছে। এছাড়া স্বাস্থ্য ক্যাম্পে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মাধ্যমে ৮৬৬ জন জটিল ও দীর্ঘমেয়াদী রোগীদের চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেছে । চক্ষু ক্যাম্পের মাধ্যমে ৬৫৪ জন রোগীর চিকিৎসা সেবা প্রদান কারা হয়েছে ও এপর্যন্ত ৬৬ জন রোগীকে বিনামূল্যে ছানি অপারেশন করা হয়েছে । স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা আরো জোরদারের নিমিত্তে স্বাস্থ্য পরিদর্শক দ্বারা সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তার উপস্থিতিতে প্রকল্প এলাকায় ১৬৩৪ টি ওরিয়েন্টেশান (উঠান বৈঠক) করা হয়েছে।

| ক্রমিক | কার্যক্রম বিবরণ | বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| | | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | |
| ০১ | কৃমির ট্যাবলেট বিতরণ | **৩৫৬০০** | **৩৫৬০০** | |
| ০২ | আয়রন ট্যাবলেট বিতরণ | ৩১৪০০ | ৩১৪০০ | |
| ০৩ | পুষ্টিকণা বিতরণ | **৯৯৩০** | **৯৯৩০** | |
| ০৪ | ক্যালসিয়াম ঔষধ বিতরণ | ৪৯০০ | ৪৯০০ | |

| ক্রমিক | কার্যক্রম বিবরণ | বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| | | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | |
| ১ | স্বাস্থ্য কার্ড বিক্রয় | ২৫০০ | ১২০৩ | |
| ২ | স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন | ৯৬ | ৯৬ | |
| ৩ | স্যাটেলাইট ক্লিনিকে সেবা গ্রহণকারী | ২৪০০ | ২৩৫৬ | |
| ৪ | স্ট্যাটিক ক্লিনিক আয়োজন | ৩৮৪ | ৩৬৪ | |
| ৫ | স্ট্যাটিক ক্লিনিকে সেবা গ্রহণকারী | ৩৮৪০ | ৩৮২২ | |
| ৬ | স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন | ৪ | ৪ | |
| ৭ | স্বাস্থ্য ক্যাম্পে সেবা গ্রহণকারী | ৬০০ | ৫১৯ | |
| ৮ | বিশেষ চক্ষু ক্যাম্প আয়োজন | ১ | ১ | |
| ৯ | চক্ষু ক্যাম্পে সেবাগ্রহণকারী | ১৫০ | ১৯৪ | |
| ১০ | ছানি অপারেশন | ১৫ | ১৫ | |
| ১১ | ডায়াবেটিস পরীক্ষা করা হয়েছে | - | ৪৯১ | |
| ১২ | উঠান বৈঠক আয়োজন | ৬৭২ | ৬৬১ | |

## শিক্ষা কার্যক্রম ঃ

বর্তমানে চর এলাহী ইউনিয়নে ৩৫ জন স্থানীয় শিক্ষিকার দ্বারা পরিচালিত মোট ৩৫ টি "বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে" ৯৩২ জন ছাত্র-ছাত্রী (প্রথম শ্রেণি ও দ্বিতীয় শ্রেণি) পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে শুক্রবার বাদ দিয়ে প্রতিদিন বিকেল ৩ ট থেকে ৫ টা পর্যন্ত প্রতিদিন ২ ঘন্টা করে পাঠদান করা হচ্ছে। এছাড়াও মাসিক ভিত্তিতে অভিভাবক সভা আয়োজন করার মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে ঝড়ে পড়া রোধকরণসহ শিক্ষা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এর ফলে ওই এলাকায় শিশুদের শিক্ষাকেন্দ্র হতে ঝড়ে পড়ার হার ব্যাপকভাবে কমেছে এবং শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার মান উন্নত হয়েছে।

পিকেএসএফ এর সম্মানীত চেয়ারম্যান জনাব ড. খলীকুজ্জমান আহমদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো: জসীম উদ্দিন, সমৃদ্ধি কর্মসূচির টীম লিডার জনাব মো: মশিউর রহমান ও পিকেএসএফ টীম চরএলাহী সমৃদ্ধি কর্মসূচির বৈকালিক স্কুল পরিদর্শন করেন।

বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র পরিদর্শনকালে পিকেএসএফ এর সম্মানীত চেয়ারম্যান জনাব ড. খলীকুজ্জমান আহমদ পাশে তাঁর সহধর্মিনী ও অন্যান্যদের সাথে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: রুহুল মতিন ।

| ক্রমিক | কার্যক্রম বিবরণ | বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| | | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | |
| ১ | চলমান শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা | ৩৫ | ৩৫ | |
| ২ | ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | ১০৫০ | ৯৩২ | |
| ৩ | অভিভাবক সভা আয়োজন | ৪২০ | ৪২০ | |

## স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা স্থাপন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উন্নয়ন ঃ

প্রকল্প কার্যক্রম পূর্ব সময়ে চরাঞ্চলের জনগনের স্যানিটেশান পরিস্থিতি খুবই নাজুক ছিল । এলাকা বিস্তৃতি অনুযায়ী খুবই সীমিত নিরাপদ পানির উৎস ও উৎসের দূরত্ব বেশি হওয়ার কারণে তারা পুকুর অথবা নদীর পানি পান করত। নতুন চরে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিনের সুযোগ সুবিধা না থাকায় যত্রতত্র মল ত্যাগ করতো। ফলে তারা বিশেষ করে শিশুরাই প্রায়শই ডায়রিয়া, আমাশয়, জন্ডিজ সহ নানা রকম রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হত। প্রকল্পের শুরু থেকে স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন স্থাপন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সমিতির সভায় লেট্রিন স্থাপন ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ব্যবহার সম্পর্কে লেট্রিন প্রাপ্ত উপকারভোগী সদস্যদের সচেতন করা হয়েছে। উপকারভোগী পরিবারের সকল সদস্য সচেতনভাবে স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে পায়খানা ব্যবহার করছে। প্রকল্প এলাকার সকল উপকারভোগী পরিবার স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা আওতায় আসবে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৮ নং চর এলাহী ইউনিয়নে ১,২,৩,৪,৫ ও ৭ নং ওয়ার্ডে ১০০ সেট (৫টি

রিং,১ টি স্লাব,১ টি ঢাকনা,১ টি সাইফুন,১ টি গ্যাস পাইপ, ১ টি ডেলিভারী পাইপ) পরিবারভিত্তিক স্যানেটারী ল্যাট্রিন ১০০ জন হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরন করা হয় ।

| ক্রমিক | কার্যক্রম বিবরণ | বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| | | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | |
| ১ | পরিবার ভিত্তিক স্যানেটারী লেট্রিন বিতরণ | ১০০ | ১০০ | |

১) পরিবার ভিত্তিক লেট্রিন বিতরণ উদ্বোধন করছেন সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার সহকারী পরিচালক মোঃ সাইফুল ইসলাম ও চর এলাহী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুর রাজ্জাক । ২) হতদরিদ্র পারভীন আক্তারকে বিতরণকৃত পরিবার ভিত্তিক স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন ।

**□□□□□□□ পুনর্বাসনঃ**

□□□□□□□ নুর জাহান ও ছালেহা বেগমকে □□□□□□□□□ □□□□□□□□ প্রত্যেককে ১ ,০০,০০০ (এক□□□□) টাকার মধ্যে নিজ বাসস্থান ,□□□□□□□ একটি □□□□, □□□ ঘর □□□□□□□, খাদ্য পাত্র, □□ু□□□□□, □□□□-□□□□□ ও □□□□□, ভ্যানগাড়ী , বাইসাইকেল ও ফেরী ব্যবসার মালামাল □□□□ □□□□□□□□□ □□□ হয় । এখন গরুর দুধ, হাঁস-মুরগীর ডিম, ভ্যানগাড়ী ভাড়া ও ফেরী মালামাল বিক্রি করে তারা □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□।

আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের সাথে উদ্যামী সদস্য নুর জাহান

আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের সাথে উদ্যামী সদস্য ছালেহা বেগম

**সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘর নির্মাণ :**

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৬ টি কেন্দ্র ঘরের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে । সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘরে সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য কার্যক্রম , শিক্ষা কার্যক্রম, ওয়ার্ড সমন্বয় সভাসহ যুব সমাজের উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ ও স্থানীয় বিচার/শালিস কার্যক্রম চলমান রয়েছে ।

২ ওয়ার্ড সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘর

৭ নং ওয়ার্ড সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘর

**যুব প্রশিক্ষণ ঃ**

চর এলাহী ইউনিয়নের ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে "যুব সমাজের আত্ন উপলব্ধি , নেতৃত্ববিকাশ ও করণীয় নির্ধারণ " শীর্ষক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ।

স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার এবং বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করার জন্য যুবকদের উৎসাহিত করা । বাল্যাবিবাহ ,বহুবিবাহ,যৌতুক,এসিড নিক্ষেপ ইত্যাদি প্রতিরোধে যুবকদের উৎসাহিত করা । ইউনিয়নের ওয়ার্ড পর্যায়ে নারী এবং শিশু নির্যাতন দমনের বিষয়ে যুবকদের সচেতন করা । উক্ত ওয়ার্ডে এ সময়ে চুরি ,ডাকাতি ,ছিনতাই,অপহরণ,এর সংখ্যা পর্যবেক্ষণ ও তা রোধে প্রয়োজনীয় করণীয় ঠিক করা । এলাকার উন্নয়নে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সহযোগীতা করা ।এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নে যুবকদের উৎসাহিত করা । মাদক বিরোধী গণসচেতনতা তৈরীতে ভূমিকা রাখা ।পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা থাকার বিষয়ে যুবকদের উদ্বুদ্ধ করা এবং গণসচেতনতা সৃষ্টি করা । ইউনিয়নে সামাজিক বনায়ন এবং বৃক্ষ নিধন রোধে প্রয়োজনীয় কাজ করা ।যুবকদের মধ্যে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ উন্নয়নে ভূমিকা রাখা । এলাকার বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান , চাকুরীর সুযোগ এবং আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা ও মতামত প্রদান করা । বৃদ্ধদের সমস্যাগুলো খুঁজে বের করা এবং এ বিষয়ে প্রয়োজণীয় মতামত উপস্থাপন করা ।

৮ নং ওয়ার্ড ২ দিন ব্যাপী যুব প্রশিক্ষণের উদ্ভোধন করেন সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোঃ রুহুল মতিন ।

৯ নং ওয়ার্ড ২ দিন ব্যাপী যুব প্রশিক্ষণের উদ্ভোধন করেন সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার প্রধান ঋণ সমন্বয়কারী মোঃ সামসুল হক ।

## ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা ঃ

| ক্রঃ নং | কার্যক্রম | বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা | ক্রঃ নং | কার্যক্রম | লক্ষ্যমাত্রা |
|---|---|---|---|---|---|
| **ক.স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম:** | | | **গ.ঋণ কার্যক্রম:** | | |
| ১ | স্বাস্থ্যকার্ড বিক্রয় | ২৮০০ | ১ | পিকেএসএফ থেকে ঋণ গ্রহণ | ১,১০,০০০০০ |
| ২ | স্যাটেলাইট ক্লিনিক | ৯৬ | ২ | গৃহীত ঋণ মাঠ পর্যায়ে বিতরণ | |
| ৩ | স্ট্যাটিক ক্লিনিক | ৩৮৪ | **ঘ. প্রশিক্ষণ/সভা/সেমিনার কার্যক্রম** | | |
| ৪ | স্বাস্থ্য ক্যাম্প | ৪ | ১ | সমৃদ্ধি ওয়ার্ড সমন্বয় সভা | ৯৯ |
| ৫ | বিশেষ চক্ষু ক্যাম্প | ১ | ২ | ইউনিয়ন সমন্বয় সভা | ২ |
| ৬ | স্যাটেলাইট ক্লিনিকে রোগী উপস্থিত | ২৪০০ | ৩ | যুব প্রশিক্ষণ/ওরিয়েন্টেশন | ৫ |
| ৭ | স্ট্যাটিক ক্লিনিকে রোগী উপস্থিত | ৩৮৪০ | ৪ | বিশেষ সঞ্চয় | ৫ |
| ৮ | স্বাস্থ্য ক্যাম্পে রোগী উপস্থিত | ৬০০ | ৫ | কেঁচো সার | ২৫ |
| ৯ | বিশেষ চক্ষু ক্যাম্পে রোগী উপস্থিত | ১৫০ | ৬ | বন্ধচুলা ও সোলার | ৩৬০ |
| ১০ | সমন্বয় সভা আয়োজন | ১২ | **ঙ.কমিউনিটি ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম** | | |
| ১১ | উঠান বৈঠক | ৬৭২ | ১ | জীবিত বাসক গাছ | ৬০০ |
| ১২ | হাত ধোয়া কার্যক্রম | শতভাগ | **চ. বিশেষ কার্যক্রম** | | |
| ১৩ | সাজনা ও লেবু গাছ | ১২০০ | ১ | সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘরের আসবাবপত্র | ৬ |
| **খ.শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম** | | | ২ | সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘরের লেট্রিন | ৬ |
| ১ | শিক্ষা কেন্দ্রে ছাত্র/ছাত্রী গড় উপস্থিতি | ৯৫% | ৩ | সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘরের নলকূপ | ৬ |
| ২ | কেন্দ্র প্রতি অন্তর্ভুক্ত ছাত্র/ছাত্রী | ২৫-৩০ | ৪ | ভিক্ষুক পূনর্বাসন | ২ |
| ৩ | ফি আদায়(নুন্যতম) | ২১০০০০ | ৫ | পরিবার ভিত্তিক স্যানিটারী লেট্রিন স্থাপন | ১০০ |
| ৪ | ব্ল্যাকবোর্ড | ১৪ | **ছ. অন্যান্য কার্যক্রম** | | |
| ৫ | সাইনবোর্ড | ২১ | ১ | সমৃদ্ধি বাড়ি | ১০ |
| ৬ | ফ্লিপ চার্ট | ৩৫ | | | |
| ৭ | হাজিরা রেজিষ্টার | ৩৫ | | | |
| ৮ | ঝরে পড়া ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা | ০% | | | |
| ৯ | অভিভাবক সভা | ৪২০টি | | | |

## কর্মসূচি : সাগরিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টার

সাগরিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টার কার্যক্রম মূলত ২০১১ সন থেকে শুরু করা হয় । সংস্থার কর্মএলাকার দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন, চিকিৎসা সেবা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ, নিরাপদ প্রসব ও নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এই সেন্টারে ও মাঠ পর্যায়ে স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের দ্বারা দরিদ্র ও অতিদরিদ্র সমিতির সদস্য পরিবারকে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্প কার্যক্রমে সংস্থার কর্মএলাকার প্রত্যন্ত গ্রামে স্বাস্থ্য সেবিকা ও ধাত্রী উন্নয়নের মাধ্যমে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সমস্যা সমূহের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে কমিউনিটি পর্যায়ে উঠান বৈঠক ও পরিবার পরিদর্শনের মাধ্যমে পরিবার পর্যায়ে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ডক্টর্স চেম্বারের চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি সীমিত খরচে ক্লিনিকে প্যাথলোজি সেবাও প্রদান করা হচ্ছে। সংস্থার সমিতিভূক্ত পরিবারের সদস্যবৃন্দ ও এলাকার জনগোষ্ঠী অল্প খরচে স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক পরামর্শ পাচ্ছে। ফলে এলাকার জনগোষ্ঠী ও সমিতিভূক্ত পরিবার সমূহের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে উন্নতি সাধিত হচ্ছে।

সেবা প্রদান প্রক্রিয়া :

- সংস্থার সমিতিভূক্ত উপকারভোগী সদস্যগণ বার্ষিক ১২০/- ফি দিয়ে স্বাস্থ্য কার্ডভূক্ত হয়ে ১ বছর পরিবারের সকল সদস্যদের চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারে।
- সংস্থার উপকারভোগী সদস্যদের মধ্যে এখনও যারা স্বাস্থ্য কার্ডভূক্ত হয়নি এমন সদস্যগণ শুধুমাত্র ৫০/- ফি দিয়ে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারে।
- সংস্থার সদস্য নয় এমন কোন ব্যক্তি ১৫০/- ফি প্রদান করে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারে।
- সংস্থার সদস্য নয় এমন হতদরিদ্র পরিবারের সদস্যগণ বিশেষ সুবিধা নিয়ে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারে।
- স্বল্প খরচে নির্ভরযোগ্য প্যাথলজি সেবা গ্রহণ করতে পারে।

ডা: আবদুর রহিম (মেডিসিন) চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন

ডাঃ সুমা রাণী কর (গাইনী ) চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন

সেন্টারের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সেবা কার্যক্রম অর্জিত তথ্য: (২০১৬-১৭)

| ক্রমিক | কার্যক্রম বিবরণ | বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা | বার্ষিক অর্জন | বার্ষিক অর্জন হার | ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন |
|---|---|---|---|---|---|
| | **বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কর্তৃক চিকিৎসা সেবা প্রদান** | | | | |
| ১ | মেডিসিন (নবজাতক শিশু এবং দুগ্ধপানকারী শিশু) | ১০০০ | ৩৮৬ জন | ৩৯% | ২৭৭৬ জন |
| ২ | গাইনী মহিলা (জরায়ু সমস্যা, গর্ভবতী, প্রসব) | ১২০০ | ৭৪৫ জন | ৬২% | ২৫৩৫ জন |
| ৩ | সার্জারী (বাতব্যাথা, ও অর্থপেডিকস) | ৫০০ | ৫৭৬ জন | ১৫২% | ২২৯৪ জন |
| | **প্যাথলজি সেবা প্রদান** | | | | |
| ৪ | প্রতিরোধযোগ্য টীকা (হেপাটাইটিস বি, কুকুরে কামড়ের ভ্যাকসিন) | ১০০ | ১০৬ জন | ১০৬% | ২০৪ জন |
| ৫ | রক্ত পরীক্ষা (জন্ডিস, টাইফয়েড় জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, রক্তস্বল্পতা, ডায়াবেটিস, গ্যাস্টিক আলসার, যৌনবাহিত রোগ, বাতব্যাথা, চর্বি জাতীয়, এলার্জি, কিডনী সমস্যা,) | ১০০০ | ১৫২০ জন | ১৫২% | ২২৭১ জন |
| ৬ | প্রস্রাব পরীক্ষা (প্রস্রাবে ইনফেকশন, প্রস্রাবে ডায়াবেটিস, এ্যালবুমিন, ) | ৫০০ | ৪৫০ জন | ৯০% | ৭০৫ জন |
| ৭ | আল্ট্রাসনোগ্রাফী | ২৫০ | ১৮০জন | ৭২% | ১৮০ জন |
| ৮ | ই.সি.জি | - | ০৬জন | - | ০৬ জন |
| | মোটঃ | | ৩৯৬৯ জন | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| ডাঃ সুমা রাণী কর (গাইনী ) আল্ট্রাসনোগ্রাফী পরীক্ষা করছেন | প্যাথলজী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে | সরকারি ইপিআই টিকা দান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে |

## ইপিআই কেন্দ্র (সম্প্রসারিত টীকা দান কর্মসূচি) :

সাগরিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে একটি স্থায়ী টীকা দান কেন্দ্র পরিচালনা করা হয়। সরকারের সম্প্রসারিত টীকা দান কর্মসূচির আওতায় সমাজের দরিদ্র মানুষের বিশেষ করে নারী ও শিশুদের টীকা গ্রহণের সুবিধার্থে এই টীকা কেন্দ্র পরিচালনা করা হচ্ছে। টীকা দান কেন্দ্র প্রতি মাসে ১দিন সকাল ৯টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত শিশুদের ৬টি রোগের এবং গর্ভবতী মা সহ ১৫ বছরের উর্ধ্বে এবং ৪৫ বছর পর্যন্ত নারী ও কিশোরীদের টিটি টীকা দেয়া হয়। এছাড়াও সরকারের এনআইডি কর্মসূচি এ কেন্দ্রে সরকারী নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছে। এনআইডি কর্মসূচিতে সংস্থার কর্মএলাকা সমূহের প্রত্যন্ত এলাকায় টীকা ও লজিস্টিক্স উপকরণ সরবরাহ ও সরকারী কর্মকর্তাদের মনিটরিং কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

## পরবর্তী বছরের চিকিৎসা সেবা প্রদানের পরিকল্পনা (২০১৭-২০১৮) ঃ

| ক্রমিক | সেবার ধরন | বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা |
|---|---|---|
| | বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কর্তৃক চিকিৎসা সেবা প্রদান্ | |
| ১ | মেডিসিন (নবজাতক শিশু, দুগ্ধপানকারী শিশুসহ সকল বয়সী রুগী, সার্জারী বাতব্যাথা ও অর্থপেডিকস)) | ৫০০ জন |
| ২ | গাইনী (জরায়ু সমস্যা, গর্ভবতী, প্রসব) | ১০০০ জন |
| ৩ | চক্ষু | ২৪০ জন |
| | প্যাথলজি সেবা প্রদান | |
| ১ | প্রতিরোধযোগ্য টীকা (হেপাটাইটিস বি,) | ১০০ জন |
| ২ | কুকুরে কামড়ের ভ্যাকসিন (র‍্যাবিক্স বিসি) | ১০০ জন |
| ৩ | রক্ত পরীক্ষা | ১৫০০ জন |
| ৪ | প্রস্রাব পরীক্ষা | ৫০০ জন |
| ৫ | আল্ট্রাসনোগ্রাফী | ৪০০ জন |
| ৬ | ইসিজি | ৫০ জন |

## প্রকল্প: সমন্বিত বীমা উন্নয়ন সেক্টর প্রজেক্ট (ক্ষুদ্র ঋণ ও স্বাস্থ্যবীমা)
## Developing Inclusive Insurance Sector Project (DIISP)

২০১৪ সনে ২টি শাখায় প্রকল্প কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতে পিকেএসএফ-এর আর্থিক সহায়তায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। বর্তমানে সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা ফি-এর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সংস্থার সমিতিভূক্ত দরিদ্র মানুষকে স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং মানসম্মত ও সহজলভ্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা। সংস্থার ২টি শাখায় যথাক্রমে চরবাটা ও চর আমানুল্যা শাখায় ২জন মেডিকেল এ্যাসিস্টন্ট সমিতির সভায় অংশগ্রহণ করে সদস্যবৃন্দের ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের স্বাস্থ্যগত তথ্য রেকর্ডভূক্ত করা হয়। সমিতির সভায় সদস্যদের স্বাস্থ্য ও রোগব্যাধী সম্পর্কে সচেতনতামূলক পরামর্শ দেওয়া হয়। সদস্যদের প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। বিশেষ করে গর্ভবতী, প্রসুতী মা ও শিশুদের নিয়মিত খোজখবর রাখা হয় ও প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া

হয়। শাখা অফিসে অবস্থিত স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে সদস্যদের নিয়মিত প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা হয়। জটিল রোগীদের সাগরিকা কমিউনিটি ক্লিনিক, উপজেলা ও জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। এর ফলে সদস্যদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে ও পরিবারের সদস্যদের শারিরীক সুস্থ্যতা নিশ্চিত হচ্ছে।

## কর্মএলাকা ও উপকারভোগীর বিবরণ :

নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলার সংস্থার চরবাটা ও চরআমানুল্যাহ এই ২টি শাখার চরবাটা, চর আমানুল্যাহ, পূর্বচরবাটা ও চরক্লার্ক ৪টি ইউনিয়ন, চরমহিউদ্দিন শাখার ১টি ইউনিয়ন, ধানসিঁড়ি শাখার ৩টি ইউনিয়ন, লক্ষীপুর জেলার রামগতি উপজেলায় চৌধুরীর হাট শাখার ৩টি ইউনিয়নে শাখা সমূহের সমিতির সদস্য ও ঋণী পরিবারের মধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে । ২ জন প্যারামেডিক সাগরিকা কমিউনিটি ক্লিনিকে মাসিক রোষ্টারের ভিত্তিতে ক্লিনিকে আগত রুগীদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের দায়িত্ব পালন করছে।

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট সমিতি পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ে মোটিভেশন দিচ্ছেন।</td>
<td>মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট সমিতি পর্যায়ে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা দিচ্ছেন।</td>
</tr>
</table>

## শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচি:

২০১২ সন থেকে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় এবং সংস্থার মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচির আওতায় ২০১৩ সন থেকে সমিতির সদস্যভূক্ত দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। পিকেএসএফ ও সংস্থার শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচির তথ্য পৃথকভাবে নিম্নে বর্ণনা করা হল।

## পিকেএসএফ শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় প্রাপ্ত শিক্ষাবৃত্তির তথ্য:

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় ২০১২ সন থেকে সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত ঋণ কর্মসূচির উপকারভোগী অতিদরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছেলে-মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করছে। ২০১৬ সনে এসএসসি উত্তীর্ণ জিপিএ-৪.০০ থেকে জিপিএ ৪.৯৯ প্রাপ্ত ও এইচএসসি ২য় বর্ষে উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে জন প্রতি ১২ হাজার টাকা করে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। পিকেএসএফ থেকে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত বৃত্তির তথ্য নিম্নের সারণীতে প্রদান করা হল।

| ক্রমিক | শিক্ষার স্তর | এ বছরে প্রদত্ত বৃত্তির তথ্য | | | | শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিভূত | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ছাত্র | ছাত্রী | মোট ছাত্র-ছাত্রী | বৃত্তির মোট অর্থ | মোট ছাত্র-ছাত্রী | বৃত্তির মোট অর্থ | |
| ১ | এসএসসি/সমমান | ৩৩ | ১৭ | ৫০ | ৬০০০০০ | ১৫৭ | ২৪৮৭০০০ | |
| ২ | এইচএসসি ২ বর্ষে উত্তীর্ণ ও অধ্যয়নরত | ২৫ | ১৬ | ৪১ | ৪৯২০০০ | ৮৬ | ১৩০২০০০ | |
| ৩ | এইচএসসি উত্তীর্ণ ও পরবর্তী শ্রেণীতে অধ্যয়নরত | - | - | - | - | ৪ | ৬০০০০ | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | মোট | ৫৮ | ৩৩ | ৯১ | ১০৯২০০০ | ২৪৭ | ৩৮৪৯০০০ | |

প্রধান অতিথি জনাব সুব্রত কুমার দে, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), নোয়াখালী শিক্ষাবৃত্তি বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন।

বিশেষ অতিথি জনাব মো: হারুন অর রশীদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সুবর্ণচর, শিক্ষাবৃত্তি বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন

## সংস্থার অর্থায়নে শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচি:

সংস্থার মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচির আওতায় ২০১৩ সন থেকে সমিতির সদস্যভূক্ত দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। সংস্থার সমিতিভূক্ত দরিদ্র পরিবারের অনেক মেধাবী ছেলে-মেয়ে অর্থের অভাবে সময়মত শিক্ষা উপকরণ ক্রয় ও প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করতে পারে না। যার ফলে তারা ভালভাবে পড়ালেখা করতে পারে না। এই বঞ্চনার স্বীকার হয়ে অনেকে শিক্ষা জীবন থেকে ঝরে পড়ে। এক্ষেত্রে মেয়েরা শিক্ষা থেকে বেশি বঞ্চিত হয়। এধরনের একটু আর্থিক সুবিধা পেলে এই সব পরিবারের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা অব্যাহত রাখতে পারে ও মেধার বিকাশ ঘটিয়ে পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করে তাদের উন্নত জীবন গঠন করতে পারে। শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচীর শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিভূত বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য নিম্নের সারণীতে প্রদান করা হল।

| ক্রমিক | শিক্ষার স্তর | প্রতিবেদন বছরের তথ্য | | | | শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিভূত | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ছাত্র | ছাত্রী | মোট ছাত্র-ছাত্রী | মোট | মোট ছাত্র-ছাত্রী | মোট বৃত্তির অর্থ |
| ১ | এসএসসি/সমমান | ২৫ | ২৭ | ৫২ | ২৭২০০০ | ২৮৪ | ৬২০১০০ |
| ২ | জেএসসি/জেডিসি | ৩৩ | ৩২ | ৬৫ | ২৩৩০০০ | ২৯১ | ৫২৮০০০ |
| ৩ | পিএসসি | - | - | - | - | ১৮৫ | ২৪৭৫০০ |
| | মোট | ৫৮ | ৫৯ | ১১৭ | ৫০৫০০০ | ৭৬০ | ১৪১৫৬০০ |

২০১৬ সালের এসএসসি, জেডিসি ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সংস্থা ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তির অর্থ ও চেক বিতরণ অনুষ্ঠান ১৪ জুন' ২০১৭ খ্রি: তারিখে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। **প্রধান অতিথি জনাব সুব্রত কুমার দে, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), নোয়াখালী ও বিশেষ অতিথি জনাব মো: হারুন অর রশীদ,** উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সুবর্ণচর উপজেলা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বক্তাগণ সকলে শিক্ষাবৃত্তির জন্য সংস্থা ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর ভূঁয়সী প্রশংসা করেন ও ছাত্র-ছাত্রীদের সুশিক্ষায় আদর্শবান মানুষ হওয়ার আহবান জানান। ছেলে-মেয়েদের অনলাইনে মোবাইলের অপব্যবহার, মাদকাসক্তি ও যে কোন ধরনের জঙ্গী কর্মতৎপরতা থেকে মুক্ত থাকার এবং বাবা-মা সহ সমাজের সকল স্তরে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে **স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংস্থার** নির্বাহী পরিচালক **জনাব মো: রুহল মতিন ও সভাপতিত্ব করেন সংস্থার পরিচালনা পর্ষদ এর** সভাপতি জনাব **মোহাম্মদ মোনায়েম খান,** অধ্যক্ষ, সৈকত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। আলোচনা শেষে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও মেহমানবৃন্দের মাধ্যমে বৃত্তির চেক ও নগদ অর্থ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

পিকেএসএফ ও সংস্থার শিক্ষাবৃত্তি বিতরণ করছেন, ১) প্রধান অতিথি জনাব সুব্রত কুমার দে, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), নোয়াখালী, ২) বিশেষ অতিথি জনাব মো: হারুন অর রশীদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সুবর্ণচর উপজেলা ৩) সংস্থার পরিচালনা পর্ষদ এর সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মোনায়েম খান, অধ্যক্ষ, সৈকত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ।

## সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম :

সংস্থা প্রতিষ্ঠার শুরুতে হারিকেন ও চেরাগ জ্বালিয়ে রাত্রি বেলায় কিছু স্বেচ্ছা প্রণোদিত শিক্ষিত যুবকদের দ্বারা দরিদ্র ছাত্রদের কোচিং ক্লাশ দিয়েই মূলত সংস্থার সেবামূলক কার্যক্রম শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের বয়স্ক ও কিশোর-কিশোরী শিক্ষাসহ দাতা সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্ত-সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমন দুর্যোগ মোকাবেলা কার্যক্রম, নিরাপদপানি ও স্যানিটেশন, পারিবারিক ও সামাজিক বনায়ন, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা উপকরণ, পরীক্ষা ও রেজিস্ট্রেশন ফি, দু:স্থ অসুস্থ্যদের চিকিৎসা, দরিদ্র মেয়েদের বিবাহ দানে সহায়তাসহ প্রতিবছর বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম সংস্থা বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০১৬ সন থেকে সরকারের মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটী (এমআরএ) এর নির্দেশনা ও অনুমোদনের মাধ্যমে সংস্থা সুনির্দ্দিষ্ট কিছু সমাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করেছে। সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে সমাজের অতিদরিদ্র সদস্য ও তাদের পরিবার বর্গের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য মানবিক উন্নয়নমূলক বাস্তবায়িত কার্যক্রমের তথ্য নিম্নের সারণীতে প্রদান করা হল।

কবিতা আবৃত্তি করছে একজন প্রতিযোগী

একটি শিশু প্রতিযোগিতায় নৃত্য পরিবেশন করছে

একজন ছাত্রী প্রতিযোগিতায় গান পরিবেশন করছে।

| ক্রমিক | কর্মকান্ডের বিবরণ | প্রতিবেদন বছরে প্রদত্ত সহায়তার তথ্য | | | | শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিভূত | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মোট উপ:ভোগী | পুরষ | মহিলা | সহায়তার মোট অর্থ | মোট উপ:ভোগী | সহায়তার মোট অর্থ | |
| ১ | ভিক্ষুক পূনর্বাসন | ০৯ | ০ | ০৯ | ১৩৫০০০ | ১৩ | ২২১০০০ | ৬ জনকে ২ বছর সহায়তা প্রদান করা হয়েছে |
| ২ | উচ্চ শিক্ষার জন্য শিক্ষাবৃত্তি প্রদান | ১০ | ০৮ | ০২ | ২০০০০০ | ১৭ | ৩৮০০০০ | |
| ৩ | সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা (গান, নৃত্য, কবিতাবৃত্তি, চিত্রাংকন ও | ৩২ | ০৮ | ২৪ | ২০০০০ | ৩২ | ২০০০০ | শিশু, প্রাথমিক, জুনিয়র, |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | রচনা প্রতিযোগিতা) | | | | | | | মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাস্তর |
| | মোট | ৫১ | ১৬ | ৩৫ | ৩৫৫০০০ | ৬২ | ৬২১০০০ | |

ভিক্ষক পূনর্বাসন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় এবছর গত বছরের ছাগল পালন প্রকল্পকে আরও বৃদ্ধি ও সম্প্রসারনের জন্য ২জন, **রেডিমেট কাপড় ব্যবসায় ১জন, চা দোকান ১জন, রিক্সা ১জন ও মুদি দোকান ১ জনকে ১৫০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। আর ফেরি ব্যবসায় নতুনভাবে ৩ জনকে উক্ত হারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।** এছাড়াও এই বার্ষিক প্রতিবেদনে বর্ণিত সংস্থার অর্থায়নে শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচি, শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, সাগরিকা কমিউনিটি ক্লিনিকের স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচী , মাঠ পর্যায়ে প্যারামেডিক সেবা ও দুস্থ্য পরিবারকে চিকিৎসা ও বিবাহে আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি এই সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে।

১) প্রধান অতিথি জনাব সুব্রত কুমার দে, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), নোয়াখালী, ১) একজন দরিদ্র ছাত্রে হাতে উচ্চ শিক্ষার জন্য শিক্ষাবৃত্তির চেক দিচ্ছেন, ২) নৃত্যে বিজয়ী একটি শিশুর হাতে উপহার পেকেট তুলে দিচ্ছেন, ৩) বিশেষ অতিথি জনাব মো: হারুন অর রশীদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সুবর্ণচর উপজেলা একজন গানে বিজয়ী ছাত্রীর হাতে উপহার তুলে দিচ্ছে।

## সংস্থার মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি :

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ১৯৮৯ থেকে অক্সফাম-জিবি এর অনুদানে প্রকল্প সহায়তার মাধ্যমে স্বল্প আকারে মৌসুম ভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। দাতা সংস্থার সাহায্য ব্যাতিরেকে সংস্থাকে স্থায়িত্বশীল রাখা, সংস্থার সমিতিভূক্ত দরিদ্র পরিবার সমূহের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সহায়তার জন্য ঋণ কর্মসূচির গুরুত্ব প্রতীয়মান হয়। তারই ফলশ্রুতিতে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মরহুম ফজলুল হক (হক সাহেব) এর নেতৃত্বে ১৯৯৩খ্রি: সনে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়ে সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করে। শুরুতে গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ খাত দিয়ে সংস্থার ঋণ কর্মসূচি শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ঋণখাত অন্তর্ভূক্ত হয়ে পিকেএসএফ'র ১০টি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহায়ণ ও সবার জন্য বাসস্থান ঋণ প্রকল্পসহ মোট ১২টি ঋণ খাতের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সংস্থা নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার গ্রামীণ ও উপকূলীয় অঞ্চলে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবার ও শহর এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও বস্তী বাসীদের মাঝে ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সংস্থার দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মীর মাধ্যমে এলাকা ভিত্তিক আগ্রহী দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের মহিলা প্রধানকে সমিতি ভূক্ত করে সদস্য পরিবারের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নে সম্পাদনের জন্য ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এছাড়া সংস্থা কর্মএলাকার বড় বাজার/বাণিজ্যিক কেন্দ্র সমূহে ব্যবসারত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী পুরুষ সদস্যদের নিয়ে পুরুষ সমিতি গঠন করে। তাঁদের ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা ও সম্প্রসারণে ঋণ সহায়তা প্রদান করে আসছে।

**বার্ষিক পরিকল্পনা সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: রুহুল মতিন**

**বার্ষিক পরিকল্পনা সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার সহকারি পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম**

দেশে প্রতি বছর শিক্ষার স্তর শেষে ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে কর্মসংস্থানের অভাবের কারণে বেকারত্ব আজ সমাজ ও দেশের জন্য এক বড় সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে তা আরও প্রকট আকার ধারণ করছে। উৎপাদনশীল ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সংস্থার কর্মএলাকার দরিদ্র ও হতদরিদ্র পরিবারের সদস্যদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও শিক্ষিত জনশক্তির বেকারত্ব হ্রাসে বিশেষ ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে সংস্থা ইহার ঋণ কর্মসূচি ও দাতা সংস্থার অনুদানে পরিচালিত প্রকল্প সমূহের আওতায় কর্মএলাকায়/দেশের বেকারত্ব সমস্যা হ্রাসে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

## সংস্থার মাইক্রোফিন্যান্স খাত সমূহের বিবরণ :

সংস্থা কর্মএলাকার গ্রামীণ, উপকূলীয় চরাঞ্চল ও শহর বা শহরের উপকণ্ঠে বসবাসকারি দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবার গুলোকে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে অন্তভূক্ত করছে। দারিদ্রতা বিমোচনের উদ্দেশ্যে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও টেকসই আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করছে। সংস্থা উপকারভোগীদের দক্ষতা ও পেশার উপর ভিত্তি করে সুনির্দ্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টর, কুঠির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যবসা, উৎপাদনমূখী ও লাভজনক ক্ষুদ্র উদ্যোগ ইত্যাদি খাতের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে সংস্থা বর্তমানে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। সংস্থার পরিচালিত চলমান ক্ষুদ্রঋণের খাত গুলো নিম্নরূপ।

- জাগরণ (Jagoran)
- অগ্রসর (Agrasor)
- বুনিয়াদ (Buniad)
- কেজিএফ-সুফলন (KGF- Sufalon)
- জমি লীজ ঋণ পাইলট প্রকল্প (LIFT)
- সুফলন (Sufalon)
- সমৃদ্ধি -আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম (Samriddi – IGA)
- **সমৃদ্ধি- সম্পদ সৃষ্টি (Samriddi – AC)**
- **সমৃদ্ধি- জীবনমান উন্নয়ন ( Samriddi – LD)**
- সাহস (Sahos)
- **গৃহায়ন ঋণ (Grihayon loan)**
- **সবার জন্য বাসস্থান প্রকল্প**

## মাইক্রো ফিন্যান্স কর্মসূচির বার্ষিক পরিকল্পনা সভা :

সংস্থা মাইক্রো ফিন্যান্স কর্মমূচীর বার্ষিক পরিকল্পনা সভা খুবই উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে ২ দফায় অনুষ্ঠিত হয়। ১ম দফা আগস্ট '১৭ মাসের ৪-৫ তারিখে ও ২য় দফা ১১-১২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। শাখা ব্যবস্থাপক, হিসাবরক্ষক ও ২/৩ জন ক্রেডিট অফিসার তাদের নিজনিজ শাখার বিগত বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও পরবর্তী বছরের পরিকল্পনা মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। ২ পর্বে ২৭ টি শাখা ও ১সাব-শাখার ২০১৬-১৭ সনের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন এবং ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের পরিকল্পনা মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। পাশাপাশি শাখা সমূহের পরবর্তী বছরের পরিকল্পনা উপস্থাপনার উপর অংশগ্রহণকারী সকলের প্রাণবন্ত আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে পরিকল্পনার ভুলভ্রান্তি ও অসামঞ্জস্য বিষয়গুলো সংশোধন করার মাধ্যমে শাখার ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক পরিকল্পনা চুড়ান্ত করা হয়। পরিকল্পনা সভায় সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: রুহল মতিন সার্বক্ষনিক উপস্থিত থেকে উপস্থাপিত তথ্যাদি প্রত্যক্ষ করেন ও মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন।

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| সংস্থার ঋণ সমন্বয়কারী জনাব মো: শামছুল হক বক্তব্য রাখছেন ও মূল সঞ্চালক হিসাবে ২টি কর্মশালা সফলভাবে পরিচালনা করেন । | কর্মশালার অডিয়েন্স শাখা কর্তৃক উপস্থাপন প্রত্যক্ষ করছেন | ছয়ানি বাজার শাখার বিগত অর্থবছরের অর্জন ও পরবর্তী অর্থবছরের পরিকল্পনা মাল্টিমিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে উপস্থাপন করছে। |

## সংস্থার ঋণ কর্মসূচির কর্মএলাকা :

সংস্থা বর্তমানে মোট ২৭ টি শাখার মাধ্যমে ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ১০ টি শাখা , হাতিয়া উপজেলায় ৪ টি শাখা, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় ২টি শাখা, নোয়াখালী সদর উপজেলায় ৩ টি শাখা , কবির হাট উপজেলায় ১টি শাখা, বেগমগঞ্জ উপজেলায় ২টি এবং লক্ষীপুর জেলার রামগতি উপজেলায় ২টি শাখা, কমলনগর উপজেলায় ১টি শাখা, লক্ষীপুর সদর উপজেলায় ১টি শাখা, ফেনী জেলার দাগনভূঞা উপজেলায় ১টি শাখায় ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৭টি নতুন শাখা খোলার মাধ্যমে মোট ৩৪টি শাখায় ঋণ কার্যক্রম বিস্তৃত হবে ও নিকটবর্তী উপজেলায় কর্মএলাকা আরও সম্প্রসারিত হবে।

## সদস্যদের সঞ্চয় আদায়, সঞ্চয়ের বার্ষিক লভ্যাংশ প্রদান ও সঞ্চয় দাবী পরিশোধ :

সংস্থা সদস্যদের সঞ্চয় তহবিল গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে আসছে। সদস্যদের সমিতির সাপ্তাহিক সভায় উপস্থিত হয়ে নিয়মিত সঞ্চয় জমা প্রদান করা ঋণ কর্মসূচির অন্যতম শর্ত হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এবছর সংস্থার ২৭টি শাখা এর আওতায় সদস্যগণ সাপ্তাহিক সঞ্চয় প্রদানের মাধ্যমে বার্ষিক ১৬৯,৭৩৬,৭৯৩ টাকা সাধারণ সঞ্চয় তহবিল সৃষ্টি হয়েছে। মাসিক জমা (এমডিএস) সঞ্চয় তহবিলের বিশেষ সঞ্চয় ও দিগুন সঞ্চয় জমা স্কীমের আওতায় **৩৭,৯৮৩,৫৪৫** টাকাসহ এ বছরে সর্বমোট ২০৭,৭২০,৩৩৮ টাকা সঞ্চয় জমা হয়েছে। বার্ষিক ৬% হারে সদস্যদের সঞ্চয়ের উপর ১৫,৩৩৪,১৬৪ টাকা সঞ্চয়ের লভ্যাংশ প্রদান করা হয়েছে। এই অর্থবছরে সদস্যদের আবেদনের ভিত্তিতে ১১১,৬৬৮,৬৭৬ টাকা তাদের সঞ্চয়ের দাবী পরিশোধ করা হয়েছে। এই আর্থিক বছরের ৩০ জুন'২০১৭খ্রি: তারিখে সর্বমোট ৩৩,৫২,০৮,০৯১ টাকা সদস্যদের সঞ্চয় তহবিল সংস্থাতে সঞ্চিত রয়েছে।

## ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ ও ঋণ গ্রহীতার তথ্য :

সংস্থা এই অর্থবছরে ৬,০১৬ জন পুরুষ সদস্য ও ৩৫,৩৪৬ জন মহিলা সদস্যসহ মোট ৪১,৩৬২ জন সদস্যের মধ্যে তাদের আয়বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্রতা বিমোচনের উদ্দেশ্যে অতিদরিদ্রদের জন্য বুনিয়াদ ঋণসহ বিভিন্ন ঋণ বিতরণ করেছে। বিভিন্ন ঋণ খাত যেমন জাগরণ খাতে ২৩,৩৮২ জনকে , অগ্রসর খাতে ৩,২২৬ জনকে, বুনিয়াদ খাতে ১২,৭৫১ জনকে , কেজিএফ-সুফলন খাতে ১,০০৫ জনকে, জমি লীজ ঋণ পাইলট প্রকল্প খাতে ৮৫৩ জনকে, মূল ঋণখাতের বিপরীতে সাপোর্ট ঋণ হিসেবে সুফলন ঋণ খাতে ১৪৮৮৭ জনকে সমৃদ্ধি কর্মএলাকায় সমৃদ্ধি -আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম খাতে ২৫৩ জনকে ও মূল ঋণখাতের বিপরীতে সাপোর্ট ঋণ হিসেবে সমৃদ্ধি- সম্পদ সৃষ্টি খাতে ১৪০ জনকে , সমৃদ্ধি- জীবনমান উন্নয়ন খাতে ৭২ জনকে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ কম্পোন্যান্ট অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সংস্থার ২৭টি শাখার মোট ঋণ বিতরণ তথ্য নীচের পাই চার্টে প্রদান করা হল।

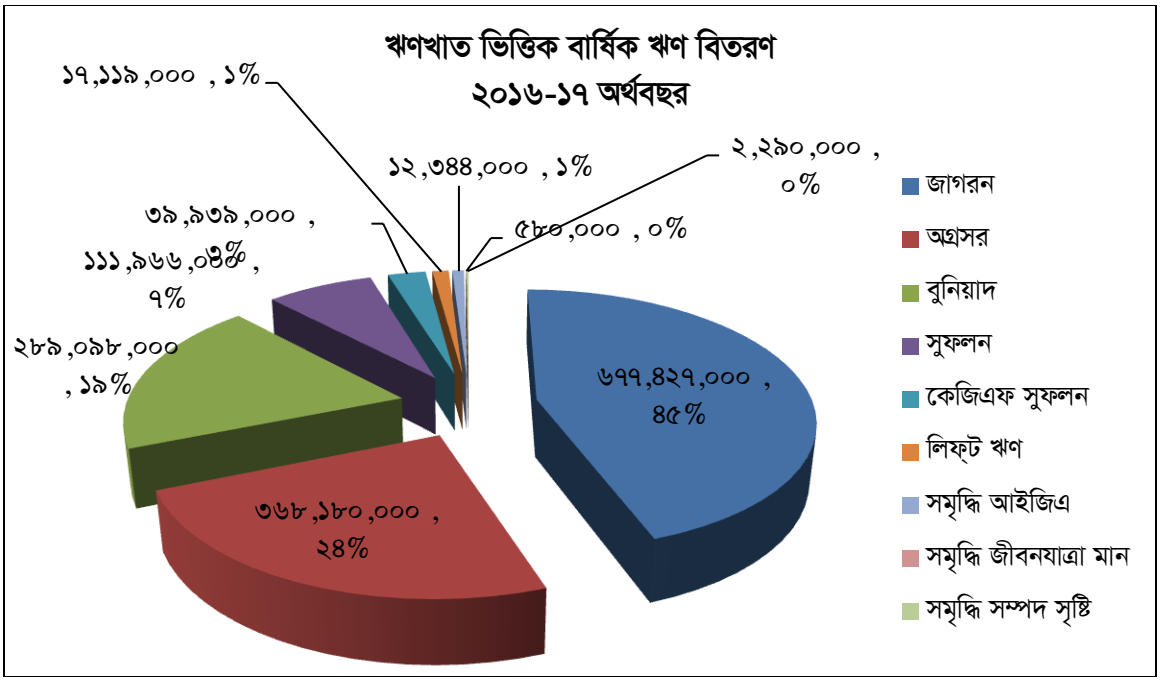

**বুনিয়াদ ঋণ খাতের আওতায় সফল ঋণ প্রকল্প**

## ঋণের সার্ভিসচার্জ , ঋণের মেয়াদকাল ও গ্রেস পিরিয়ড নির্ধারণ :

সংস্থায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর নির্দেশনা অনুযায়ী ক্রমহ্রাসমান ঋণস্থিতি পদ্ধতিতে নির্ধারিত হারে সার্ভিসচার্জ নির্ধারণ করা হয়েছে। জাগরণ ঋণ কর্মসূচি বার্ষিক ২৫ পারসেন্ট ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ১ (এক) বছর, অগ্রসর বার্ষিক ২৪ পারসেন্ট ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ২(দুই) বছর, বুনিয়াদ বার্ষিক ২০ পারসেন্ট ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ১(এক) বছর, সুফলন বার্ষিক ২৪ পারসেন্ট বা মাসিক শতকরা ২ (দুই) টাকা হারে ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ৬ (ছয়) মাস, জমি লীজ ঋণ বাৎসরিক সর্বোচ্চ ২০% হারে ঋণের মেয়াদ ১ বছর । উল্লিখিত নিয়মে সংস্থা থেকে বিতরণকৃত ঋণ সদস্যদের কাছ থেকে সার্ভিস চার্জসহ আদায় করা হয়। এছাড়াও কেজিএফ-সুফলন ঋণ বার্ষিক ২৪ পারসেন্ট বা মাসিক শতকরা ২ (দুই) টাকা হারে ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ৬ (ছয়) মাস, সমৃদ্ধি-আইজিএ ঋণ বার্ষিক ২৫ পারসেন্ট ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ১ (এক) বছর, সমৃদ্ধি-সম্পদ সৃষ্টি ঋণ বার্ষিক ৮ পারসেন্ট ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ১ (এক) বছর, সমৃদ্ধি-জীবনযাত্রা উন্নয়ন ঋণ বার্ষিক ৮ পারসেন্ট ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ১ (এক) বছর। গৃহায়ন ঋণ বার্ষিক ৬ পারসেন্ট ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছর ঋণের কিস্তি আদায়ের গ্রেস পিরিয়ড সাপ্তাহিক কিস্তির ক্ষেত্রে ১৫দিন ও মাসিক কিস্তির ক্ষেত্রে পূর্ণ ১ মাস নিশ্চিত করে ঋণের কিস্তি আদায় করা হয়।

## সংস্থার ঋণ কর্মসূচির ঋণস্থিতি ও ঋণী সংখ্যা ( অর্থবছর ২০১৬-১৭ খ্রিঃ) তথ্য :

পুরষ সদস্য ৬,০২৩ জন ও মহিলা ৩৭,২৬৩ জন সহ মোট ৩৯,৯৫৯ জন ( দ্বৈত গণনা ৩৩২৭ জন বাদ দিয়ে) এর মধ্যে ৮৫৪,১২৩,৩৬৬ ঋণস্থিতি রয়েছে। বিভিন্ন ঋণ খাত যেমন জাগরণ খাতে ২২,৮৩৬ জন , অগ্রসর খাতে ৩,২২১ জন, বুনিয়াদ খাতে ১২,২৫০ জন , কেজিএফ-সুফলন খাতে **২১৩** জন, জমি লীজ ঋণ পাইলট প্রকল্প খাতে ৮৪৩ জন, মূল ঋণখাতের বিপরীতে সাপোর্ট ঋণ হিসেবে সুফলন ঋণ খাতে ৩,৫৯৬ জন এর নিকট, সমৃদ্ধি কর্মএলাকায় সমৃদ্ধি -আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম খাতে ১৪৪ জন ও মূল ঋণখাতের বিপরীতে সাপোর্ট ঋণ হিসেবে সমৃদ্ধি- সম্পদ সৃষ্টি খাতে ১২৫ জনকে , সমৃদ্ধি- জীবনমান উন্নয়ন খাতে ৫৮ জন এর নিকট ঋণস্থিতি রয়েছে।

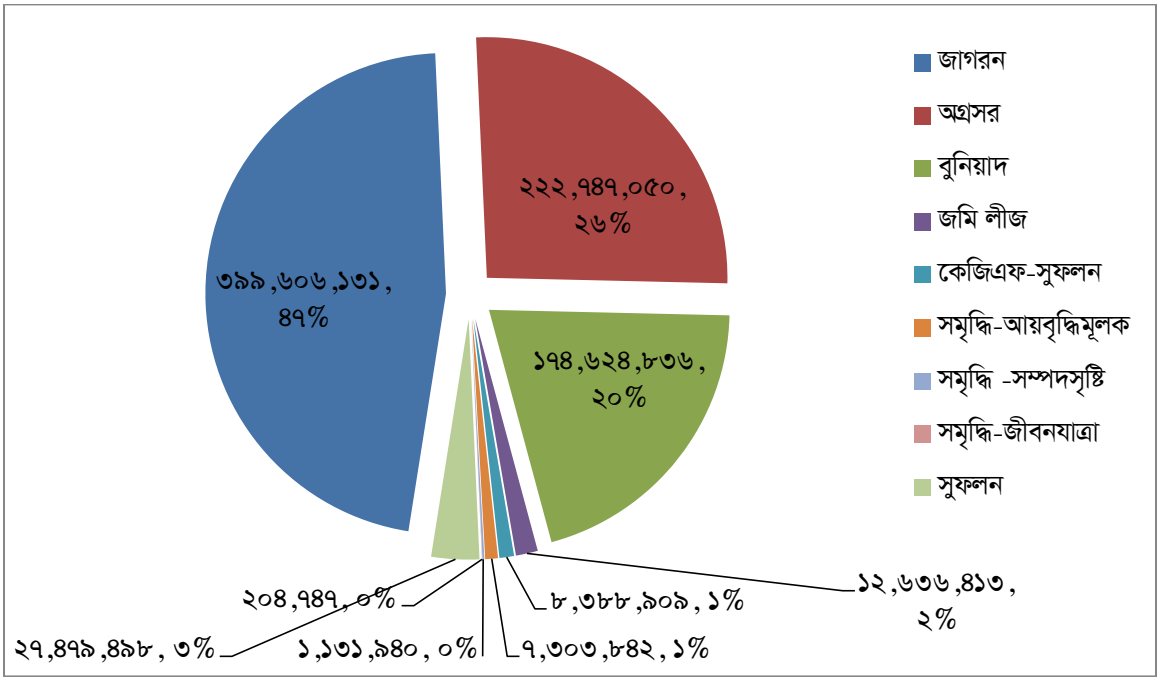

জাগরণ প্রকল্পের আওতায় সফল ঋণ প্রকল্প

## ঋণ ও সার্ভিসচার্জ আদায় :

সমিতির সাপ্তাহিক মিটিং এ ঋণের কিস্তি আদায় করা হয়। শাখায় ঋণের দৈনিক আদায়যোগ্য ও আদায় রেজিষ্টার গুরুত্ব সহকারে নিয়মিত লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করা হয়। সংস্থার বার্ষিক সর্বমোট ঋণ আদায় হয়েছে ১,২৯৪,৯৬২,৬০১ (আসল) টাকা। বছর শেষে ৩৯৪ জন ঋণীর মধ্যে মোট ৩,৪৮৪,৪১৩ টাকা বকেয়া ঋণ রয়েছে। সংস্থার ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়ের হার ৯৯.৯৪% ও চলতি

ঋণ আদায়ের হার ৯৯.৭৩% শতাংশ অর্জিত হয়েছে। সংস্থা এই অর্থবছরে বার্ষিক পরিকল্পনানুযায়ী ঋণ কর্মসূচির ১৬৭,৯৩৫,১০৪ টাকা ও অন্যান্য খাতের ২,৮৯৩,১১৭ টাকাসহ সর্বমোট ১৭০,৮২৮,২২১ টাকা সার্ভিসচার্জ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

## সংস্থার বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ঋণ, পরিশোধিত ঋণ ও ঋণস্থিতি হিসাব (২০১৬-১৭ অর্থবছর ) :

| ঋণ খাত | ক্রমপুঞ্জিভুত গৃহীত ঋণ তহবিলের পরিমাণ | ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ পরিশোধ (আসল) | ঋণস্থিতি |
|---|---|---|---|
| পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), ঢাকা | ১,৩৪৮,০১০,৯৪৩ | ১,১১১,২২৭,৬১০ | ২৩৬,৭৮৩,৩৩৩ |
| সোনালী ব্যাংক লিমিটেড , চরবাটা শাখা | ১৫,০০০,০০০ | ১৫,০০০,০০০ | ০ |
| ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড, সুবর্ণচর উপজেলা শাখা | ৩৮,১০০,০০০ | ৩,৬০০,০০০ | ৩৪,৫০০,০০০ |
| এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড, চরবাটা খাসের হাট শাখা, সুবর্ণচর, নোয়াখালী | ২৪,০০০,০০০ | ০ | ২৪,০০০,০০০ |
| সিটি ব্যাংক লিমিটেড, চরবাটা খাসের হাট শাখা, সুবর্ণচর, নোয়াখালী | ৩৫৯৪৭৫০ | ০ | ৩,৫৯৪,৭৫০ |
| মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড, হারিছ চৌধুরীর বাজার, সুবর্ণচর, নোয়াখালী | ৩১৮০০০০০ | ০ | ৩১,৮০০,০০০ |
| মোট | ১,৪৬০,৫০৫,৬৯৩ | ১,১২৯,৮২৭,৬১০ | ৩৩০,৬৭৮,০৮৩ |

| | | |
|---|---|---|
| অগ্রসর ঋণখাতের আওতায় সফল ঋণ প্রকল্প সমূহ | | |

## ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের সংস্থার বার্ষিক ঋণ বিতরণ পরিকল্পনার তথ্যঃ

এবছর ৯টি ঋণখাতে ৫৬৩৬৩ জন সদস্যের মধ্যে সর্বমোট ২১২৭৩৫৭০০০ টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। মোট ঋণ তহবিলের ঋণখাত ভিত্তিক শতকরা হার যেমন- ১১০৩৯ জনের মধ্যে জাগরণ ঋণ ৫১.৩২%, ৪৪২৬ জনের মধ্যে অগ্রসর ঋণ ২৩.১১%, ১৩৭০০ জনের মধ্যে বুনিয়াদ ঋণ ১৫.১৭%, ৮২১ জনের মধ্যে লিফ্ট ঋণ ০.৮৪%, ৫৬২ জনের মধ্যে কেজিএফ সুফলন ঋণ ১.৯০%, ১৮৬ জনের মধ্যে সমৃদ্ধি আইজিএ ঋণ ০.৭৮%, সমৃদ্ধি সম্পদসৃষ্টি-এ ০.০০৩%, ২০৬ জনের মধ্যে সাপোর্ট ঋণ হিসাবে সমৃদ্ধি-জীবনযাত্রা ঋণ ০.৩৩% ও ৯৬৬২ জনের মধ্যে সাপোর্ট ঋণ হিসাবে সুফলন ঋণ ৬.৪৯% বিতরণ পরিকল্পনা করা হয়েছে। ঋণ কম্পোন্যান্ট ভিত্তিক বার্ষিক ঋণ বিতরণ পরিকল্পনা নীচের চার্টে দেখানো হয়েছে।

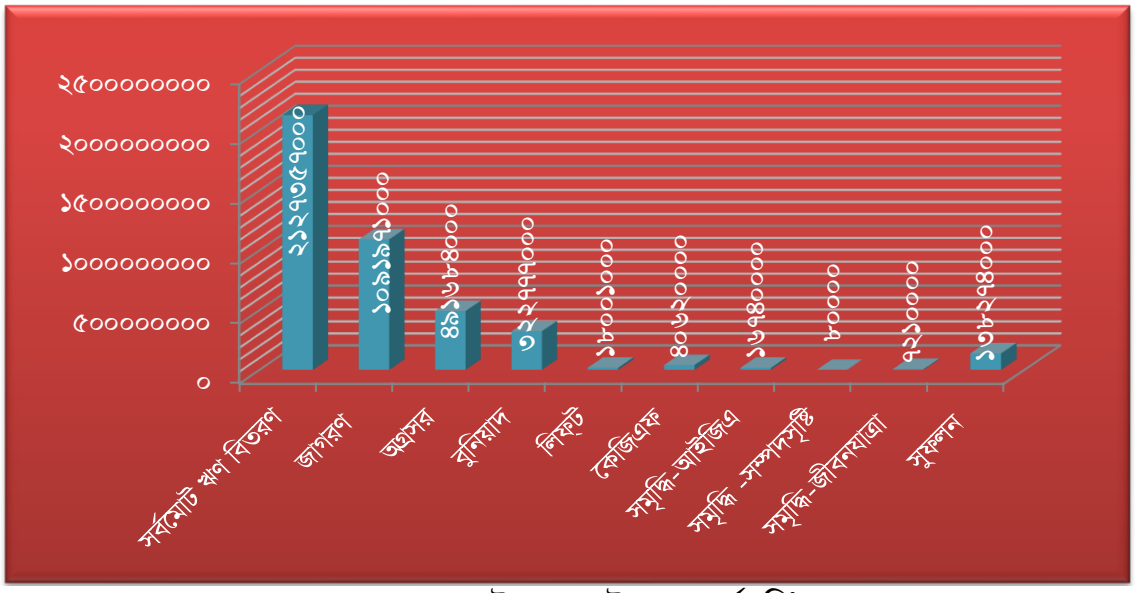


## এক নজরে সংস্থার মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচি'র তথ্য :

| | সূচক সমূহ | অর্জিত (৩০ জুন ২০১৭ ) |
|---|---|---|
| ১ | শাখার সংখ্যা | ২৭ |
| ২ | মোট সদস্য সংখ্যা | ৫৩০২৮ |
| ৩ | মোট ঋণী সংখ্যা | ৩৯৯৫৯ |
| ৪ | মোট স্টাফ সংখ্যা | ২৬৫ |
| ৫ | মোট মাঠ পর্যায়ের কর্মী সংখ্যা | ১৫৫ |
| ৬ | মোট ঋণস্থিতি | ৮৫.৪১ (কোটি) |
| ৭ | মোট সঞ্চয়স্থিতি | ৩৩.৫২ (কোটি) |
| ৮ | কর্মী : শাখা | ৫.৭৪ |
| ৯ | মোট স্টাফ : শাখা | ৯.৮১ |
| ১০ | কর্মী : মোট স্টাফ | ৫৮.৪৯% |
| ১১ | সদস্য : শাখা | ১৯৬৪ |
| ১২ | সদস্য : সমিতি/গ্রুপ | ২৬ |
| ১৩ | সদস্য : কর্মী | ৩৪২ |
| ১৪ | ঋণী সদস্য : ঋণ কর্মী | ২৫৮ |
| ১৫ | মোট ঋণীর মধ্যে নারী ঋণীর সংখ্যা | ৯৩% |
| ১৬ | গড় সঞ্চয় : সদস্য | ৬৩২১ |
| ১৭ | গড় ঋণস্থিতি : ঋণী সদস্য | ২১৩৭৪ |
| ১৮ | ঋণস্থিতি(লক্ষ) : ঋণ কর্মী | ৫৫.১০ |
| ১৯ | ঋণস্থিতি (লক্ষ) : স্টাফ | ৩২.২৩ |
| ২০ | ওটিআর | ৯৯.৭৩% |
| ২১ | সিআরআর | ৯৯.৯৪% |
| ২২ | পিএআর/পার | ০.৫২% |
| ২৩ | মোট ঋণস্থিতির শতকরা সঞ্চয়ের হার | ৩৯.২৫% |
| ২৪ | ক্রমপুঞ্জিভূত সারপ্লাস | ১৯.২২ (কোটি) |
| ২৫ | সঞ্চয়ের উপর দেয় সুদের হার | ৬% |
| ২৬ | গড় লোন সাইজ (জাগরণ) | ৩০৪২০ |

**গৃহায়ন ঋণ (Grihayon loan):**

বাংলাদেশ ব্যাংক গৃহায়ন তহবিল থেকে গৃহায়ন ঋণ (২য় পর্যায়) কার্যক্রম ফেব্রুয়ারী ২০১৬ খ্রিঃ সন থেকে বাস্তবায়ন আবার শুরু হয়েছে। সংস্থা ১ম পর্বে ৩৫টি ঘর নির্মাণের জন্য ঋণ তহবিল সরবরাহ করেছে। উক্ত ঘর গুলোর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রতি ঘরের জন্য ৭০ (সত্তর) হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ৩৫টি ঘরের নির্মাণ খাতে সর্বমোট ২৪,৫০,০০০ (চব্বিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ব্যয় হয়েছে। উক্ত টাকা সংস্থার ঋণ কার্যক্রমের সদস্যভূক্ত ৩৫ জন সদসের নামে ঋণ ভূক্ত করা হয়েছে। ঋণী সংখ্যা পুরুষ ৫ জন ও মহিলা ৩০ জন। ঋণের সার্ভিস চার্জের হার বার্ষিক ৬ পারসেন্ট। ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদকাল ৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫৮ (আটান্ন) কিস্তিতে সমুদয় ঋণ আদায় হবে। মাসিক কিস্তিতে সমিতির সভায় ঋণের কিস্তি প্রতি জন ঋণী থেকে আসল ১২০৪ টাকা ও সার্ভিসচার্জ ১৮৪ টাকাসহ মোট ১৩৮৮ টাকা আদায় হয়। জুন ২০১৭ সমাপণী হিসাবে মোট ৫২৬১৪৮ টাকা আসল ও ৮০৪০৮ টাকা সার্ভিসচার্জসহ সর্বমোট ৬০৬৫৫৬ টাকা আদায় হয়েছে। অর্থবছরের সমাপণী হিসাবে ১৯২৩৮৫২ টাকা (আসল) ও ২৮৭০৯২ (সাভিসচার্জ)সহ সর্বমোট ২২১০৯৪৪ টাকা ঋণস্থিতি মাঠে রয়েছে।

## ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পরিকল্পনা: (গৃহায়ন ও সবার জন্য বাসস্থান প্রকল্প)

**গৃহায়ন কর্মসূচি :** বাংলাদেশ ব্যাংক এর গৃহায়ন তহবিল থেকে এ অর্থবছরে প্রতি ঘরের জন্য ৭০ (সত্তর) হাজার টাকা ব্যয়ের ভিত্তিতে ৩৫টি ঘরের নির্মাণ বাবত সর্বমোট ২৪,৫০,০০০ (চব্বিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ঋণ তহবিল সংস্থার নামে বরাদ্দ হয়েছে। নীতিমালা ও নির্দেশনা অনুযায়ী ঋণী নির্বাচন কাজ চলছে ও ঋণী নির্বাচন করে ঘর নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হবে। পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে তহবিল প্রাপ্তি সাপেক্ষে গৃহায়ন ঋণ কর্মসূচীর মাধ্যমে দরিদ্র পরিবার গুলিকে গৃহ নির্মাণের আওতায় আনা হবে। এরফলে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারে বসত ঘরের সমস্যা দূরীভূত হবে। তাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি হবে ও সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে।

**সবার জন্য বাসস্থান প্রকল্প :** লক্ষীপুর জেলার রামগতি উপজেলায় এ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ তহবিল সরবরাহ ও তত্বাবধানে ৪৫ টি ঘর নির্মাণ ঋণ বাবত ৩১,৫০,০০০ ঋণ তহবিল সংস্থার নামে বরাদ্দ হয়েছে। সর্বোচ্চ ৫ বৎসর মেয়াদের মধ্যে উক্ত ঋণ নির্ধারিত সার্ভিসচার্জ সংযুক্ত করে সাপ্তাহিক/মাসিক কিস্তিতে ঋণ আদায় করা হবে। উপজেলা স্টীয়ারিং কমিটি'র সহযোগিতা ও প্রয়োজীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে ঋণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হবে।

## দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন কর্মসূচি :

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ইহার প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের উদ্দেশেই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলার উপকূলী অঞ্চল সমূহ সামুদ্রিক ঘুর্ণীঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের জন্য অত্যন্ত মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল। ১৯৭০ সনে ১২ নভেম্বর নোয়াখালী জেলার উপকূলীয় চরাঞ্চল সমূহের উপর দিয়ে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণীঝড় ও জলোচ্ছ্বাস সংঘটিত হয়েছিল এবং সরকারি হিসাবে প্রায় ৫ লক্ষ লোকের প্রাণহানি সংঘটিত হয়েছিল। এর ফলে তখন এলাকার কাটা আমন ফসল ও ঘরে সংরক্ষিত ধান, গবাদি পশু, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ব্যবসা বাণিজ্য, হাট বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সব ধ্বংস হয়ে যায়। সংস্থার পলিসি হচ্ছে দুর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে দুর্যোগ থেকে রক্ষার জন্য সংস্থার সকল কার্যক্রমের সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সবসময়ই অন্তর্ভূক্ত থাকবে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সংস্থা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সঠিক উপায়ে পরিচালনা করে আসছে। সংস্থা নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর ও হাতীয়া উপজেলায় উপকূলবর্তী অঞ্চলে ও জেলে পরিবার সাথে জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি বিবেচনায় রেখেই সংস্থার ঋণ কর্মসূচিসহ বার্ষিক সকল কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও গ্রহণ করা হয়। তদানুযায়ী সংস্থার সকল কর্মসূচী বা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

## সাগরিকা গ্রামীণ স্যানিটেশন কেন্দ্র :

সংস্থা ১৯৯১ খ্রিঃ থেকে সুবর্ণচর উপজেলায় বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহযোগিতায় স্যানিটেশন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এনজিও ফোরাম ফর ডিডব্লিওএসএস কুমিল্লা আঞ্চলের সহায়তায় ১৯৯৪ সনে স্থাপিত এই ভিএসসি কেন্দ্রে রিং স্লাব উৎপাদনের মাধ্যমে সুবর্ণচর উপজেলার চরবাটা, চর-আমানুল্যা, চরওয়াপদা, চরজুবিলী, পুর্বচরবাটা, মোহাম্মদপুর ও চরক্লার্ক ইউনিয়নের ও হাতিয়া উপজেলার বয়ারচর, নলের চর ও নাঙ্গলিয়া এলাকার স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে। একজন দক্ষ ম্যাশন দ্বারা দীর্ঘ সময় সার্বক্ষনিক ভাবে কেন্দ্রে উৎপাদন ও বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

সাগরিকা ভিএসসি কেন্দ্রে রিংস্লাব উৎপাদন

ভিএসসি কেন্দ্রের উৎপাদন ও বিক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পর্যাপ্ত পরিমাণ রিং, স্ল্যাব, ডাকনা ও উৎপাদনের মালামাল যেমন খোয়া, বালি, তার, প্লাস্টিক প্যানসাইফুন ও সিমেন্ট কেন্দ্রে মজুদ রয়েছে।

## কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়নে বিনিয়োগ কর্মসূচিঃ

Skills for Employment Investment Program (SEIP) :

বাংলাদেশের নিম্ন আয়ের পরিবারের সন্তানদের মধ্য হতে প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্তদের চাহিদা তাড়িত দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কো-অপারেশন এর যৌথ অর্থায়নে পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে "কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিনিয়োগ কর্মসূচি" প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাজার চাহিদার সাথে সংগতি রেখে জনসম্পদ তৈরি করা এবং প্রশিক্ষণ শেষে আরও উৎপাদনশীল মজুরীভিত্তিক কর্মসংস্থান এবং আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে প্রশিক্ষণার্থীদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধমে পরিবার ও ব্যক্তির মানব মর্যদা প্রতিষ্ঠা করা, যাতে তারা টেকসইভাবে নিজ নিজ জীবনমান উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়। এই লক্ষ্য পূরণে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থা সমূহের মাধ্যমে অন্তত ৭০% (মজুরীভিত্তিক কর্মসংস্থানের এবং আত্ম-কর্মসংস্থানের হার ৬০ঃ৪০) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীদের দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান নিশ্চিত হবে।

### প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ:

১ আউট সোর্সিং (আইসিটি)
২ ওয়েব ডিজাইন এন্ড গ্রাফিক্স ডিজাইন
৩ আইটি সাপোর্ট সার্ভিস
৪ প্লাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিংস
৫ ফ্যাশন গার্মেন্টস
৬ অটোমোবাইল মেকানিক্স
৭ মোবাইল সার্ভিসিং
৮ স্মল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড মেটাল ওয়ার্কিং
৯ ইলেকট্রনিক্স এন্ড ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্ক
১০ রড বাইন্ডিং/স্টিল ফিকশ্চার
১১ লেদার মেকিং এন্ড লেদার গুডস্
১২ মেকানিক্যাল এগ্রিকালচার ফার্মিং
১৩ ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন

### কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সফলতা :

- আইটি সাপোর্ট সার্ভিস ৬ (ছয়) মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স সংস্থার ১জন সফলভাবে কোর্স উত্তীর্ণ হয়েছে। বর্তমানে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থায় নিয়মিত স্টাফ হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে কাজ করছে।
- বিভিন্ন ট্রেডে প্রকল্পের নিয়মানুযায়ী প্রশিক্ষণার্থীদের চাহিদা ভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত করে প্রশিক্ষণে প্রেরণের জন্য পিকেএসএফ থেকে নির্দেশনা পাওয়ার পর প্রশিক্ষণার্থী প্রেরণ করা হবে।

### মানবিক সহায়তামূলক কার্যক্রম :

সংস্থা প্রতি বছর কর্মএলাকায় মানবিক সহায়তামূলক কিছু কার্যক্রম করে থাকে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অগ্নীকান্ড, দুস্থ-দের চিকিৎসা, ছাত্র-ছাত্রীদের বোর্ড রেজিস্ট্রেশ ও পরীক্ষার ফী, ছেলে মেয়েদের বিবাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

### সংস্থার মানবিক সহায়তামূলক আর্থিক সহায়তার তথ্য (১০১৬-১৭):

| ক্রমিক | সহায়তার ধরন | উপকারভোগীর ধরন | উপকারভোগী/কায্য সংখ্যা | প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | পাঠ্য বই বিতরণ | এইচএসসি ছাত্র-ছাত্রী | ২৮জন | ১৯৩৬৩ |
| ২ | পরীক্ষার ফরম পূরণ | এসএসসি ও এইচএসসি | ২৬ জন | ৫২০০০ |
| ৩ | চিকিৎসা | অতিদরিদ্র | ৩৫ জন | ১১১৫৮৫ |
| ৪ | ঘর মেরামত | আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত সদস্য | ২ জন | ৫৫০০ |
| ৫ | প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন | মন্দির, মসজিদ, মাদ্রাসা | ১৭ টি প্রতিষ্ঠান | ৪৪০০০ |
| ৬ | বিবাহ | অতিদরিদ্র পরিবার | ৬ জন | ৯০০০ |
| ৭ | খেলাধুলার উন্নয়ন | সামাজিক সংগঠন | ৫ টি | ২৫০০০ |
| | মোট | | | ২৬৬৪৪৮ |

এর ফলে উপকারভোগীবৃন্দ উপকৃত হয়েছে। সমিতির দুস্থ সদস্য ও এলাকার দুস্থ অতিদরিদ্র পরিবারের শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান নির্মাণ, বিবাহ ও ধর্মীয় উপাসনালয় সংস্কার ইত্যাদি ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। প্রতি বছরের মত এ বছর কর্মএলাকার দুস্থ পরিবারের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে অধ্যায়নরত দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পাঠ্য পুস্তক ক্রয় ও বিতরণ, দুস্থ পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা, ছাত্র-ছাত্রীদের বোর্ড রেজিস্ট্রেশন ও পরীক্ষার ফরম পূরণ ফি ইত্যাদি ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও সদস্যদের ঋণ বীমার আওতায় মৃত্যু জনিত সদস্যের ঋণস্থিতি পরিশোধ ও আয়বৃদ্ধিমূলক প্রকল্পের ক্ষতিপূরণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

**জাতীয় দিবস পালন :**

প্রতি বছরের মত এ বছরও সংস্থা কর্তৃক জাতীয় দিবস সমূহ যেমন, ২১ ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস, ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্ম ও জাতীয় শিশু দিবস, ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস, ১লা বৈশাখ বাংলা নববর্ষসহ জাতীয় দিবস অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হয়েছে। সংস্থা নব বর্ষ ১৪২৩ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখের অনুষ্ঠানের পান্তা উৎসবের আয়োজন করেছে। সংস্থা প্রকল্পের আওতায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস সমূহ প্রকল্পের কর্মএলাকায় যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করেছে। সংস্থা জেলা প্রশাসক কার্যালয়, উপজেলা পরিষদ ও প্রশাসন কর্তৃক সরকারি ভাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা প্রদান করেছে।

**সাংস্কৃতিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচী :**

সাপ্তাহিক ১দিন সংগীত শিক্ষাদান পরিচালিত হচ্ছে

সাপ্তাহিক ১দিন নৃত্য শিক্ষাদান পরিচালিত হচ্ছে

সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের মধ্য দিয়ে একটি জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। আর এই সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের ক্রমবিকাশের মাধ্যমে যে কোন জাতির ও জনপদের ধর্ম ও বর্ণ ভেদাভেদে পরিমার্জিত, পরিশীলিত ও শান্তিময় অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠে । সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণের কাছে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়নের ধারণা সহজ ও কার্যকরভাবে প্রতিফলন করা যায়। সংস্থা প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সাগরিকার কর্মী এবং স্থানীয় সাংস্কৃতিক কর্মী ও কলা কৌশলীদের সমন্বয়ে একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী নিয়ে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির জন্যে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সুবর্ণচর উপজেলার স্কুল কলেজের বিশেষ করে এলাকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েদের সাংস্কৃতিক বিষয়ে বুনিয়াদি শিক্ষায় দক্ষতাসৃষ্টি, জাতীয় দিবস ও উৎসব সমূহে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষিত শিল্পী ও কলাকুশলীদের সুন্দর পরিবেশনা উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যেই সংস্থা সুবর্ণচর সাগরিকা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। এই সংগঠনটি সপ্তাহে ১দিন সংগীত ও নৃত্য শিক্ষা স্কুল চালু রেখেছে ও ছেলে-মেয়েদের বুনিয়াদি শিক্ষায় গড়ে তুলার জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২ জন দক্ষ প্রশিক্ষক (গান ও নৃত্য) ও ১ জন দক্ষ তবলচি দ্বারা শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। বছরের বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার্থীরা জাতীয় দিবস ও বৈশাখী উৎসবে মনমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছে। এর ফলে সুবর্ণচর উপজেলার উপকূলীয় অঞ্চলের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সাংস্কৃতিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সমাজে প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক চিন্তা চেতনার উন্মেষ সাধিত হচ্ছে।

## নারী ফোরাম:

সংস্থায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী কর্মী কাজ করে। নারী কর্মীদের সংগঠিতকরনের উদ্দেশ্যে নারী কর্মীদের সমন্বয়ে অক্সফাম-বাংলাদেশ এর অনুপ্রেরণায় ২০০০ সনে সংস্থায় নারী ফোরাম গঠিত হয়েছে। সংস্থার নারী স্টাফ এবং কর্ম এলাকার নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারী ফোরাম কাজ করে থাকে। নারী ফোরাম সদস্যবৃন্দ স্মানমাসিক সভায় মিলিত হয়ে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। নারী ফোরামের সভায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের সদস্যবৃন্দ গুরুত্বের সাথে তাদের বক্তব্য শুনেন ও সংস্থার মূলনীতি অনুযায়ী সংস্থার ম্যানেজমেন্ট নারী স্টাফদের সুযোগ সুবিধা, সুন্দর কর্ম পরিবেশ ও নিরাপত্তা বিধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন।

## আইটি বিভাগ:

একবিংশ শতাব্দীর এই বিশ্বায়নের যুগে তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার সর্বত্র বিদ্যমান। বাংলাদেশে একটু দেরীতে হলেও এর ব্যবহার ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, প্রযুক্তি ছাড়া গোটা পৃথিবীই আজ অচল। গবেষণা থেকে শুরু করে, ব্যবসা, শিক্ষা, কৃষি, চিকিৎসাসহ ঘরে-বাইরে, মহাকাশে, সমুদ্রে সকল ক্ষেত্রেই আজ প্রযুক্তির ছোঁয়া। সংস্থার কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির (আইটি) মাধ্যমে সম্পাদনের উদ্দেশ্যেই সংস্থার আইটি বিভাগ ২০১৫ সনে খোলা হয়েছে। এই সেকশনের মাধ্যমে সংস্থার সকল কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুশৃংখলভাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন, সচিত্র প্রতিবেদন তৈরী ও সংরক্ষণ, সফ্টওয়ার পদ্ধতিতে হিসাব ব্যবস্থাপনা, সংস্থার অনলাইন ও ওয়েবসাইট নিয়মিত তথ্য সমৃদ্ধ করাসহ ডিজিটালাইজ্ড পদ্ধতিতে সংস্থার সকল কার্যক্রম অতি দ্রুত ও সহজে সম্পাদন করা সম্ভব হইবে।

## বিভাগের কর্মক্ষেত্র সমূহ :

ক) কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার।
খ) প্রধান কার্যালয়সহ শাখা অফিসের কম্পিউটার ও ল্যাপটপের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার বিষয়ক সমস্যার সমাধান করা।
গ) কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং।
ঘ) সংস্থার একাউন্টস সফ্টওয়্যার।
ঙ) সংস্থার ওয়েভসাইট ডেভেলোপমেন্ট ও ম্যানটেইনেন্স করা।
চ) সংস্থার অনলাইন বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম যথা: বিডি জবস, ইউরো-এইড, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথিরিটিতে মাসিক ও অর্ধ-বার্ষিকী রিপোর্ট প্রদান করা।

## বিভাগের কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনচিত্র: (২০১৬-১৭ অর্থ বছরের)

| ক্রমিক | কার্যক্রম বিবরণ | অর্জন | ২০১৭-১৮ বছরের পরিকল্পনা |
|---|---|---|---|
| ০১ | এসেন্ডমাইক্রো-ফিনেন্স | সংস্থার প্রধান কার্যালয় সহ সকল শাখা অফিসের হিসাব সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। | চলমান |
| ০২ | ওয়েভসাইট ডেভোলাপমেন্ট | ১০০ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে | চলমান |
| ০৩ | ওয়াইফাই নেটওয়ার্কিং | ১০০ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে | চলমান |
| ০৪ | কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ম্যানটেইন্যান্স | সংস্থার প্রধান কার্যলয়সহ ২৭ টি শাখা অফিসের কম্পিউটার ও ল্যাপটপ সমূহ সচল রয়েছে। | চলমান |
| ০৫ | সংস্থার ওয়েভসাইট আপডেট | সংস্থার সকল কার্যক্রমের আপডেট তথ্য | চলমান |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ওয়েভসাইটে প্রকাশ করা হয়। | |
| ০৬ | বিডি জবস | সংস্থার জনবল নিয়োগের তথ্য সমূহ বিডি-জবসে প্রকাশ করা হয়। | চলমান |
| ০৭ | এম,আর,এ (মাইক্রোক্রেডিট রেগুলারেটি অথরিটি) | সংস্থার মাসিক ও অর্ধ-বার্ষিকী তথ্য নিয়মিত প্রধান করা হয়। | চলমান |
| | প্রধান কার্যালয়ে সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে সিকিউরিটি ব্যবস্থা মনিটর করা। | প্রধান কার্যালয়ে সিসি ক্যামেরা স্থাপন হয়েছে। | চলমান |
| | আইটি বিষয়ক ল্যাপটপ ও অন্যান্য যন্ত্রাংশসরবরাহ করা। | - | ১১টি নতুন শাখায় |
| | আইটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রধান | - | প্রধান কার্যালয়সহ সকল শাখা অফিস |

## সংস্থার অডিট, মনিটরিং ও ডকুমেন্টশন কার্যক্রম :

অডিট ও মনিটরিং সংস্থার একটি চলমান প্রক্রিয়া। মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি সফল বাস্তবায়ন ও সুনিয়ন্ত্রীত রাখতে অডিট ও মনিটরিং এর গুরত্ব অপরিসীম। সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৭টি ক্ষুদ্রঋণ শাখা অফিস ও সমিতি, ঋণ প্রকল্প, স্টাফবৃন্দের দক্ষতা, কাজের অগ্রগতি, বিভিন্ন প্রকল্পের উন্নযন কার্যক্রম নিয়মিত ফলোআপ ও মনিটরিং করা হয়। সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমের আর্থিক ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত কল্পে সংস্থার গঠনতান্ত্রিক ও সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি অর্থবছরে অডিট করে থাকে। সংস্থায় ২ ধরনের অডিট হয়ে থাকে। প্রথমত সংস্থার অভ্যন্তরীন অডিট সেকশনের মাধ্যমে প্রতি তিন মাস পরপর শাখার ঋণ কার্যক্রমের নিরীক্ষণ সম্পাদন করা । দ্বিতীয়ত, সরকার অনুমোদিত চাটার্ড একাউন্টেন্ট ফার্মের মাধ্যমে সংস্থার সকল প্রকল্পের প্রতি অর্থ বছরের আয়ব্যয় হিসাব ও কার্যক্রমের বার্ষিক অডিট সম্পাদন করা হয়। প্রতি শাখা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সংস্থার ৪ জন অডিট অফিসার বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী পালাক্রমে শাখার ঋণ কার্যক্রম যাচাই ও সমিতি পরিদর্শনের মাধ্যমে অডিট সম্পাদন করেছে।
অডিট সেকশন সংস্থার শাখা ভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও সমস্যাদি চিহ্নিত করে এবং সমস্যাসমূহ সমাধানে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সুপারিশ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে যথাসময়ে অবহিত করা হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে অডিট সম্পাদনের মাধ্যমে সংস্থার ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে আর্থিক ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা ও সঠিকতা নিশ্চিত হচ্ছে। অডিটে চিহ্নিত ত্রুটিসমূহ নিরসনে পরবর্তী আর্থিক বছরে বিশেষ গুরত্ব সহকারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সংস্থার প্রতিমাসে সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের মিটিং, প্রকল্প বাস্তবাযন কমিটির মিটিং, প্রতিটি প্রকল্পের পৃথক মাসিক ও ত্রৈমাসিক মিটিং সম্পাদনের মাধ্যমে কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। এসব মিটিং এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সঠিক নির্দেশনা দেওয়া হয়।

### অডিট কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে অর্জিত সফলতা ঃ

- শাখার এমআইএস ও এআইএস ডকুমেন্টস্ ও তথ্য হালনাগাদ হচ্ছে।
- স্টাফদের অনিয়ম করার প্রবনতা কমেছে।
- শাখা পর্যায়ে ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে গতিশীলতা বেড়েছে
- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সম্পাদিত হচ্ছে।
- সংস্থার ঋণ কার্যক্রমে সদস্যের অধিকার নিশ্চিত হচ্ছে। সঞ্চয় ও ঋণ কিস্তির হিসাবে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- শাখার আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উত্তরোত্তর দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সংস্থার নির্বাহী প্রধান ও সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট শাখা ও সমিতি পর্যায়ের তথ্য অবগত হচ্ছে ও যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সমস্যাগুলো দূরীভূত হচ্ছে।
- শাখার কর্মীদের কাজের দায়- দায়িত্ব সর্ম্পকে সচেতনতা ও দক্ষতা বেড়েছে।

## সংস্থার বর্তমান কর্মরত জনবল তথ্য :

| ক্রমিক | কর্মসূচী/প্রকল্পের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী | ২৩২ | ৩৩ | ২৬৫ |
| ২ | চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প - IV ( সামাজিক ও জীবিকায়ন কম্পোনেন্ট) (প্যারামে-২, কৃষি ডিপ্লো-২, মৎস্য-২, প্রাণিসম্পদ ডিপ্লো-২ জনসহ অন্যান্য) | ১৬ | ৩৬ | ৫২ |
| ৩ | ব্র্যাক-ইএসপি শিক্ষা কর্মসূচী (শিক্ষা সুপারভাইজার-১, কর্মসূচী সংগঠক-৩ ও শিক্ষিকা-৪৫ জন) | ৪ | ৫৯ | ৬৩ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৪ | কৃষি ইউনিট ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট (কৃষি, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য কর্মকর্তা) | ৩ | - | ৩ |
| ৫ | খাদ্য নিরাপত্তা ২০১২ বাংলাদেশ- উজ্জিবিত অতিদরিদ্র কর্মসূচী (প্যারামেডিক-৫ ও কৃষি ডিপ্লোমা ৩ জন) | ৬ | ৩ | ৯ |
| ৬ | সমৃদ্ধি কর্মসূচী (প্যারামেডিক-২ জন, স্বাস্থ্য পরিদর্শক- ১৪ জন (মহিলা), শিক্ষিকা- ৩৫ জন) | ৭ | ৪৯ | ৫৬ |
| ৭ | সমন্বিত বীমা উন্নয়ন সেক্টর প্রজেক্ট (প্যারামেডিক-২) | ১ | ১ | ২ |
| ৮ | সাগরিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টার (৩ এমবিবিএস, ১ প্যাথলজী টেকনোলজীস্ট ও ) | ৩ | ২ | ৫ |
| ৯ | সাংস্কৃতিক উন্নয়ন কর্মসূচী | ৩ | - | ৩ |
| ১০ | প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি | ১ | - | ১ |
| ১১ | সংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি | ১ | - | ১ |
| ১২ | সাগরিকা গ্রামীণ স্যানিটেশন কেন্দ্র | ১ | - | ১ |
| ১৩ | সংস্থার চুক্তিভিত্তিক ও মাস্টাররোল এর আওতায় | ৪ | ২১ | ২৫ |
| | **মোট** | ২৮২ | ২০৪ | ৪৮৬ |

## প্রতিষ্ঠাতা পরিচালকের মৃত্যু বার্ষিকী পালন :

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালকের মৃত্যু বার্ষিকী আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ এ,এইচ,এম খায়রুল আনম চৌধুরী সেলিম, উপজেলা চেয়ারম্যান, সুবর্ণচর, নোয়াখালী

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন জনাব মো: রুহুল মতিন, নির্বাহী পরিচালক, সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

৮ নভেম্বর সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মরহুম ফজলুল হক (হক সাহেব) এর ২১তম মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা হয়। মৃত্যু বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের উদ্দেশ্যে এই দিন সংস্থায় সাধারণ ছুটি থাকে। প্রতি বছরের মত ৮ নভেম্বর '২০১৬ তারিখে পবিত্র কুরআন খানি, মিলাদ মাহফিল, কবর জিয়ারত ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদায় সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালকের মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা হয়। আলোচনা সভার শুরুতে মরহুমসহ সাধারণ পরিষদ ও পরিচালনা পরিষদের প্রয়াত সকলের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করে প্রার্থনা করা হয়। সভায় সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জনাব মো: মোনায়েম খান সভাপতিত্ব করেন। আলোচনা সভায় বক্তাগণ এই মহান সমাজ সেবকের সমাজের উন্নয়নে তাঁর বিভিন্ন অবদানের উপর স্মৃতিচারণ করে তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। আলোচকগণ তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে সংস্থার সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মীবৃন্দকে সংস্থার ঋণ কার্যক্রমসহ সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করার ও সমাজের নেতৃবৃন্দকে সামাজিক পর্যায়ে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনায় অবদান রাখার জন্য আহবান জানান।

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| বক্তব্য রাখেন সভার সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মোনায়েম খান, অধ্যক্ষ, সৈকত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ | বক্তব্য রাখেন সংস্থার সহ-সভাপতি জনাব শামছুজ্জামন নিজাম,প্রধান শিক্ষক, চরবাটা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | বক্তব্য রাখেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক জনাব মো: মীজানুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক, সৈকত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ |

## সংস্থার ব্যবস্থাপনা কমিটি বিষয়ক তথ্য :

| ব্যবস্থাপনা স্তর | পুরুষ | মহিলা | মোট |
|---|---|---|---|
| সাধারণ পরিষদ | ১৩ | ১৩ | ২৬ |
| কার্যনির্বাহী পরিষদ | ০৪ | ০৩ | ০৭ |
| অ্যাডভাইজরী পরিষদ | ০৪ | ০১ | ০৫ |
| ব্যবস্থাপনা পরিষদ | ০৭ | - | ০৭ |

## সংস্থার বর্তমান কর্মরত জনবল তথ্য :

| ক্রমিক | কর্মসূচী/প্রকল্পের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী | ২৩২ | ৩৩ | ২৬৫ |
| ২ | চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প - IV ( সামাজিক ও জীবিকায়ন কম্পোনেন্ট) (প্যারামে-২, কৃষি ডিপ্লো-২, মৎস্য-২, প্রাণিসম্পদ ডিপ্লো-২ জনসহ অন্যান্য) | ১৬ | ৩৬ | ৫২ |
| ৩ | ব্র্যাক-ইএসপি শিক্ষা কর্মসূচী (শিক্ষা সুপারভাইজার-১, কর্মসূচী সংগঠক-৩ ও শিক্ষিকা-৪৫ জন) | ৪ | ৫৯ | ৬৩ |
| ৪ | কৃষি ইউনিট ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট (কৃষি, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য কর্মকর্তা) | ৩ | - | ৩ |
| ৫ | খাদ্য নিরাপত্তা ২০১২ বাংলাদেশ- উজ্জিবিত অতিদরিদ্র কর্মসূচী (প্যারামেডিক-৫ ও কৃষি ডিপ্লোমা ৩ জন) | ৬ | ৩ | ৯ |
| ৬ | সমৃদ্ধি কর্মসূচী (প্যারামেডিক-২ জন, স্বাস্থ্য পরিদর্শক- ১৪ জন (মহিলা), শিক্ষিকা- ৩৫ জন) | ৭ | ৪৯ | ৫৬ |
| ৭ | সমন্বিত বীমা উন্নয়ন সেক্টর প্রজেক্ট (প্যারামেডিক-২) | ১ | ১ | ২ |
| ৮ | সাগরিকা কমিউনিটি হেল্‌থ ক্লিনিক (৩ এমবিবিএস, ১ প্যাথলজী টেকনোলজীস্ট ও ) | ৩ | ২ | ৫ |
| ৯ | সাংস্কৃতিক উন্নয়ন কর্মসূচী | ৩ | - | ৩ |
| ১০ | প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি | ১ | - | ১ |
| ১১ | সংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি | ১ | - | ১ |
| ১২ | সাগরিকা গ্রামীণ স্যানিটেশন কেন্দ্র | ১ | - | ১ |
| ১৩ | সংস্থার চুক্তিভিত্তিক ও মাস্টাররোল এর আওতায় | ৪ | ২১ | ২৫ |
| | **মোট** | ২৮২ | ২০৪ | ৪৮৬ |

## সংস্থার সাধারণ ও কার্যকরী কমিটি :

সংস্থার অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক ২টি সভা যথাক্রমে ৩১/১২/২০১৬ তারিখে অর্ধবার্ষিক ও ২১/০৭/২০১৭ তারিখে ৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে । পরিচালনা পর্ষদের সভা প্রতি ২ মাসে ১টি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংস্থার বিশেষ প্রয়োজনে পরিচলনা পর্ষদ একাধিক সভা আহবান ও অনুষ্ঠান করে থাকেন। ০১/০৭/২০১৫ তারিখ থেকে ৩০/০৬/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ৩ বৎসর মেয়াদের জন্য ০৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি নির্বাচিত হয়েছে। নোয়াখালী জেলা সমাজ সেবা কর্তৃক কার্যকরী কমিটি অনুমোদন দেয়া হয়েছে। অনুমোদিত কমিটির তালিকা নিম্নের সারণীতে দেয়া হল।

বার্ষিক সাধারণ সভার প্রারম্ভে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা ও সংস্থার উত্তোলন করা হচ্ছে।

সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মরহুম ফজলুল হক (হক সাহেব) সহ সাধারণ, উপদেষ্টা পরিষদ ও পরিচালনা পরিষদের প্রয়াত সকলের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে ১ মিনিট নিরভতা সহকারে প্রার্থনা করা হচ্ছে।

## সংস্থার কার্যকরী কমিটি :

| ক্রমিক | নাম | পদবী | ঠিকানা |
|---|---|---|---|
| ১ | মোহাম্মদ মোনায়েম খান | সভাপতি | গ্রাম:- পুর্ব চরবাটা, পোষ্ট:-আনছার মিয়ার হাট, উপজেলা-সুবর্ণচর, জেলা-নোয়াখালী। |
| ২ | মো: শামছুজ্জামান নিজাম | সহ- সভাপতি | গ্রাম:- মধ্য চরবাটা, পোষ্ট:-চরবাটা, উপজেলা-সুবর্ণচর, জেলা-নোয়াখালী। |
| ৩ | মীজানুর রহমান | সাধারণ সম্পাদক | গ্রাম-মধ্য চরবাটা, পোষ্ট:-চরবাটা, উপজেলা-সুবর্ণচর, জেলা-নোয়াখালী। |
| ৪ | প্রীতি রানী দাস | সহ-সাধারণ সম্পাদক | গ্রাম :- বজলুল করিম, পোষ্ট:-চরবাটা, উপজেলা-সুবর্ণচর, জেলা-নোয়াখালী। |
| ৫ | শ্রীমতি শ্যামলী দাস | কোষাধ্যক্ষ | গ্রাম:-চর আমানুল্যা, পোঃ-চরবাটা উপজেলা-সুবর্ণচর, জেলা-নোয়াখালী। |
| ৬ | হরেন্দ্র মজুমদার | সদস্য | গ্রাম- চরবাটা, পোষ্ট:-চরবাটা, উপজেলা-সুবর্ণচর, জেলা-নোয়াখালী। |
| ৭ | রোকেয়া বেগম | সদস্য | গ্রাম-দক্ষিণ কচ্ছপিয়া,পোষ্ট:-হাবিবুল্লাহ মিয়ার হাট, উপজেলা-সুবর্ণচর, জেলা-নোয়াখালী। |

বিগত অর্ধ্ব বার্ষিকী সভার কার্যবিবরণী পাঠ

সভায় সংস্থার সার্বিক অগ্রগতি ও বর্তমান

সংস্থার সকল কর্মসূচির তথ্য ও সংক্ষিপ্ত

| | | |
|---|---|---|
| করছেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক জনাব মো: মীজানুর রহমান। | অবস্থা বর্ণনা করে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: রুহুল মতিন । | প্রামাণ্যচিত্র মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপনের মাধ্যমে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার সহকারি পরিচালক জনাব মো: সাইফল ইসলাম। |

**সাধারণ পরিষদের সম্মানীয় সদস্য/সদস্যাবৃন্দের তালিকা :**

| ক্রমিক নং | সাধারণ পরিষদের সদস্যদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | পদবী |
|---|---|---|---|
| ১ | মোহাম্মদ মোনায়েম খান | মোহা: আলী আহাম্মদ | সভাপতি |
| ২ | মো: শামছুজ্জামান নিজাম | মৃত-দীন মোহাম্মদ | সহ-সভাপতি |
| ৩ | মীজানুর রহমান | মৃত-আবুল কালাম আজাদ | সাধারণ সম্পাদক |
| ৪ | প্রীতি রানী দাস | চিরু রঞ্জন দাস | সহ-সাধারণ সম্পাদক |
| ৫ | শ্যামলী দাস (লিলি) | রাম চন্দ্র দাস | কোষাধ্যক্ষ |
| ৬ | হরেন্দ্র কুমার মজুমদার | হেমন্ত কুমার মজুমদার | সদস্য |
| ৭ | রোকেয়া বেগম | মোহা: শামছুল হক | সদস্য |
| ৮ | মোহাম্মদ মোস্তফা | মৌলভী ছালামত উল্যাহ | উপদেষ্টা সভাপতি |
| ৯ | বাবু দিলীপ চন্দ্র দাস | বরধা কান্ত দাস | উপদেষ্টা সদস্য |
| ১০ | মাও: কেফায়েত উল্যাহ | মৃত-মাওলানা নুর উল্যাহ | উপদেষ্টা সদস্য |
| ১১ | প্রতিমা রানী দাস | কর্ণজিত দাস | উপদেষ্টা সদস্য |
| ১২ | জনাবা মায়মুনা বেগম | মৃত-মোহাঃ ফজলুল হক | উপদেষ্টা সদস্য |
| ১৩ | মিসেস নাছিম বানু | মৃত- এ.কে.এম আবুল কাশেম | আজীবন সদস্য |
| ১৪ | মোহা: রুহুল মতিন | মৃত-মাষ্টার আলী আহাম্মদ | আজীবন সদস্য |
| ১৫ | মোহাম্মদ আবদুল্যাহ | মোহা: মুরশেদ আলম | সদস্য |
| ১৬ | গন্ধ্য রানী দাস | হিরলাল চন্দ্র দাস | সদস্য |
| ১৭ | জনাব গোলাম মাওলা | মৃত-মুন্সি আবদুল কাদের | সদস্যা |
| ১৮ | মোহা: ইস্রাইল | মৃত-হাজী আলী আজ্জম | সদস্য |
| ১৯ | শাহিদা আক্তার মিলি | এ.কে.এম ফখরুল ইসলাম | সদস্য |
| ২০ | বাবু গৌরাঙ্গ চন্দ্র দাস | মৃত জোতেন্দ্র কুমার দাস | সদস্য |
| ২১ | শুধাংশু মোহন মজুমদার | মৃত-প্রমন্ত কুমার মজুমদার | সদস্য |
| ২২ | হোছনেয়ারা বেগম | মো: আবদুল্যাহ মুন্সী | সদস্য |
| ২৩ | লায়লা বেগম | চোট্টু মিয়া | সদস্য |
| ২৪ | মনোয়ারা বেগম | মৃত-আবদুল হালিম | সদস্য |
| ২৫ | শিল্পী রানী মজুমদার | ধর্মরাজ মজুমদার | সদস্য |
| ২৬ | মারজানা আকতার | মোহা: সাহাব উদ্দিন | সদস্য |

৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপণি বক্তব্য রাখছেন সংস্থার সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মোনায়েম খান।

সর্বশেষ সদস্যদের মধ্যে উপহার সামগ্রী বিতরণ হচ্ছে।

## ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সংস্থার বার্ষিক আর্থিক বিবরণী ও ২০১৭-১৮ বাজেট বরাদ্দ তথ্য :

| ক্রমিক | কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম | বাজেট বরাদ্দ | প্রকৃত খরচ | ২০১৬-১৭ বাজেট বরাদ্দ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচী | ১৫৯,২৪৪,৩৬৯ | ১৪৪,০৫৯,৯৭৯ | ১৯৩,৯০০,৫৪৬ |
| ২ | ব্র্যাক-ইএসপি শিক্ষা কর্মসূচী | ২,৯৩১,৮৯১ | ২,৯২৩,১০৫ | ৩,০৪৫,২০০ |
| ৩ | সিডিএসপি-ওঠ সামাজিক ও জীবিকায়ন সহায়তা কম্পোন্যান্ট প্রকল্প | ৯,৬৫৩,৩৯২ | ৮,১৫৮,৬৫১ | ৪,৪৭৮,৮১৬ |
| ৪ | এ্যানহেনসিং গভর্নেন্স এ্যান্ড ক্যাপাসিটি অব সার্ভিস প্রোভাইডার্স এ্যান্ড সিভিল সোসাইটি ইন ওয়াটার সাপ্লাই এ্যান্ড স্যানিটেশন সেক্টর প্রকল্প | ৭১৩,১৩৬ | ৬৮৩,৭৪১ | - |
| ৫ | কৃষি ইউনিট ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট | ২,৪৫৩,৭২০ | ২,৩৭১,৩৯৩ | ১,৩৬৯,১৪৫ |
| ৬ | প্রাণিসম্পদ ইউনিট | | | ১,৬১১,৮৪০ |
| ৭ | মৎস ইউনিট | | | ১,০৯০,৮৫০ |
| ৮ | খাদ্য নিরাপত্তা ২০১২ বাংলাদেশ- উজ্জিবিত অতিদরিদ্র কর্মসূচী (ইউপিপি) | ৩,৪৩৫,০৬০ | ৩,৭১৯,৪৮৯ | ৪,৬৫৪,০০০ |
| ৯ | সমৃদ্ধি কর্মসূচী | ৩,৯২০,৭৬০ | ৪,৪৬৮,২১০ | ৫,২১৬,০৬৫ |
| ১০ | কেজিএফ প্রোগ্রাম | ৯৮০,৯০০ | ৬৬০,৪২৭ | ৪২৮,৮০০ |
| ১১ | সমন্বিত বীমা উন্নয়ন সেক্টর প্রজেক্ট (চরবাটা ও চরআমানউল্যা শাখা) | ৪৫০,০০০ | ৩০২,৪৪৬ | ৪৩৭,৮০০ |
| ১২ | সাগরিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টার | ১,৩৪৬,৯০০ | ২,২৬৪,২১৪ | ৩,০৪৫,২০০ |
| ১৩ | শিক্ষাবৃত্তি | ৭৫০,০০০ | ৭৯৬,৫০৯ | ১,০০০,০০০ |
| ১৪ | সাংস্কৃতিক উন্নয়ন কর্মসূচী | ৩১০,০০০ | ১০৬,৯০০ | ৪০০,০০০ |
| ১৫ | সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচী | ৫৮০,০০০ | ৩৯৬,৫০৯ | ৪০০,০০০ |
| ১৬ | জেনারেল ফান্ড | ২,৩২৮,৬৬১ | ১,৪৩২,৮৪৬ | ১,৬৭৬,৬৩০ |
| ১৭ | সাগরিকা ভিএসসি কেন্দ্র | ৩০১,৩৫০ | ২৩১,২৪৬ | ২৭৬,৮৪৪ |
| ১৮ | প্রবীণ কল্যাণ কর্মসূচী | | | ১,৩৭০,৬০০ |
| ১৯ | উন্নত জাতের ভেড়া পালন ও প্রজনন প্রকল্প | | | ৩,৩৭০,৪০০ |
| ২০ | সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচী | | | ১,৫৬৬,০০০ |
| | **মোট** | ১৮৯,৪০০,১৩৯ | ১৭২৫৭৫৬৬৫ | ২২৯,৩৩৮,৭৩৬ |

## হিসাব বিভাগ :

যে কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্মসূচী সফলভাবে পরিচালনার জন্য হিসাব ব্যবস্থাপনা খুবই গুরত্বপূর্ণ। সুশৃংখল হিসাব ব্যবস্থাপনা ছাড়া কোন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান অগ্রগতি সাধন করতে পারে না। সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও কর্ম সংস্থানের লক্ষ্যে সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচীর পাশাপাশি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী ১৯৯৩ সন থেকে বাস্তবায়ন কওে আসছে। শুরুতে নোয়াখালী জেলাতে এ কর্মসূচী বাস্তবায়িত হলে ও ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম দেশের অন্যান্য দারিদ্র পীড়িত জেলাতে বিস্তৃত হচ্ছে। সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী পরিচালনার জন্যে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি কর্তৃক অনুমোদিত একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। সঠিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতা মূলক হিসাব রক্ষন এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য । এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে হিসাব বিভাগ কাজ কওে আসছে। সুষ্ঠুভাবে হিসাব ব্যবস্থাপনার জন্য সংস্থার একটি ফিন্যান্স ম্যানুয়াল আছে । ম্যানুয়ালটিতে প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মসূচী/প্রকল্পের স্বতন্ত্র হিসাব পদ্ধতি এবং কর্মসূচী/প্রকল্পের হিসাব প্রধান অফিসের হিসাবের সাথে একীভুত করার নিয়মাবলী সন্নিবেশিত আছে । সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা বিভিন্ন প্রজেক্ট, প্রোগ্রাম এবং শাখা অফিসের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। হিসাব সত্ত্বার দিক থেকে সংস্থা প্রজেক্ট, প্রোগ্রাম ও শাখা অফিসে পৃথকভাবে হিসাব ব্যবস্থাপনা হচ্ছে। প্রধান অফিসের হিসাব বিভাগ কর্তৃক সকল হিসাব বিভাগ নিয়ন্ত্রন করা হয়।

সংস্থার প্রধান হিসাবরক্ষক

হিসাব বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

## ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সংস্থার বার্ষিক আর্থিক বিবরণী ও ২০১৭-১৮ বাজেট বরাদ্দ তথ্য :

| ক্রমিক | কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম | বাজেট বরাদ্দ | প্রকৃত খরচ | ২০১৬-১৭ বাজেট বরাদ্দ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচী | ১৫৯,২৪৪,৩৬৯ | ১৪৪,০৫৯,৯৭৯ | ১৯৩,৯০০,৫৪৬ |
| ২ | ব্র্যাক-ইএসপি শিক্ষা কর্মসূচী | ২,৯৩১,৮৯১ | ২,৯২৩,১০৫ | ৩,০৪৫,২০০ |
| ৩ | সিডিএসপি-ওঠ সামাজিক ও জীবিকায়ন সহায়তা কম্পোন্যান্ট প্রকল্প | ৯,৬৫৩,৩৯২ | ৮,১৫৮,৬৫১ | ৪,৪৭৮,৮১৬ |
| ৪ | এ্যানহেনসিং গভর্নেন্স এ্যান্ড ক্যাপাসিটি অব সার্ভিস প্রোভাইডার্স এ্যান্ড সিভিল সোসাইটি ইন ওয়াটার সাপ্লাই এ্যান্ড স্যানিটেশন সেক্টর প্রকল্প | ৭১৩,১৩৬ | ৬৮৩,৭৪১ | - |
| ৫ | কৃষি ইউনিট ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট | ২,৪৫৩,৭২০ | ২,৩৭১,৩৯৩ | ১,৩৬৯,১৪৫ |
| ৬ | প্রাণিসম্পদ ইউনিট | | | ১,৬১১,৮৪০ |
| ৭ | মৎস ইউনিট | | | ১,০৯০,৮৫০ |
| ৮ | খাদ্য নিরাপত্তা ২০১২ বাংলাদেশ- উজ্জিবিত অতিদরিদ্র কর্মসূচী (ইউপিপি) | ৩,৪৩৫,০৬০ | ৩,৭১৯,৪৮৯ | ৪,৬৫৪,০০০ |
| ৯ | সমৃদ্ধি কর্মসূচী | ৩,৯২০,৭৬০ | ৪,৪৬৮,২১০ | ৫,২১৬,০৬৫ |
| ১০ | কেজিএফ প্রোগ্রাম | ৯৮০,৯০০ | ৬৬০,৪২৭ | ৪২৮,৮০০ |
| ১১ | সমন্বিত বীমা উন্নয়ন সেক্টর প্রজেক্ট (চরবাটা ও চরআমানউল্যা | ৪৫০,০০০ | ৩০২,৪৪৬ | ৪৩৭,৮০০ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | শাখা) | | | |
| ১২ | সাগরিকা কমিউনিটি হেল্‌থ ক্লিনিক | ১,৩৪৬,৯০০ | ২,২৬৪,২১৪ | ৩,০৪৫,২০০ |
| ১৩ | শিক্ষাবৃত্তি | ৭৫০,০০০ | ৭৯৬,৫০৯ | ১,০০০,০০০ |
| ১৪ | সাংস্কৃতিক উন্নয়ন কর্মসূচী | ৩১০,০০০ | ১০৬,৯০০ | ৪০০,০০০ |
| ১৫ | সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচী | ৫৮০,০০০ | ৩৯৬,৫০৯ | ৪০০,০০০ |
| ১৬ | জেনারেল ফান্ড | ২,৩২৮,৬৬১ | ১,৪৩২,৮৪৬ | ১,৬৭৬,৬৩০ |
| ১৭ | সাগরিকা ভিএসসি কেন্দ্র | ৩০১,৩৫০ | ২৩১,২৪৬ | ২৭৬,৮৪৪ |
| ১৮ | প্রবীণ কল্যান কর্মসূচী | | | ১,৩৭০,৬০০ |
| ১৯ | উন্নত জাতের ভেড়া পালন ও প্রজনন প্রকল্প | | | ৩,৩৭০,৪০০ |
| ২০ | সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচী | | | ১,৫৬৬,০০০ |
| | **মোট** | **১৮৯,৪০০,১৩৯** | **১৭২৫৭৫৬৬৫** | **২২৯,৩৩৮,৭৩৬** |

## সংস্থার মাইক্রোফিন্যান্স এর অডিট ব্যালেন্সশীট:

AKHTAR AMIR & CO.
Chartered Accountants

**SAGARIKA SAMAJ UNNAYAN SANGSTHA (SSUS)**
**Micro Credit Program**
**Funded by: Palli Karma Shahayak Foundation (PKSF)**
**Statement of Financial Position**
**As at June 30, 2017**

| Particulars | Notes | Amount in Taka | |
|---|---|---|---|
| | | 2016-2017 | 2015-2016 |
| **Properties & Assets :** | | | |
| **A.Non-Current Assets:** | | | |
| Property, Plant & Equipment | 6.00 | 24,506,499.00 | 17,176,466.95 |
| Investment on FDR | 7.00 | 43,403,255.00 | 33,076,014.00 |
| **Total Non-Current Assets** | | **67,909,754.00** | **50,252,480.95** |
| **Current Assets:** | | | |
| Loan to Members | 8.00 | 854,123,366.00 | 631,702,727.00 |
| Accounts Receivable | 9.00 | 9,097,435.00 | 6,458,087.00 |
| Interest Receivable on FDR | 10.00 | 1,366,535.75 | 1,410,010.00 |
| Staff Loan | 11.00 | 3,868,021.00 | 4,318,942.00 |
| Advance, Deposits & Prepayments | 12.00 | 1,116,000.00 | 506,850.00 |
| Staff Misappropiet | 13.00 | - | - |
| **Cash & Bank Balance:** | 14.00 | **13,106,167.80** | **3,583,947.80** |
| Cash in Hand | 14.01 | 4,715,913.40 | 393,285.40 |
| Cash at Bank | 14.02 | 8,390,254.40 | 3,190,662.40 |
| **Total Current Assets** | | **882,677,525.55** | **734,893,006.55** |
| **Total Property and Assets:** | | **950,587,279.55** | **785,145,487.49** |
| **Capital Fund & Liabilities:** | | | |
| Capital Fund | | | |
| Cumulative Surplus | 15.00 | 173,011,402.74 | 147,449,924.00 |
| Statutory Reserve Fund | 16.00 | 19,223,489.00 | 16,383,324.86 |
| Total Capital Fund | | **192,234,891.74** | **163,833,248.86** |
| **B. Long Term Liabilities:** | | | |
| Loan from PKSF | 17.00 | 99,916,666.00 | 102,900,000.00 |
| **Total Long Term Liabilities** | | **99,916,666.00** | **102,900,000.00** |
| **C. Current Liabilities:** | | | |
| Members Savings Deposits | 18.00 | 335,208,091.00 | 225,942,045.00 |
| Accounts Payable | 19.00 | - | 15,936.00 |
| Loan Loss Provision(LLP) | 20.00 | 11,299,957.00 | 9,662,003.60 |
| Disaster Management Fund (DMF) | 21.00 | - | - |
| Provission For Expence | 22.00 | 3,368,443.00 | 480,688.00 |
| Tax & Vat | 23.00 | 14,446.00 | 1,230.00 |
| Loan From Other Source | 24.00 | 149,324,750.00 | 74,035,000.00 |
| Member Welfare Fund | 25.00 | 18,283,506.00 | 13,594,127.00 |
| Samredee Fund | 26.00 | 3,806,807.00 | 2,418,775.00 |
| Inactive Member Saving | 27.00 | 263,055.00 | |
| Amount Payable to PKSF within next 12 months | - | 136,866,667.00 | 105,349,992.00 |
| **Total Current Liabilities** | | **658,435,722.00** | **431,499,796.60** |
| **Total Liabilities and Fund** | | **950,587,279.74** | **698,233,045.46** |

**Chief Accountant** | **Executive Director**

Signed as per our separate report
1

AKHTAR AMIR & CO.
Chartered Accountants

Date: 24 August, 2017



AKHTAR AMIR & CO. Dhaka Chartered Accountants

## সংস্থার কনসোলিডেটেড অডিট ব্যালেন্সশীট:

AKHTAR AMIR & CO.
Chartered Accountants

## SAGARIKA SAMAJ UNNAYAN SANGSTHA (SSUS)
### Consolidated Statement of Financial Position
### As at June 30, 2017

| Particulars | Notes | Amount in Taka | |
|---|---|---|---|
| | | 2016-2017 | 2015-2016 |
| **Property & Assets:** | | | |
| **Non-Current Assets:** | | | |
| Property,plant & Equipement | 5.00 | 33,719,812 | 25,381,440 |
| HBA/Ravix vaccine | 6.00 | 22,824 | 23,726 |
| Investment | 7.00 | 48,060,346 | 42,471,248 |
| **Current Assets:** | | | |
| Loan to Beneficiries | 8.00 | 854,123,366 | 631,702,727 |
| Loan to Micro credit program | 9.00 | 24,620,000 | 35,435,000 |
| Loan to other projects | 10.00 | 30,611,000 | 2,595,000 |
| Accounts Receivable | 11.00 | 9,223,341 | 6,460,728 |
| Interest Receivable on FDR | 12.00 | 1,446,328 | 1,751,179 |
| Advance,Deposits & prepayments | 13.00 | 1,511,000 | 676,850 |
| Misappropriation Fund ( BY Staff) | 14.00 | - | - |
| Loan to Staff | 15.00 | 9,070,621 | 7,256,942 |
| Stock (Sanitation materials) | 16.00 | 68,861 | 65,738 |
| Petty cash | 17.00 | 10,000 | 10,000 |
| Cash and Bank Balance | 18.00 | 13,925,004 | 4,683,269 |
| **Total Property & Assets:** | | **1,026,412,502** | **758,513,847** |
| | | | |
| **Fund and Liabilities:** | | | |
| **Capital Fund:** | | | |
| Cumulative Surplus | 19.00 | 245,213,209 | 204,729,476 |
| Statatury Reserve Fund | 20.00 | 19,223,489 | 16,383,325 |
| Loan from PKSF | 21.00 | 99,916,666 | 102,900,000 |
| **Current Liabilities:** | | | - |
| Loan from Other projects | 22.00 | 152,869,750 | 76,985,000 |
| Provision for Expenses | 23.00 | 3,384,828 | 491,938 |
| Members Savings Deposits | 24.00 | 335,208,091 | 225,942,044 |
| Loan Loss Provision | 25.00 | 11,299,957 | 9,662,004 |
| Inactive Member's Savings | 26.00 | 263,055 | - |
| Accounts Payable | 27.00 | 55,211 | 55,936 |
| Member Welfare Fund | 28.00 | 18,283,506 | 13,594,127 |
| Samredee Fund | 29.00 | 3,806,807 | 2,418,775 |
| Payable to PKSF within next 12 months | 21.00 | 136,866,667 | 105,349,992 |
| Tax & Vat payable | 30.00 | 21,266 | 1,230 |
| **Total Fund and Liabilities** | | **1,026,412,502** | **758,513,847** |

**Chief Accountant**

**Executive Director**

Signed as per our separate report.

**Dhaka**
**24 August, 2017**

**AKHTAR AMIR & CO.**
**Chartered Accountants**



AKHTAR AMIR & CO. Dhaka Chartered Accountants

**সংস্থার কনসোলিডেটেড ফিক্সড এসেটস তথ্যশীট:**

**SAGARIKA SAMAJ UNNAYAN SANGSTHA**
**CONSOLIDATED SCHEDULE OF FIXED ASSETS**
**As at June 30, 2017**

Annexure-A

| Particular | Cost | | | | Rate | Depreciation | | | | | Written down value as at 30 June, 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Opening Value as on 1st July, 2016 | Disposal / Transfer | FY Purchaes | Closing Value as on 30 June, 2017 | | Opening Value as on 1st July, 2016 | Disposal / Transfer Depreciation | Opening Balance after disposal | Depreciation during the year | Closing Value as on 30 June, 2017 | |
| Land | 4,628,575 | | 750,000 | 5,378,575 | 0% | - | | - | | - | 5,378,575 |
| Semi Building | 5,344,360 | - | - | 5,344,360 | 15% | 2,873,430 | | 2,873,430 | 373,043 | 3,246,473 | 2,097,887 |
| Furniture | 3,479,218 | 577,998 | 459,854 | 3,361,074 | 10% | 1,103,911 | 220,286 | 883,625 | 246,539.88 | 1,130,165 | 2,230,909 |
| Bicycle | 335,563 | 212,468 | - | 123,095 | 15% | 262,638 | 204,203 | 58,435 | 9,699.00 | 68,134 | 54,961 |
| Mobail | 238,506 | 194,450 | 18,123 | 62179 | 15% | 88,157 | 74,154 | 14,003 | 7,893.65 | 21,897 | 40,282 |
| Computer | 3,694,567 | 1,119,296 | 341,024 | 2,916,295 | 20% | 1,828,162 | 804,588 | 1,023,574 | 378,544.20 | 1,402,118 | 1,514,177 |
| Office Equipment | 571,868 | 36,170 | 190,768 | 726466 | 20% | 234,163 | 6,750 | 227,413 | 99,810.54 | 327,224 | 399,242 |
| Genarator | 35,690 | 35,690 | - | 0 | 20% | 25,749 | 25,749 | - | - | - | - |
| Micro Bus | 2,660,430 | - | - | 2660430 | 20% | 1,875,836 | | 1,875,836 | 156,919 | 2,032,755 | 627,675 |
| Televission | 286,089 | - | 9,450 | 295539 | 20% | 117,354 | | 117,354 | 35,637 | 152,991 | 142,548 |
| Softwer | 1,623,272 | - | 67,163 | 1690435 | 20% | 598,663 | | 598,663 | 218,354 | 817,017 | 873,418 |
| Solar | 598,994 | - | 96,480 | 695474 | 20% | 355,460 | | 355,460 | 68,003 | 423,462 | 272,012 |
| Health instrument | 208,000 | - | - | 208000 | 20% | 74,880 | | 74,880 | 26624 | 101,504 | 106,496 |
| Building | 5,944,143 | - | 8,570,933 | 14515076 | 20% | 140,807 | | 140,807 | 2,496 | 143,302 | 14,371,774 |
| House ( Tin Shed Building) | 2,705,911 | - | - | 2705911 | 20% | 1,677,161 | | 1,677,161 | 205,750 | 1,882,911 | 823,000 |
| Motor-Cycle | 162,995 | - | - | 162995 | 20% | 101,793 | | 101,793 | 12,240 | 114,033 | 48,962 |
| Camera | 34,200 | | | 34200 | 20% | 15,584 | | 15,584 | 3,723 | 19,307 | 14,893 |
| Air- Conditioner | 74,150 | - | - | 74150 | 20% | 26,694 | | 26,694 | 9,491 | 36,185 | 37,965 |
| Office Devolapment | 5,573,189 | - | - | 5573189 | 15% | 2,400,729 | | 2,400,729 | 475,869 | 2,876,598 | 2,696,591 |
| Office Decoration | 1,852,469 | | 316,296 | 2168765 | 15% | 1,042,846 | | 1,042,846 | 168,888 | 1,211,734 | 957,031 |
| Sanitation Shed | - | | | 0 | 20% | | | - | | - | - |
| Ring Forma | 14,000 | | | 14000 | 20% | 5,040 | | 5,040 | 1,792 | 6,832 | 7,168 |
| Slab Forma | 3,000 | | | 3000 | 20% | 1,080 | | 1,080 | 384 | 1,464 | 1,536 |
| Solar power Refrijarator | 396,454 | | | 396454 | 20% | 234,066 | | 234,066 | 32,478 | 266,544 | 129,910 |
| Altrasonography Machine | - | | 900,000 | 900000 | 20% | - | | - | 90,000.00 | 90,000 | 810,000 |
| ECG Machine | - | | 92,000 | 92000 | 20% | - | | - | 9,200.00 | 9,200 | 82,800 |
| **Total** | **40,465,643** | **2,176,072** | **11,812,091** | **50,101,662** | | **15,084,203** | **1,335,730** | **13,748,473** | **2,633,379** | **16,381,851** | **33,719,812** |



## সংস্থার সফলভাবে সমাপ্ত প্রকল্প/কর্মসূচী সমূহ :

সংস্থা দাতা সংস্থার অনুদান ও সহযোগিতায় বিভিন্ন কর্মসূচী সফলভাবে বাস্তবায়ন করে প্রকল্পের সফল সমাপ্তি করেছে। নিম্নের সারণীতে সমাপ্ত প্রকল্প সমূহের তালিকা দেওয়া হল।

## The Projects Completed :

| SL | Name of the programs/ projects | Name of Donors | Duration | Nature of works |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Socio-Economic Development and Disaster Management Project | Oxfam-GB | 1990-1991 | Beneficiary Training, Inputs support, Networking with service providing agencies |
| 2 | Rehabilitation program under 1991 cyclone | Oxfam-GB | 1991-1992 | Beneficiary training and Input support |
| 3 | Sanitary Latrine rehabilitation | NGO Forum for DWSS | 1992-1993 | Awareness activities and Input support |
| 4 | Socio-Economic Development and Disaster management Project | Oxfam-GB | 1991-1996 | Beneficiary Training, Inputs support, Networking with service providing agencies |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Informal Education Program (INFEP) under department of mass and primary education | UNICIEP NORAD | 1993-1997 | Adult and Adolescent Children Education |
| 6 | School-Cum-Cyclone Shelter Project | European Economic Commission (EEC). | 1994 - 1996 | Awareness and training supports |
| 7 | Gender Knowledge Networking and Human Right Intervention In Bangladesh | BLAST | 1999-2004 | Awareness of Legal Aid and Legal Education, Medication of any Conflict, Provide Legal aid Service to Torture Women, Popular Theater |
| 8 | Arsenic Mitigation Project | OXFAM | 1999-2000 | Awareness and Rain Water Harvesting as Alternate way for Safe water |
| 9 | Participatory Homestead Grading Project (PHGP), Care – LIFT | Care-Bangladesh | 2000-2004 | Utilization of the homestead grading increase their notation And Change livelihood |
| 10 | BARI | Bangladesh Government | 2004-2005 | Result Demonstration for general Beneficiaries |
| 11 | Community Based Preparedness and Risk Reduction Project in Boyer Char | Oxfam-GB | 2005-2007 | Beneficiary Training, Inputs support, Networking with service providing agencies |
| 12 | CDSP- I , BRAC-CDSP( II & III ) Projects | Royal Netherlands Embassy | 1994-2010 | Beneficiary Training, Inputs support, Networking with service providing agencies |
| 13 | SHOUHARDO Project | Care-Bangladesh | 2006-2010 | Food security & sustainability through agriculture, Nutrition, Water and Sanitation, women empower & disaster |
| 14 | Disaster Risk Redaction & vulnerable Livelihoods Project (DRR&VLH) in Caring Char | Oxfam-GB | 2009-2010 | Disaster risk reduction and alternative Livelihood |
| 15 | Improved Access to water, Sanitation and Hygiene (WASH) in coastal regions of Bangladesh | Oxfam-GB | 1 June-2010-31December-2011 | WatSan and alternative Livelihood. |
| 16 | GRIHAON | Bangladesh Bank | 2001 -2011 | Benefices Infrastructure Develop |
| 17 | Climate Change Adaptation Among Fisher Communities in Noakhali District | Planning Commission, DANIDA | January-2010-September-2012 | Training for beneficiary ' input support, Infrastructure dev. awareness building on the effects of climate change and about adaptation measures, establish linkage with service providing agencies etc. |
| 18 | Regional Fisheries and Livestock Development Project through Farmers Field School | DANIDA | Nov, 2008 to Sept, 2012 | Poverty reduction through Fisheries & live stock |
| 19 | Climate Change Adaptation | Bangladesh | November | Training , input support , household |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | among Fishing Communities of Coastal and Charland of Noakhali and Lakshmipur Districts | Climate Change Trust Fund (BCCTF) through Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF) | 2012 to October 2013 | Infrastructure dev. awareness building, establish linkage with service providing agencies etc. |
| 20 | Enhancing Governance and Capacity of Service Providers and Civil Society in Water Supply and Sanitation Sector (EGCSC in WSS) | *European Union* | 1st January 2013 to 31st December 2016. | ▪ DTW installation and repairing<br>▪ Community latrine installation<br>▪ Awareness on hygiene practice<br>▪ Enhancing Governance and Capacity of Service Providers and Civil Society |
| 21 | Char Development & Settlement Project-IV Social and Livelihoods Support Component | *The government of the Netherlands International fund for Agriculture Development (IFAD), the government of Bangladesh.* | March'2011 to February'2017 | • Group formation, micro finance and capacity building of landless poor and extreme poor 7304 households in Chanandi union of Hatiya Upazilla under Noakhali district.<br>• Health and family planning program to ensure health services and to control over population in the targeted households.<br>• Water and sanitation program to ensure access of safe water, use of sanitary latrine and to develop hygiene promotion.<br>• Homestead agriculture and value chain development program.<br>• Legal and human rights.<br>• Disaster management and climate change adaptation |

## Networking:

SSUS has always been maintaining the good relations with government offices and other non-government organization. These are as follows:

- PKSF
- BRAC
- CDSP-IV
- NGO Forum for Public Health
- Bangladesh Disaster Preparedness Center (BDPC)
- Disaster Forum
- Asian Disaster preparedness Center
- Federation of NGO Network in Bangladesh (FNB)
- Credit and Development Forum
- BRCT, IUCN, NACOM, BLAST, ALRD, IFAD
- Coast Trust (Climate Change and Adaptation)

| | | |
|---|---|---|
| সংস্থার কন্ট্রাক্ট পারসন : | মো: রুহল মতিন<br>নির্বাহী পরিচালক | গ্রাম ও পো:- চরবাটা, পো: কোড- ৩৮১৩<br>থানা- চর জব্বর, উপজেলা- সুবর্ণচর<br>জেলা-নোয়াখালী।<br>মোবাইল নং- ০১৭১১-৩৮০৮৬৪<br>ই-মেইল = matin_ssus@yahoo.com<br>ওয়েব সাইট= www.sagarika-bd.org |


## সাগরিকা প্রশিক্ষণ ভেন্যু ও এর সুবিধাদি:

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দীর্ঘ সময় কাজ করে আসছে। সংস্থার বহুমাত্রিক কাজের মধ্যে প্রশিক্ষণ একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। যে কোন কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নাই। সংস্থার মূলনীতি হচ্ছে কোন কর্মসূচি বাস্তবায়নের পূর্বে স্টাফ ও উপকারভোগী পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান বাঞ্ছনীয়। সংস্থা প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই স্টাফ ও উপকারভোগী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। বিভিন্ন প্রকল্পের প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সংস্থা জুন ২০১২ থেকে সাগরিকা প্রশিক্ষণ সেল গঠন করে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রশিক্ষণ অবহেলিত ও বঞ্চিত জন গোষ্ঠীকে আর্থিক স্বচ্ছলতা, ক্ষমতায়ন ও মর্যাদাশীল করতে সহায়তা করে।

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার চরবাটা খাসের হাট এলাকায় মনোরম ও সুবিধাজনক পরিবেশে একটি প্রশিক্ষণ ভেন্যু ও কয়েকটি গেস্ট রুম রয়েছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যে সব সুযোগ সুবিধা রয়েছে তার বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হল।

**প্রশিক্ষণ ভেন্যুর সুযোগ সুবিধাদি :**

<table>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>সাগরিকা প্রশিক্ষণ কক্ষ</td>
<td>ভিআইপি এসি কক্ষ</td>
</tr>
</table>

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার প্রশিক্ষণ ভ্যেন্যুতে সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্পের স্টাফ ও উপকারভোগীদের আবাসিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সভা ও সেমিনার বাস্তবায়ন করা হয় । তাছাড়া বাহিরের প্রতিষ্ঠান/সংস্থা এই ভেণ্যুতে আবাসিক ও অনাবাসিক প্রশিক্ষণ সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারে । প্রশিক্ষণের মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরসহ সংশ্লিষ্ট আরো সুযোগ সুবিধা এখানে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন হোয়াইট বোর্ড, ভিপ বোর্ড, পোষ্টার বোর্ড, ডিজিটাল ক্যামেরা , ভিডিও ক্যামেরা , ওভার হেড প্রজেক্টার , ডিশ চ্যানেল সংযোগসহ কালার টিভি ইত্যাদি। নারী পুরুষ এক সাথে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে। নারীদের জন্য সংরক্ষিত রুমের ব্যবস্থা আছে। সংস্থার সুবর্ণচর উপজেলাস্থ প্রধান কার্যলয়ে বিদ্যুৎ ও জেনারেটর সুবিধা বিদ্যমান আছে। কম্পিউটারসহ ইন্টারনেট ব্রাউজিং সুবিধা আছে। উন্নত খাদ্য পরিবেশনসহ ডাইনিং সুবিধা, স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে।

**প্রশিক্ষণ মডিউল:** সংস্থা বিষয় ভিত্তিক কিছু প্রশিক্ষণ মডিউল ডেভেলপ করা হয়েছে। নিম্নে উল্লিখিত বিষয় সমূহের সফ্‌ট এবং প্রিন্ট কপি সংস্থায় সংরক্ষিত আছে।

- হাঁস-মুরগী পালন
- গরু মোটাতাজাকরন
- গাভী পালন ও ক্ষুদ্র ডেইরী ফার্ম
- ছাগল পালন
- মাছ চাষ
- প্রথাগত জন্ম সহায়তাকারী (টিবিএ)
- হস্তজাত শিল্প
- কৃষি ( মাঠ ফসল ও বাড়ীর অঙ্গিনায় সব্জি চাষ)

- স্যানিটেশান
- মাইক্রোফিন্যান্স ব্যবস্থাপনা

**ভেণ্যু ও প্রশিক্ষণ সুবিধা গ্রহণের জন্য যোগাযোগঃ**

জনাব মো: সাইফুল ইসলাম সুমন সহকারী পরিচালক মোবা: ০১৭১২-৭৭১৭০২
Email: saifulssus@yahoo.com

উপসংহার :

দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা টেকসই উন্নয়নের গতি ধারায় দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের সহায়ক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সংস্থা ইহার কর্মএলাকা, উপকারভোগী দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবার সমূহের চাহিদা ভিত্তিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে অর্জিত শিক্ষা ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতাকে পূঁজি করে সংগঠনটির অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। সংস্থার ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে দাতা সংস্থার অনুদানে পরিচালিত প্রকল্পের বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম এবং পিকেএসএফ ও তফশীলী ব্যাংক এর ঋণ তহবিল সহযোগিতায় পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন সংক্ষিপ্ত আকারে যথাযথ তথ্য, পরিসংখ্যান ও উপাত্ত সংযুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। কার্যক্রম বর্ণনার পাশাপাশি উপকারভোগীদের ও স্থাপিত অবকাঠামোর ছবি সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রতিবেদনে সংস্থার আর্থিক ব্যবস্থাপনা, কর্মরত জনবল ও সংস্থার ব্যবস্থাপনা কর্তপক্ষের তথ্য প্রদান করা হয়েছে। বর্ষ ব্যাপী বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ফলে উপকারভোগীদের কাঙ্খিত উন্নয়ন এই বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে ।